ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 19 October, 2023 ■ আগরতলা ১৯ অক্টোবর ২০২৩ ইং ■ ১ কার্ত্তিক, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

উৎসবের শুরুতেই বিষাদের সুর

চতুর্থীতেই পুড়লো পূজা মন্ডপ ও প্রতিমা

অনিয়মের অভিযোগ, সতর্ক করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। উৎসবের আনন্দ মুখর পরিবেশে বড় ধরণের অঘটন ঘটল রাজধানী আগরতলায়। আগুন লেগে পুজা মন্ডপ ও দূর্গা প্রতিমার কাঠামো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। রাজধানী উজান অভয়নগরের ব্লাড সান ক্লাবের ওই ঘটনায় দূর্গাপুজা আয়োজকদের অভিযোগ অগ্নিকান্ডের খবর দেওয়ার আধ ঘন্টার পর ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে দমকল বাহিনী। ওই অভিযোগ খন্ডন করে জনৈক দমকলকর্মীর দাবি খবর পাওয়ার দেড় মিনিটের মধ্যে ঘটনাস্থলে ছুটি গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণ আনেন তাঁরা। এদিন খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি দূর্যোগে মোকাবিলার তহবিল থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করার বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য জেলা শাসককে নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি অগ্নিকান্ডের ঘটনায় তদন্ত করে ব্যবসা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। আজ বিকালে ব্লাড সান ক্লাব পরিদর্শন গিয়েছেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

আজ রাজধানী উজান অভয়নগর ব্লাড সান ক্লাবে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। ওই অগ্নিকাণ্ডে ক্লাবের পুজো মন্ডপ সহ মূর্তি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আগুন নিয়ন্ত্রণ আনতে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে। দমকল বাহিনীর দীর্ঘ প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণ আসে। বিদ্যুতের শটসার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছে বলে ধারনা জনৈক দমকলকর্মীর। ওই ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

ব্লাড সান ক্লাবের ওই ঘটনায় দূর্গাপুজা আয়োজকদের অভিযোগ, অগ্নিকান্ডের খবর দেওয়ার আধ ঘন্টার পর ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে দমকল বাহিনী। তাঁদের আরো অভিযোগ, বিদ্যুৎ নিগম কর্মীরা কাজ করে যাওয়ার ২ মিনিট পরেই মণ্ডপে আগুন লেগে গিয়েছে। ওই অভিযোগ খন্ডন করে জনৈক দমকলকর্মীর দাবি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরার নতুন রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নল্লু

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর : ত্রিপুরার নয়া রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব পেলেন ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নল্লু। তিনি রাজ্যপাল সত্যদেও নারায়ণ আর্যর স্থলাভিষিক্ত হবেন। রাষ্ট্রপতি দ্রোপদী মুর্মু আজ তাঁকে ত্রিপুরার রাজ্যপাল হিসেবে নিযুক্তি দিয়েছেন। এদিকে, রঘুবর দাস ওড়িশার নতুন রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন।

ছাত্রবন্ধু ক্লাবে রূপার প্রতিমা প্যান্ডেলের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী। ছবি- নিজস্ব

রাষ্ট্রপতির অনুমোদন

ত্রিপুরা হাইকোর্টের নতুন দুই বিচারপতির নিযুক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। ত্রিপুরা হাইকোর্টের নতুন বিচারপতি পদে নিযুক্তি পেলেন সব্যসাচী দত্ত পুরকায়স্থ এবং বিশ্বজিৎ পালিত। সুপ্রিম কোর্টের কলিজিয়াম তাঁদের নিযুক্তিতে সুপারিশ করেছিল। আজ তাতে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন মিলেছে।

বিশ্বজিৎ পালিত বর্তমানে ত্রিপুরা সরকারের আইন সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এদিকে সব্যসাচী দত্ত পুরকায়স্থ বর্তমানে ত্রিপুরা জুডিশিয়াল একাডেমির অধিকর্তা পদে কর্মরত রয়েছেন। এখন ত্রিপুরা হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি অপরেশ কুমার সিং সহ রয়েছেন বিচারপতি টি অমরনাথ গৌড় এবং বিচারপতি অরিন্দম লোধ।

আজ কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল তাঁর এক্স(টুইটার) বার্তায় জানিয়েছেন, ভারতের রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সাথে আলোচনা ক্রমে বিভিন্ন হাইকোর্টে বিচারপতি এবং অতিরিক্ত বিচারপতির নিযুক্তিতে সম্মতি দিয়েছেন। ওই বার্তায় সাথে তিনি ১৭ জন বিচারপতির নিযুক্তির তালিকা জুড়ে দিয়েছেন। ওই তালিকায় ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি হিসাবে সব্যসাচী দত্ত পুরকায়স্থ এবং বিশ্বজিৎ পালিতের নাম রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে আজ

আগরতলা - মুম্বাই এক্সপ্রেসের যাত্রা শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। নতুন করে আরো দুটি ট্রেন কাল থেকে পরিষেবা শুরু করবে। এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডা: মানিক সাহা এবং অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির রেল সংযোগ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে শিলচর ও আগরতলা পর্যন্ত দুটি ট্রেনের চলাচল সম্প্রসারণ করা হবে এবং দুটি নতুন ট্রেনের পরিষেবা শুরু করা হবে। ১৯ অক্টোবর ১৫৬১৭/১৫৬১৮ নং. গুয়াহাটি-দুল্লভছড়া-গুয়াহাটি ত্রি-সাপ্তাহিক এক্সপ্রেসের যাত্রার সূচনা হবে গুয়াহাটি থেকে এবং ১২৫১৪/১২৫১৩ নং. গুয়াহাটি-সেকেন্দ্রাবাদ-গুয়াহাটির পরিষেবা শিলচর পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হবে ও ট্রেনটি যাত্রার সূচনা করা হবে শিলচর থেকে। এছাড়াও ০৭৬৮৮/০৭৬৮৭ নং. আগরতলা-সাব্রুম-আগরতলা ডেমু ও ১২৫২০/১২৫১৯ নং. কামাখ্যা-লোকমান্য তিলক (টি)-কামাখ্যার পরিষেবা আগরতলা পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং একই দিনে আগরতলা থেকে যাত্রার সূচনা করা হবে।

অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ও ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রোফেসর (ডা.) মানিক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে রাজ্যপালের শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে রাজ্যপাল সত্যদেও নারাইন আর্য রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। এক শুভেচ্ছা বার্তায় রাজ্যপাল বলেন, 'শরৎকালে আমরা মহাশক্তিরুপিনী দেবী দুর্গার পূজা করি। দেবী দুর্গা হচ্ছেন অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভ শক্তির বিজয়ের প্রতীক। ত্রিপুরাবাসীর জীবনে দূর্গোৎসবের এক বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।' ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পোকা চাল সরবরাহের অভিযোগ, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশু ও প্রসূতি মায়েদের জন্য বরাদ্দকৃত চালে পোকা। দীর্ঘদিনের পুরনো চালে বেঁধে আছে ঝটলা। এই অস্বাস্থ্যকর এবং নোংরা চাল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে এলাকার শিশু এবং গর্ভবতী মায়েদের সরবরাহ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। ঘটনা মোহনপুর সিডিপিওর অন্তর্গত বামুটিয়ার শংকর দাসপাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে।

বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের অন্তর্গত যে সমস্ত শিশুরা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে আসে না তাদেরকে বাড়িতে খাওয়ানোর জন্য পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করা হয় সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অন্তর্গত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে। যে পুষ্টিকর খাবার শিশুদের দৈহিক এবং মানসিক বিকাশে সহায়ক হবে। পাশাপাশি গর্ভবতী মহিলাদের কেউ এই পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করা হয়। কিন্তু বামুটিয়ার ছোট আমতলী সংলগ্ন শংকর দাসপাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে যে ধরনের নিম্নমানের খাদ্য সামগ্রী শিশু এবং গর্ভবতী মায়েদের সরবরাহ করা হচ্ছে তা খেয়ে মরন যন্ত্রণায় কাতড়ানো ছাড়া আর কোন উপায় নেই শিশু এবং গর্ভবতী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

Azadi Ka Amrit Mahotsav

G20

মোদি সরকার উন্নত রেল সংযোগের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

'ভারত কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে এবং কীভাবে স্বপ্ন সত্যি হতে পারে একজনকে যদি দেখতে হয় ভারতীয় রেলওয়ে তার একটি ভাল উদাহরণ।'
- নরেন্দ্র মোদি, প্রধানমন্ত্রী

শুভ সূচনা

১২৫১৩/১২৫১৪ গুয়াহাটি - সেকান্দ্রাবাদ এক্সপ্রেসের শিলচর (অসম) পর্যন্ত সম্প্রসারণ
- বরাক ভ্যালী (শিলচর) এবং সেকান্দ্রাবাদের মধ্যে প্রথম সরাসরি ট্রেন পরিষেবা
- নিম্ন অসম এবং বরাক ভ্যালীর সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষের জন্য উপকারি

১৫৬১৭/১৫৬১৮ দুল্লভছড়া-গুয়াহাটি ত্রি-সাপ্তাহিক ট্রেনের সূচনা
- দুল্লভছড়া এবং গুয়াহাটির মধ্যে সরাসরি ট্রেন পরিষেবা
- দুল্লভছড়ার ছাত্রছাত্রী, ব্যবসায়ী এবং পণ্যজীবীদের জন্য উপকারি

১২৫১৯/১২৫২০ কামাখ্যা-লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেসের আগরতলা(ত্রিপুরা) পর্যন্ত সম্প্রসারণ
- ত্রিপুরার রাজধানীর সাথে দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী মুম্বাইয়ের সাথে সরাসরি ট্রেন পরিষেবা
- ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রী, ব্যবসায়ী এবং পণ্যজীবীদের জন্য উপকারি

০৭৬৮৮/০৭৬৮৭ আগরতলা - সাব্রুম ডেমু ট্রেনের সূচনা
- রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকেরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলার সাথে বর্ধিত সংযোগ পাবে
- রাজ্যে পর্যটনকে চাঙ্গা করবে

এবং

০৪৬৮৮/০৪৬৮৭ বুডগাম - বেনিহাল ট্রেনের ভিস্তাডোম কোচ
- ভিস্তাডোম কোচ জম্মু এন্ড কাশ্মীরের পর্যটনকে চাঙ্গা করবে
- যাত্রীদের স্মরণীয় যাত্রা প্রদান করবে

দ্বারা

ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা
মুখ্যমন্ত্রী, অসম
গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে উপস্থিত থাকবেন

অধ্যাপক(ডা:) মানিক সাহা
মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা
আগরতলা রেল স্টেশনে উপস্থিত থাকবেন

অশ্বিনী বৈষ্ণব
কেন্দ্রীয় রেলওয়ে, যোগাযোগ এবং ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি
(নয়াদিল্লি থেকে ভিডিও কনফারেন্সে উপস্থিত থাকবেন)

প্রতিমা ভৌমিক
কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় এবং ক্ষমতায়ন রাষ্ট্র মন্ত্রী
আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে উপস্থিত থাকবেন

মনোজ সিনহা
লেফটেনেন্ট গভর্নর
জম্মু এন্ড কাশ্মীর
শ্রীনগর রেলওয়ে স্টেশনে উপস্থিত থাকবেন

পরিমল শুক্ল বৈদ্য
পরিবহণ, মৎস্য এবং শুল্ক দফতরের মন্ত্রী, অসম
শিলচর রেলওয়ে স্টেশনে উপস্থিত থাকবেন

সুশান্ত চৌধুরী
পরিবহণ, পর্যটন, খাদ্য, জনসংভরণ ও ভোক্তা বিষয়ক দফতরের মন্ত্রী, ত্রিপুরা
আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে উপস্থিত থাকবেন

তারিখ : বৃহস্পতিবার, ১৯ অক্টোবর, ২০২৩
সময় : দুপুর ৩ ঘটিকা

ভারতীয় রেলওয়ে

www.indianrailways.gov.in

আমাদের অনুসরণ করুন : /RailMinIndia

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ১৮ ▫১৯ অক্টোবর ২০২৩ইং▫ ১ কার্তিক▫ বৃহস্পতিবার ▫১৪৩০ বঙ্গাব্দ

গর্ভপাতের আবেদন খারিজ

গর্ভপাত আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে গর্ভপাত করানোর সংস্থান রহিয়াছে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় কন্যা সন্তানের ভ্রূণ হত্যার প্রবণতা মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে সারা দেশেই কন্যা সন্তান জন্ম হার কমিয়া যাইতেছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পুত্র ও কন্যা সন্তানের সমতা বজায় রাখিতে দেশের সর্বোচ্চ আদালত ভ্রূণ হত্যার বিষয়ে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিয়াছে। তবে বিবাহিত মহিলারা ইচ্ছা করিলে ২৪ সপ্তাহের আগে পর্যন্ত হত্যা করিতে পারেন। কিন্তু ২৪ সপ্তাহ পূর্ণ হইলে ভ্রূণ হত্যা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। অতি সম্প্রতি দেশের সর্বোচ্চ আদালত তাৎপর্যপূর্ণ রায় দিয়াছে। সংবেদনশীল গর্ভপাতের মামলায় ২৬ সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা মহিলার আবেদন খারিজ করিয়া দিল সুপ্রিম কোর্ট। দেওয়া হইল না গর্ভপাতের অনুমতি। রায় ঘোষণার আগে আদালতের তরফে জানানো হইল, গর্ভস্থ শিশু সম্পূর্ণ সুস্থ। তাহার মধ্যে কোনওরকম অস্বাভাবিকতা নেই। এই অবস্থায় "আমরা তাহার হৃৎস্পন্দন বন্ধ করিব না।মামলাকারী ২৬ সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা মহিলার আগে দুই সন্তান রহিয়াছে। মানসিক অবসাদ-সহ একাধিক অসুস্থতা রহিয়াছে তাঁহার। আদালতকে তিনি জানান, তাঁহার পক্ষে নতুন করিয়া সন্তানপালন সম্ভব নয়। চিকিৎসকদেরও বক্তব্য, মাতৃত্বকালীন অবসাদে ভুগিতেছেন মহিলা। সেই সূত্রে গর্ভপাতের আবেদন জানান তিনি। মাঝে সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতিদের ভিন্ন বেঞ্চ মহিলার আবেদন বিবেচনা করিয়া অনুমতিও দিয়াছিল। গত মঙ্গলবার ওই নির্দেশ পুনর্বিবেচনার সিদ্ধান্ত নেয় প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ।নয়া নির্দেশের নেপথ্যে এইমস-এর মেডিক্যাল বোর্ডের রিপোর্ট। সেখানে বলা

হইয়াছে, গর্ভস্থ শিশুর বিকাশ স্বাভাবিক রহিয়াছে। তাহার জীবিত থাকিবার সম্ভাবনা প্রবল। যাহার পর ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া সুপ্রিম কোর্ট বলিয়াছিল, "কোন আদালত ভ্রূণের হৃৎস্পন্দন থামাইয়া দেওয়ার নির্দেশ দেবে?" সোমবার প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় বলেন, "মহিলা ২৬ সপ্তাহ ৫ দিনের অন্তঃসত্ত্বা। এখন গর্ভপাতের অনুমতি দিলে মেডিক্যাল টার্মিনেশন প্রেগন্যান্সি অ্যাক্টের ৩ ও ৫ ধারা লঙ্ঘন করা হইবে। যেহেতু ভ্রূণের মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু মেলেনি এবং মা-ও সুস্থ রহিয়াছেন।" এর পরই প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, "আমরা হৃৎস্পন্দন বন্ধ করিব না।"

উল্লেখ্য, দেশের গর্ভপাত বিষয়ক আইন অনুযায়ী, সর্বোচ্চ ২৪ সপ্তাহ পর্যন্ত কোনও বিবাহিত মহিলা গর্ভপাত করাইতে পারেন। তাহার পরে গর্ভপাত করাইতে হইলে আদালতের অনুমতি নিতে হয়। সেই কারণেই শীর্ষ আদালতের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন ওই অন্তঃসত্ত্বা মহিলা। শেষ পর্যন্ত সেই দাবি খারিজ

হইয়া গেল। ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের এই রায় খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া মনে করেন বুদ্ধিজীবী মহল। এই আবেদনের ভিত্তিতে গর্ভপাতের অনুমতি দিলে একদিকে যেমন আইন লঙ্ঘন করা হতো অন্যদিকে ভ্রূণ হত্যার চেষ্টা আরো বাড়িয়া যাইত। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের এই রায়কে বিভিন্ন মহল স্বাগত জানাইয়াছেন।

হরিশ্চন্দ্রপুরে আম বাগান থেকে বোমা উদ্ধার, জল ঢেলে করা হয়েছে নিষ্ক্রিয়

মালদহ, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): মালদহ জেলার চাঁচল মহকুমার অন্তর্গত হরিশ্চন্দ্রপুরে আম বাগান থেকে উদ্ধার হল বোমা। ঘটনাকে ঘিরে বুধবার সকালে চাঞ্চল্য ছড়ায় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার ঝিকোডাঙা গ্রামে। এদিন সকালে স্থানীয়রা আম বাগানে একটি ব্যাগ দেখতে পান। তা থেকেই উদ্ধার হয় দু'টি তাজা বোমা ও একটি ছুরি। স্থানীয় বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।

বোমা উদ্ধারকে ঘিরে স্থানীয় বাসিন্দারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তবে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, ভিলেজ পুলিশ জল ঢেলে বোমা নিষ্ক্রিয় করেছে। কে বা কারা বোমা রেখেছিল, তা তদন্ত করে দেখার দাবি উঠেছে এলাকায়। স্থানীয় মানুষজন রীতিমতো আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন।

খড়গপুর আইআইটি-তে ফের পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু, হোস্টেল থেকে উদ্ধার নিথর দেহ

খড়গপুর, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): খড়গপুর আইআইটি-তে ফের অস্বাভাবিক মৃত্যু হল এক পড়ুয়ার। এবারও হোস্টেল থেকে উদ্ধার হল তেলেঙ্গানার বাসিন্দা এক পড়ুয়ার নিথর দেহ। ২১ বছর বয়সী পড়ুয়ার নাম কে কিরণ চন্দ্র। তাঁর বাড়ি তেলেঙ্গানায়। কিরণের অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবর বাড়িতে দেওয়া হয়েছে। কী ভাবে তাঁর মৃত্যু হল তা এখনও স্পষ্ট নয়। বুধবারই ওই পড়ুয়ার মৃত্যুর বিষয়টি প্রকাশ্যে এসেছে।

খড়গপুর আইআইটি-তে একের পর এক পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ২০২২ সালের অক্টোবর মাসেই এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অসমের বাসিন্দা এক পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর দেহও উদ্ধার হয়েছিল আইআইটির হোস্টেলের একটি ঘর থেকে। তারই মধ্যে এ বছর জুনে তামিলনাড়ুর বাসিন্দা ২২ বছরের সুরিয়া দীপনেরও অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই আবারও এক পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু হল দেশের অন্যতম সেরা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে।

ভারতের বিরুদ্ধে সাকিবের খেলার সম্ভাবনা হচ্ছে উজ্জ্বল, সিদ্ধান্ত নেবেন চিকিৎসক

পুনে, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): আগামীকাল ভারতের বিরুদ্ধে খেলবে বাংলাদেশ। বিশ্বকাপে পরপর ২টো ম্যাচে হারার পর ভারতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের ভরসা সাকিব আল হাসান। কিউয়িদের বিরুদ্ধে খেলতে গিয়ে উরুতে গুরুতর চোট পাওয়ায় জন্য তাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল। এরপর থেকেই বাংলাদেশ শিবিরে চিন্তাটা রয়েছে। তবে কি ভারতের বিরুদ্ধে অনিশ্চিত সাকিব? এই প্রশ্নের মধ্যেই নজর ছিল বাংলাদেশের নেট অনুশীলনের দিকে। মঙ্গলবারই ছিল তাঁদের অনুশীলন। আর সেই অনুশীলনে সাকিবকে গা ঘামাতে দেখা গিয়েছে। জানা গেছে, নেটে আধ ঘণ্টা অনুশীলন সেই সঙ্গে দৌঁড়তেও দেখা গিয়েছে সাকিবকে। দিব্যি দলের সঙ্গে নেটে অনুশীলন করেছেন। অবশেষে কাটছে চিন্তার মেঘ। বাংলাদেশের টিম ডিরেক্টর খালেদ মাহমুদ জানিয়েছেন, ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন সাকিব। বৃহস্পতিবার পুণেতে ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে চান তিনি। তবে সবকিছু সিদ্ধান্ত নেবেন চিকিৎসকরা। আমরা কোনও মতেই চাই না এই একটি ম্যাচ খেলে ওর ক্যারিয়ার বিপদে পড়ুক। আমরা চাইব, সাকিব যদি মনে করে সে খেলতে পারবে এবং চিকিৎসকের ছাড়পত্র পায় তবে অবশ্যই খেলবে।'

হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ-এর মতোই ছিল ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক নেটওয়ার্ক

১৮৮৬ সালের মাঝামাঝি। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির ছেলেমেয়েরা ঠিক করলেন, একটি সমিতি গড়তে হবে। সেই সমিতির সদস্য হতে পারবে শুধু এ বাড়িরই ভাইবোনরা। শুধু বাড়ির ভাইবোনদের নিয়ে এমন অভিনব ভাবনা অনেককেই অবাক করে। সবচেয়ে বেশি বিস্মিত হয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। ১৮৮৬-র জুন মাসের ১১ তারিখে সাজাদপুর থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের বড় ছেলে হিতেন্দ্রনাথকে সে কথা একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন।

সাজাদপুর জমিদারির কাছারি থেকে তিনি লিখেছেন, তোমরা যে "ভাই-বোনসমিতি" স্থাপন করেছ, তা-থেকে নানানকথা আমার মনে আসছে। অকপটে স্বীকার করেছিলেন, কৈ তোমাদের এই বয়সে, "ভাই-বোনসমিতি"র মত কোনও উচ্চতর কল্পনা তো আমাদের মাথায় আসেনি। যদিও এর আগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথের পরিচালনায় ঠাকুরবাড়িতে একটি "কমিটি এফ ফাইভ" তৈরি হয়েছিল। সেই কমিটির পরিচালনায় জোড়াসাঁকো নাট্যশালা, বিদ্বজ্জন সমাগম, সারস্বত সমাজ, খামখেয়ালী সভা, ড্রামাটিক ক্লাব বা বিচিত্রা-র মতো নানা সভাসমিতিও বিভিন্ন কারণে গড়া হয়েছিল।

জ্যোতিরিন্দ্রর চিঠিতেই জানা যায়, সব ভাইবোন মিলে জ্ঞানের চর্চা করা, বড় ভাই ছোট ভাইয়ের শিক্ষার ভার গ্রহণ, পারস্পরিক সদ্ভাব বৃদ্ধির চেষ্টা, বিশুদ্ধ সঙ্গীতের বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করাই ছিল এই সমিতির উদ্দেশ্য। এই সমিতি স্থাপনের বছর দুই আগে জ্যোতিরিন্দ্রর স্ত্রী কাদম্বরী দেবী প্রয়াত হন। নির্বান্ধব স্নেহপ্রবণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছোটদের এই পারস্পরিক সহযোগিতার উদ্যোগে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি তখন জমিদারির দায়িত্ব থেকে ক্রমশ নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন। এই সময়ে তিনি প্রায়ই মেজদাদা-মেজবৌঠান, সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর বির্জিতলার বাড়িতে গিয়ে থাকতেন। বির্জিতলার বাড়িতে জোড়াসাঁকোর অন্যান্য আত্মীয়-পরিজনের নিত্য আনাগোনা ছিল। সেখানে নানা বিষয়ে আড্ডার আসর বসত।

বছর দুই পর, ১৮৮৮ সালের নভেম্বর মাসের ৫ তারিখ ছিল ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। বির্জিতলায় পরিবারের অনেকে এসেছেন। এই দিন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একটি ঐতিহাসিক মুহূর্তের সূত্রপাত ঘটালেন। গত বছর দুই যাবতমনে মনে হয়তো "ভাই-বোন সমিতি"র কথা ভাবতে বসেই তিনি একটা নতুন কিছু করার স্বপ্ন বুনছিলেন। সেই স্বপ্নের ফসলস্বরূপ ১৬২ পৃষ্ঠার একটি খাতা মেলে ধরলেন সকলের সামনে। সেই খাতার প্রথম চারটি পৃষ্ঠা ছেড়ে পঞ্চম পৃষ্ঠায় নিজেই ঝর্না কলমের কালো কালিতে বৃত্তের চাঁদার আকারে মুখপাতে লিখলেন, "পারিবারিক স্মৃতি-লিপি পুস্তক"। এর ঠিক নীচে সোজা সরলরেখায় লিখলেন, "ইহাতে পরিবারের/ অন্তর্ভুক্ত/ সকলেই/ (আত্মীয়, বন্ধু, কুটুম্ব, স্বজন)/ আপন আপন মনের ভাব চিন্তা স্মর্তব্য বিষয়/ ঘটনা প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিতে পারেন/ ইতি। ছয়ের পাতাটি ছেড়ে নিজেই খাতার সাতের পাতায় উদ্বোধন করলেন "ভাষাতত্ত্ব" বা ফিলোলজি বিষয়ে একটি লেখা লিখে।

সেই সময়ে রবীন্দ্র- পত্নী মৃণালিনী দেবী সন্তানসম্ভবা। বির্জিতলার বাড়ির আনাচে-কানাচে রবীন্দ্রনাথ ও মৃণালিনী দেবীর দ্বিতীয় সন্তানের আবির্ভাব নিয়ে সকলেই কমবেশি উত্তেজিত। এই উত্তাহের আঁচ পড়ল এই "পারিবারিক স্মৃতি-লিপি"র খাতাতেও। "রবিকাকার সন্তান" নামে হিতেন্দ্রনাথ একটি টিপ্পনী লিখলেন খাতায়, "রবিকাকার একটি মান্যবান ও সৌভাগ্যবান পুত্র হইবে।"

এর আগে প্রথম কন্যা মাধুরীলতার জন্ম হয়েছে। তাই হয়তো পরিবারের সদস্যরা দ্বিতীয় সন্তানটি ছেলেই হবে এমন প্রত্যাশা করেছিলেন। ফলস্বরূপ পারিবারিক খাতায় হিতেন্দ্রনাথ আরও লিখলেন, কন্যা হইবে না। সে রবিকাকার মত তেমন হাস্যরসপ্রিয় হইবে না রবিকাকার অপেক্ষা গম্ভীর হইবে। সে সমাজের কাজে না ঘুরে দূরে দূরে থেকে ঈশ্বরের ধ্যান করবে। মজার বিষয়, রথীন্দ্রনাথের জন্মের দু'বছর পরেও হিতেন্দ্রনাথের সেই সরস মন্তব্যের নীচে বীরেন্দ্রপুত্র বলেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "হিদ্দা, তোমার ভবিষ্যদ্বাণী এখন চাক্ষুষ।" কারণ শিশু রথীর প্রকৃতিটা নাকি এমন গম্ভীর ছিল যে বলেন্দ্রনাথের ভাষায়, "তা অস্বীকার করবার যো নেই।" কৌতুক করে লিখেওছেন, "তবে কিনা সামাজিক জীব না হয়ে খোকা যে আরণ্যক ঋষি হবে তা-ও মনে হয় না। আর গম্ভীর হয়েছে বলে যে হাসবে না তা নয়।" বলেন্দ্রনাথ এই লেখার নীচে ইংরেজিতে লিখছিলেন বি টি (B.T.) শুবলেন্দ্রনাথ ঠাকুরঃ, মার্চ ১৮৯০।

দাদা-দিদিরা নবজাত খুড়তুতো ভাইকে নিয়ে বেশ মজা করেছিলেন সেই খাতায়। সেই মার্চেই সরলা দেবী বলেন্দ্রনাথের লেখার নীচেই লিখে দিলেন, "বোলদা, এক হিসেবে হিদ্দা ঠিক বলেছেন। খোকা যোগ করুক আর না করুক যথেষ্ট গোলযোগ করছে। এর পর বলেন্দ্রনাথেরও পাল্টা খোকা বেচারা যোগই করুক আর গোলযোগই করুক, জন্মাবার আগে থেকে তার উপর যে রকম আলোচনা চলেছে তাতে তার পক্ষে কতদূর সুবিধের বলতে পারিনে। বড় হলেও সে বেচারীর না জানি আরও কত সইতে হবে কিন্তু তখন হয়ত প্রতিবাদ করতে শিখবে এরকম নীরবে সহ্য করবে না।... আমাদের কালের ছেলেদের Biography মরবার পর লেখা হত, এখন হয় জন্মাবার আগে।

এই কাহিনি পড়তে পড়তে মনে হতে পারে এ যেন আজকালকার দিনে সোশ্যাল মিডিয়ার কোনও গ্রুপের কথোপকথন। অনেকটা রসে ভরা উপভোগ্য মন্তব্য চালাচালি করা নিজেদের মধ্যে। অথচ এই ঘটনা তো আজকের নয়, আজ থেকে প্রায় ১৩৫ বছর আগের। আশ্চর্যের ব্যাপারটি হল, এই "পারিবারিক স্মৃতি-লিপি" খাতায় মন্তব্য চালাচালি বা বিভিন্ন লেখালিখি চলেছিল দু'বছর। এই দু'বছরে মোট ১৬২ পৃষ্ঠার মধ্যে ১৫৭টি পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে। বাকি ৫টি পৃষ্ঠা সাদা। শুধু চতুর্থ পাতায় লেখা ছিল "নিষেধ", যা কিনা রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে লিখেছিলেন। সেখানে উপর থেকে নীচে এই খাতার লেখা সম্পর্কে পর পর তিনটি নিষেধাজ্ঞা ছিল "১) পেন্সিলে লেখা। ২) আমাদের পরিবারের বাহিরে এই খাতা লইয়া যাওয়া। ৩) যতদিন এই খাতা লেখা চলিবে ততদিন এ খাতার প্রবন্ধ কাগজে অথবা পুস্তকে ছাপান।" দ্বিতীয় নিষেধাজ্ঞার জন্যই হয়তো খাতাটি "বাড়িতে সিঁড়ির উপরে একটি ডেস্কের উপর শিকল দিয়ে বাঁধা থাকত। যার যখন ইচ্ছে তাতে নিজের বক্তব্য লিখে রাখত।" ইন্দিরা দেবীর "রবীন্দ্রস্মৃতি" থেকে এ তথ্য জানা যায়। এর দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পর ইন্দিরা দেবী খাতাটি উদ্ধার করেন।

সময়টা ১৯৩৮ সাল। নভেম্বর মাসের ২৭ তারিখ। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পঞ্চাশতম জন্মদিন। ইন্দিরা দেবী খাতাটিকে যত্ন করে নিয়ে এসে প্রথম পৃষ্ঠায় লিখে দিলেন, "শ্রীমান রথীন্দ্রের শুভ পঞ্চাশতম জন্ম দিনে বিবিদিদি"। এক দিন তাঁর জন্মের আগে ও পরে যে পারিবারিক স্মৃতিলিপির খাতায় তাঁকে নিয়ে মজা করে নানা রকমের টিপ্পনী কেটেছিলেন দাদা-দিদিরা, পঞ্চাশ বছরের জন্মদিনে সেই খাতাই তিনি উপহার পেলেন।

শুধু রথীর প্রসঙ্গই নয়, সেই স্মৃতিলিপির পাতায় ঠাকুরবাড়ির সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের অনেক লেখাই আজ ইতিহাস হয়ে আছে বাংলা সাহিত্যের আসরে। আগেই বলা হয়েছে, প্রথম দিন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ "ভাষাতত্ত্ব" নিয়ে স্মৃতিলিপি খাতার সূচনা করেন। দ্বিতীয় লেখাটি ছিল বলেন্দ্রনাথের "অক্ষরতত্ত্ব"। উনিশ বছরের বলেন্দ্রনাথের কলম সেদিন বলিষ্ঠ ভাষায় জানিয়েছিল "শুধু যে ভাষার কথা থেকেই জাতির ভাব বোঝা যায় এমন নয়, ভাষার অক্ষর দেখেও জাতির ভাব কতকটা বোঝা যায় বোধহয়। বাংলা ভাষার অক্ষর আর সংস্কৃতর অক্ষর দেখলেই এটা অনেকটা প্রমাণ হয়।"

সূচনার দিনটি, অর্থাৎ ১৮৮৮-র ৫ নভেম্বর ছিল বলেন্দ্রনাথের উনিশতম জন্মদিন। কিন্তু নিজের জন্মদিন প্রসঙ্গে তিনি কিছুই সেখানে লেখেননি। কোনও আত্মীয়ও এই খাতায় বলেন্দ্রর উদ্দেশে জন্মদিনের শুভেচ্ছালিপি লেখেননি। জানা যায়, ঠাকুরবাড়িতে জন্মদিন পালন চালু হয়েছিল জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর দৌলতে। বিলেত থেকে ফিরে তিনি নিজের পুত্রকন্যাদের জন্য জন্মদিন পালন শুরু করেন। তা দেখেই সরলা দেবীর উদ্যোগে ১৮৮৭ সালে রবীন্দ্রনাথের সাতাশ বছরের জন্মদিনটি প্রথম পালিত হয়েছিল। কিন্তু তার পরও জন্মদিন পালনের প্রচলন তৈরি হয়নি ঠাকুর পরিবারে।

এ দিকে রবীন্দ্রনাথ প্রথম দিনে পারিবারিক খাতায় কিছুই লেখেননি। দ্বিতীয় দিনে তিনি প্রথম লিখতে বসলেন। তাঁর নতুনদাদা আর বলুর প্রথম দু'টি লেখার সূত্র ধরে "বাঙ্গালাভাষা ও বাঙালী চরিত্র" নিয়ে তিনি লিখতে শুরুই করলেন এমন, অনেক সময় দেখা যায় সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালায় রূপান্তরিত হয়ে এক প্রকার বিকৃত ভাব প্রকাশ কেমন এক রকম ইতর বর্বর আকার ধারণ করে।" সেই শুরু। এর পর দীর্ঘ দু"-বছরের "পারিবারিক স্মৃতিলিপি খাতা'র ইতিহাসে কবির ৩৮টি রচনা পাওয়া যায়। এর পর প্রায় সাত বছরের ব্যবধানে ১৮৯৫-এর নভেম্বর-ডিসেম্বর পর্যন্ত আরও কয়েকটি রচনা লেখকরা এই খাতায় লিখেছিলেন, যার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের দু'খানা চিঠি এবং একটি অসম্পূর্ণ গ্রন্থ- সমালোচনাও ছিল। তবে এই খাতার ইতিহাসে সবচেয়ে আলোচিত ও বিতর্কিত লেখাটি লিখেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই। লেখাটির শিরোনাম ছিল "স্ত্রী ও পুরুষের প্রেমে বিশেষত্ব"। ১৮৮৮ সালের ১৯ নভেম্বর লেখা। ক, খ ও গ এই তিনটি ভাগে সমগ্র রচনাটি লিখেছিলেন। দ্বিতীয় খ ও তৃতীয় গ রচনার শিরোনাম ছিল যথাক্রমে "পুরুষের কবিতায় স্ত্রীলোকের প্রেমের ভাব" ও "ধর্মে ভয়, কৃতজ্ঞতা ও প্রেম"। এই প্রবন্ধ তিনটি নিয়ে পারিবারিক স্মৃতিলিপি খাতায় দীর্ঘ বিতর্ক গড়ায়। বিতর্কে অংশ নেন শরতুমারী চৌধুরানী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী এবং শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়। এ যেন বর্তমান কালের সমাজমাধ্যমে কোনও বিতর্কিত প্রসঙ্গের অবতারণা এবং সেই বিতর্কে উৎসাহীদের বিবিধ বক্তব্যের ধেয়ে আসা বান।

ঠাকুরবাড়ির এই পারিবারিক খাতাতেও যথারীতি রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সকলকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যেই আলোচ্য ব্যক্তিরা ছাড়াও এই স্মৃতিলিপি খাতার লেখক-তালিকায় ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, ঋতেন্দ্রনাথ, ক্ষিতীন্দ্রনাথ, আশুতোষ চৌধুরী, প্রমথনাথ চৌধুরী, লোকেন্দ্রনাথ পালিত, সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। একটা বিষয় লক্ষ করার যে, এই পারিবারিক স্মৃতিলিপি খাতায় মাত্র দু'জন নারীর লেখা পাওয়া যায় শরতুমারী চৌধুরানীর (আশুতোষ চৌধুরীর ভাই যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর স্ত্রী, যিনি সরাসরি ঠাকুরবাড়ির বধূ বা কন্যা নন) এবং রথীন্দ্র-প্রসঙ্গে মাত্র দু'টি বাক্য লিখেছিলেন ষোড়শবর্ষীয়া সরলা দেবী। এ ছাড়া ঠাকুরবাড়ির বৌ এবং মেয়েদের লেখা আশ্চর্যজনক ভাবে এই খাতায় অনুপস্থিত। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বির্জিতলার বাড়িতে রাখা এই খাতায় জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী এমনকি ইন্দিরা দেবীরও কোনও লেখা না থাকাটা সত্যিই বিস্ময়ের।

ইতিহাস বলে, পারিবারিক স্মৃতিলিপি খাতার তিন বছর আগে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় "বালক" পত্রিকাটি ঠাকুরবাড়ি থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে তাঁর "আশ্চর্য্য পলায়ন" নামে একটি অনূদিত রচনা তিন কিস্তিতে ধারাবাহিক ভাবে মুদ্রিতও হয়। এ ছাড়াও স্বর্ণকুমারী দেবীর "পৃথিবী" বাঙালি মহিলার লেখা প্রথম বিজ্ঞানগ্রন্থ, যেটি ১৮৮২ সালে প্রকাশ পায়। ১৮৮৪-তে "ভারতী"র সম্পাদনার দায়িত্বও তিনি নিয়েছিলেন। "ভারতী"তে দুজনেই অনেক লেখা লিখেছিলেন। তা হলে কোন রহস্যে ঠাকুরবাড়ির পোরিবারিক স্মৃতিলিপি খাতাটি হয়ে উঠল নারীবির্বজিত? সে কথা আজ হয়তো আর জানার উপায় নেই।

কবির কাছে জব্দ ম্যালেরিয়া

সালটা ১৮৯৭। জ্বরে কাতরাচ্ছেন কবি, থুড়ি বিজ্ঞানী! ম্যালেরিয়া। কোন এক ঘোর থেকে যেন জ্বরের অনুভূতিই প্রকাশ করছেন "দ্য স্কাই ইজ রেড অ্যাজ ব্লাড;/ দ্য ভেরি রকস ডিকে/... দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ হোয়াইট উইথ হিট/... দ্য লস্ট স্টারস ক্রাই ইন হেভেন। ("ইন এগজাইল")

মহতকবিসত্তাই যেন তাঁকে বিজ্ঞানের এক মহান মানুষ হিসেবে নির্মাণ করেছে।

ওঁর যে সূক্ষ্ম ও প্রত্যয়ী প্রয়োগকৌশল মশার মধ্যে পরজীবী খুঁজে পেয়েছে, তা-ই যেন ছুঁতে চেয়েছ ওঁর কবিতার সুনির্দিষ্ট শব্দের দলকে। যে মানুষটিকে নিয়ে এই কথা, তাঁকে সভ্যতার ইতিহাস মনে রেখেছে ম্যালেরিয়ার রহস্য উন্মোচনের শার্লক হোমস হিসেবে। পেয়েছেন নোবেলও। তিনি স্যর রোনাল্ড রস।

রোনাল্ড রসের মননশীলতার উতমুখে যেতে হলে, উঁকি দিতে হয় তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠার পরিবেশের দিকে। জন্মসূত্রে, পরে কর্মসূত্রেও রোনাল্ড রস ভারতের সঙ্গে গভীর ভাবে জড়িয়ে। জন্ম, সিপাহি বিদ্রোহের ঠিক তিন দিন পরে, ১৩ মে, ১৮৫৭ সালে। হিমালয়ের কোলে, আলমোড়ায়। বাবা ক্যাম্পবেল ক্লে গ্রান্ট রস ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মির বেঙ্গল স্টাফ কর্পস-এর আধিকারিক। সুন্দরের পূজারি। প্রকৃতিপ্রেমী ও চিত্রশিল্পী মানুষটি সময় পেলেই মন দেন বাদ্যযন্ত্র বাজানোয়। সপরিবার বেরিয়ে পড়েন জঙ্গল সফরে। ছোট্ট রোনাল্ড ও অন্য সন্তানদের বিভিন্ন ধ্রুপদী সাহিত্য থেকে শোনান গল্প। আর রোনাল্ড দেখেন, সারা দিনের ঘটনা বাবা লিখে রাখছেন। বাড়ির হিন্দুস্থানি আর্দালিদের থেকে শোনা হয় রাম, কৃষ্ণের কাহিনি, নল-দময়ন্তীর উপাখ্যান।

তবে আট বছর বয়সেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য ছেলেকে ইংল্যান্ডে পাঠালেন ক্যাম্পবেল। বছর চোদ্দোর মেধাবী রোনাল্ড অঙ্ক কষে পুরস্কার হিসাবে পেলেন "অর্বস অব হেভেন"। এই বইটির সূত্রেই অঙ্কের সঙ্গে ঘরবসত। পরে রোনাল্ড রসের অসামান্য অবদান লেখা থাকবে ম্যালেরিয়া-সহ বিভিন্ন রোগ বিস্তার সংক্রান্ত বিদ্যায় (এপিডেমিয়োলজি) গাণিতিক মডেলের ব্যবহার করার ক্ষেত্রেও। তিনি এর নাম দেন "প্যাথোমেট্রি"। এরই সঙ্গে ষোলো বছর বয়সে অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজের অঙ্কন প্রতিযোগিতায় প্রথম, রাফায়েলের "টর্চ বেয়ারার" ছবিটি কয়েক মিনিটে নকল করে ফেলা এ সবও চলতে থাকল সমান গতিতে।

অথচ, যে চিকিৎসাবিজ্ঞানের জন্য রোনাল্ড রসকে মনে রেখেছে সভ্যতা, সেই শাস্ত্রটাই নাকি পড়ার তেমন ইচ্ছে ছিল না ওঁর। ইচ্ছে, একই সঙ্গে লেখক ও চিত্রশিল্পী হবেন। যদিও বাবা চাইতেন, রোনাল্ড যেন চিকিতক হয়ে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসে যোগ দেন। বাবার ইচ্ছে আর কিছুটা জোরাজুরিতেই রোনাল্ড ভর্তি হলেন সেন্ট বার্থেলোমিউ মেডিক্যাল কলেজে। কিন্তু সেখানেও ক্লাসের ফাঁকে, খাবার টেবিলে এ ছেলে কী যেন আঁকিবুকি কাটে খাতা-পেনসিল নিয়ে। ফলও মিলল হাতেনাতে! ডাক্তারি পরীক্ষায় মাঝারি ফল হল। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসে চাকরি হল, তবে দ্বিতীয় চেষ্টায়।

এই সূত্রেই ভারতে ফেরা। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে প্রথম চাকরি। রোনাল্ড রসের কবিতায় দার্শনিক বোধের রসায়নে ফুটে ওঠে সময়, প্রকৃতি, প্রেম, মূল্যবোধ। শোক-হতাশা, দুঃখ-মুগ্ধতা, ব্যর্থতা-আনন্দ সবই ফুটে ওঠে কবিতায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিষবাষ্পে যেন মন অসাড় হয় কবির। লেখেন "ডিউটি", "ফেয়ারওয়েল", "ব্ল্যাক অগস্ট", "অ্যাপোক্যালিপ্স" ইত্যাদি। ১৯১৪ সালে তৃতীয় পুত্র সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট ক্যাম্পবেল অকালে প্রয়াত হলে লিখলেন "দ্য ফাদার" কবিতাটি। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, "সিলেক্টেড পোয়েমস", "ইন এগজাইল", "ফিলসফিজ", "দ্য সেটিং সান" ইত্যাদি। লিখেছেন উপন্যাসও। তবে সেগুলি পাঠকমহলে তেমন সমাদৃত নয়।

১৮৮১ থেকে সাত বছর ভারতে কাটানোর পরে ছুটি নিয়ে ফিরলেন ইংল্যান্ডে। ফেরার পথে জাহাজে তাঁর মানসিক অস্থিরতার ছবি নিয়ে লিখলেন "ফিলসফিজ"। তাঁর ভারতবাসের উদ্দেশ্য সফল করার জন্য ভাবলেন, যে সব অসুখ জনস্বাস্থ্যকে বিপন্ন করছে, সেগুলি নিয়ে গবেষণা করলে কেমন হয়। এই রোগগুলির অন্যতম ম্যালেরিয়া। রোনাল্ডের জীবনেও এই রোগটি নানা ভাবে এসেছে। ছোটবেলায় ভারতবর্ষে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখেছেন। তাঁর বাবাও বিপজ্জনক ভাবে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। তিনি ম্যালেরিয়াকেই বেছে নিলেন গবেষণার বিষয় হিসেবে। ১৮৮৮-তে লন্ডনে জনস্বাস্থ্য বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স করলেন। মাইক্রোস্কোপ ও ল্যাবরেটরির কাজে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হল। বেঙ্গালুরুতে এসে মশা নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। কবিতায় ম্যালেরিয়াকে চিহ্নিত করলেন "মিলিয়ন মার্ডারিং কজ" হিসেবে: "ও গড রিভিল থ্রু "অল দিজ থিংস অবসকিয়োর/ দি আনসিন, স্মল বাট মিলিয়ন-মার্ডারিং কজ।" ("ইন্ডিয়ান ফিভারস")

১৮৯৪-এ আবার ইংল্যান্ডে গেলেন। দেখা করলেন ট্রপিক্যাল ডিজিজ-এর দিকপাল প্যাট্রিক ম্যানসনের সঙ্গে। তাঁকে পেলেন গবেষণার পথপ্রদর্শক হিসেবে। ১৮৯৫-এ ফিরে এসে পূর্ণদ্যোমে চলল গবেষণা ম্যালেরিয়া রোগী ও মশার মধ্যে সম্পর্কের খোঁজ। গবেষণা নিয়ে রোনাল্ড রসের আশা-হতাশার টানাপড়েন আর প্যাট্রিক ম্যানসনের প্রেরণা ও দূরশিক্ষণের ভূমিকা কোন পর্যায়ের, সে সাক্ষ্য দেয় ১৮৯৫ থেকে ১৮৯৯ সালের মধ্যে তাঁদের মধ্যে চালাচালি হওয়া ১৭৩টি চিঠি।

বার বার ব্যর্থ হচ্ছেন। উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা মিলছে না। নেমে আসছে বদলির খাঁড়া। তবু প্রতিকূল আবহাওয়ায়, কঠিনতর পরিবেশে সেকেন্দ্রাবাদের বেগমপেট হাসপাতালে মশার ব্যবচ্ছেদ করে চলতে থাকল গবেষণা। ১৮৯৭-এর জুনে দুঃসহ গরমে সাফল্য পাওয়ার দু'মাস আগে তাঁর কাজের বর্ণনা মেলে আত্মজীবনীতে। তাতে থাকে সাহিত্যবোধ, রসবোধ বেগমপেট হাসপাতালের সেই অন্ধকার উত্তপ্ত ছোট্ট কাজের ঘরটি... বারান্দার ছাদের কার্নিসের তলা দিয়ে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু আলোর কিরণ আসছে। আমার আংশিক পর্যবেক্ষণ করা ব্যবচ্ছেদ করা মশাগুলি কোনও "কভার-গ্লাস" দিয়ে ঢেকে রাখা নেই। তাই পাছে সেগুলি হাওয়ায় উড়ে যায়, সে জন্য আমি "পাংখা" চালাতে দিচ্ছি না। তাঁর সংযোজন: ফলে প্রচুর ছোট ছোট মাছির মতো পতঙ্গ (আই-ফ্লাইজ), যেগুলি কানে বা চোখের পাতায় ঢুকে যায়, সেগুলি আমাকে মনের সুখে জ্বালাতন করছে। কখনও কখনও দু'-একটা মশা তাদের বন্ধুদের নিধন করার জন্য আমার উপরে শোধ তোলার চেষ্টা করছে...। আমার কপাল আর আমার হাতের ঘামে আমার মাইক্রোস্কোপের স্ক্রু-তে মরচে ধরে গিয়েছে...।

অবশেষে ১৮৯৭-এর ২০ আগস্ট সাফল্য এল। ম্যালেরিয়া প্যারাসাইটকে আবিষ্কার করলেন রোগী থেকে সংক্রামিত মশার পাকস্থলীতে। স্বভাবসিদ্ধ শৈলীতে উদ্যাপন করলেন সাফল্য, কবিতায় "আই ফাইন্ড দাই কানিং সিডস/ ও মিলিয়ন-মার্ডারিং ডেথ।..."

রোনাল্ড রস তাঁর অবশিষ্ট গবেষণার কাজ করেছেন কলকাতার পিজি (বর্তমানে এস এস কে এম) হাসপাতালে। সেখানে পরের বছর, ১৮৯৮-এ পাখি নিয়ে গবেষণা করে আবিষ্কার করে দেখিয়েছেন ম্যালেরিয়া প্যারাসাইটের পূর্ণ জীবনচক্র। তাঁর সম্পর্কে বন্ধু ও জীবনীকার রুডলফ লুইস মেগর্জ-এর কথাটিই ঠিক, "চিকিৎসক-বিজ্ঞানী হিসেবে রোনাল্ড রস অমর খ্যাতি পেলেও তিনি কবি হিসেবে জীবন শুরু করেছিলেন এবং অবশ্যই সারা জীবনই ছিলেন এক জন কবি।"

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

উন্নত ভারতের স্বপ্ন পূরণে বিহারের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ : রাষ্ট্রপতি

পাটনা, ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বুধবার বিহারের রাজধানী পাটনায়, বিহারের চতুর্থ কৃষি রোড ম্যাপ (২০২৩-২০২৮)-এর সূচনা করেছেন। এই অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি মুর্মু বলেছেন, উন্নত ভারতের স্বপ্ন পূরণে বিহারের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রপতির কথায়, বিহারের লোকসংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল কৃষি। বটোহিয়া ও বিদেসিয়া থেকে কাটনি ও রোপনী গান, বিহারের লোকসংস্কৃতি ও সাহিত্যের যাত্রা সমগ্র বিশ্বে নিজস্ব ছাপ ফেলেছে। রাষ্ট্রপতি বলেছেন, বিহারের অর্থনীতির ভীত হল কৃষি। এই রাজ্যের অগ্রগতির জন্য কৃষিক্ষেত্রের সর্বাত্মক উন্নয়ন খুবই প্রয়োজন।

রাষ্ট্রপতি মুর্মু আরও বলেছেন, বিহারের কৃষক ভাই ও বোনেরা চাষে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য পরিচিত। এই কারণেই একজন নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ নালন্দার কৃষকদের 'বিজ্ঞানীদের চেয়ে বড়' বলেছেন। এটা খুবই আনন্দের বিষয় যে আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন করেও এখানকার কৃষকেরা ঐতিহ্যবাহী কৃষি পদ্ধতি ও শস্যের জাতগুলোকে সংরক্ষণ করেছেন। রাষ্ট্রপতির কথায়, গ্লোবাল ওয়ার্মিং এবং জলবায়ু পরিবর্তন একটি বৈশ্বিক সমস্যা। এটি সমগ্র মানবতার অস্তিত্বের জন্য একটি সংকট। তবে এর সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ছে দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের ওপর। জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জলবায়ু সহনশীল কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।রাষ্ট্রপতি আরও বলেছেন, বিহার হল ভগবান বুদ্ধ ও অশোকের ভূমি। তাঁরা সমগ্র মানবজাতিকে শান্তি ও সম্প্রীতির শিক্ষা দিয়েছেন। আপনারা এই পুণ্যভূমির বাসিন্দা, তাই আপনাদের কাছে আশা করা যায় এমন একটি সমাজের আদর্শ তুলে ধরবেন যেখানে বিদ্বেষ ও বিভেদের কোনোও সুযোগ নেই। রাষ্ট্রপতি বলেছেন, কৃষি রোড ম্যাপ বাস্তবায়িত হচ্ছে এটা খুবই আনন্দের বিষয়। আমি আরও খুশি হব যখন বিহারকে উন্নয়নের প্রতিটি প্যারামিটারে একটি রোড ম্যাপ তৈরি করে ক্রমাগত উন্নতির পথে চলতে দেখা যাবে - তা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মাথাপিছু আয় বা সর্বোপরি সুখের সূচক হোক।

বেঙ্গালুরুতে একটি আবাসনে বিধ্বংসী আগুন, ঝাঁপ দিয়ে আহত একজন

বেঙ্গালুরু, ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : বেঙ্গালুরুর কোরমঙ্গলা এলাকায় বুধবার একটি বাণিজ্যিক আবাসনের উপরের তলায় আগুন লাগে। ঘটনাস্থলে দমকল বিভাগের আটটি ইঞ্জিন পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আবাসনের মধ্যে থাকা ক্যাফে থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। পথচারীরা বিকট শব্দ ও বিস্ফোরণের আওয়াজ পেয়ে দমকলে খবর দেয়।

বেঙ্গালুরুর কোরমঙ্গলা এলাকায় ফোরাম মলের উল্টোদিকের আবাসনে আগুন লাগে। বেঙ্গালুরুর তাভারেকরের মেইন রোডে মুডপাইপ ক্যাফেতে একটি গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ফলে আগুন লেগেছে বলে জানা গিয়েছে। বুধবার সকাল ১১টা ৪৫ নাগাদ আগুন লাগে। ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ সার্ভিসের এডিজিপি এইচ হরিশেকরন জানান, এডিজিপি ফায়ার অ্যান্ড সার্ভিসেস পি হরিশেকরন বলেছেন, '৪-৫টিরও বেশি সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ফলে আগুন লেগে যায়। সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। ৪টি দমকলের ইঞ্জিনকে ডাকা হয়েছে। বিল্ডিং থেকে লাফিয়ে পড়া একজন আহত হয়েছেন। আমরা আহতদের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করছি। আগুন পুরোপুরি নিভিয়ে ফেলা হয়েছে। সন্ধ্যা নাগাদ আমরা আগুন লাগার সঠিক কারণ জানতে পারব।একজন বিশেষজ্ঞকে ডাকতে হবে। কী কারণে বিস্ফোরণ হয়েছে তা বোঝার জন্য।'

গাজোলে ট্রাক্টরের সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষে মৃত্যু যুবকের, আহত আরও এক

গাজোল, ১৮ অক্টোবর (হি. স.) : গাজোলের ঘাক শোল এলাকায় ট্রাক্টরের সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক যুবকের। আশঙ্কাজনক অবস্থায় অপর এক যুবককে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার। দুর্ঘটনার পরই এলাকাবাসীরা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। মৃতদেহ উদ্ধার করতে আসলে পুলিশকে ঘিরেও বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, এলাকায় জাতীয় সড়কে যে কাটিং রয়েছে সেটিকে পূর্ণাঙ্গভাবে গড়ে তুলতে হবে। রাতে আলোর ব্যবস্থা করতে হবে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম অসীম রাজবংশী (১৯)।

গাজোলের চন্দ্রাইল গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন তিনি। আহত যুবকের নাম দিব্যেন্দু সরকার (১৮)। বাড়ি পাতাল সিং গ্রামে। জানা গিয়েছে, জাতীয় সড়ক মেরামতের জন্য উলটো দিকের লেন ধরে চলছিল জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের একটি ট্রাক্টর। গাজোলের দিক থেকে বাড়ি ফিরছিল ওই দুই যুবক। ঘাক শোল ভারত সেবাশ্রম সংঘের কাছে ট্রাক্টরের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় বাইকের। সংঘর্ষের তীব্রতায় ট্রাক্টর-এর সামনের একটি চাকা ফেটে যায়। বাইক থেকে ছিটকে পড়ে দুই জনই।

ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় অসীম রাজবংশীর। আশঙ্কাজনক অবস্থায় দিব্যেন্দুকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তারপরই রাস্তা অবরোধ করে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় বাসিন্দারা।

জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ”জলবায়ু সহনশীল কৃষি” গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে : রাষ্ট্রপতি

পাটনা, ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ”জলবায়ু সহনশীল কৃষি” গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। বুধবার পাটনায় বিহারের চতুর্থ কৃষি রোড ম্যাপ (২০২৩-২০২৮)-এর সূচনা করে রাষ্ট্রপতি বলেছেন, গ্লোবাল ওয়ার্মিং এবং জলবায়ু পরিবর্তন একটি বৈশ্বিক সমস্যা। এটি সমগ্র মানবতার অস্তিত্বের জন্য একটি সংকট। তবে এর সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ছে দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের ওপর। জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জলবায়ু সহনশীল কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

রাষ্ট্রপতি আরও বলেছেন, বিহার হল ভগবান বুদ্ধ ও অশোকের ভূমি। তাঁরা সমগ্র মানবজাতিকে শান্তি ও সম্প্রীতির শিক্ষা দিয়েছেন। আপনারা এই পুণ্যভূমির বাসিন্দা, তাই আপনাদের কাছে আশা করা যায় এমন একটি সমাজের আদর্শ তুলে ধরবেন যেখানে বিদ্বেষ ও বিভেদের কোনোও সুযোগ নেই। রাষ্ট্রপতি বলেছেন, কৃষি রোড ম্যাপ বাস্তবায়িত হচ্ছে এটা খুবই আনন্দের বিষয়। আমি আরও খুশি হব যখন বিহারকে উন্নয়নের প্রতিটি প্যারামিটারে একটি রোড ম্যাপ তৈরি করে ক্রমাগত উন্নতির পথে চলতে দেখা যাবে - তা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মাথাপিছু আয় বা সর্বোপরি সুখের সূচক হোক।

৭ কেজি মাদকদ্রব্য উদ্ধার মুম্বই ডিআরআইয়ের, ধৃত ৪

মুম্বই, ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : মুম্বইয়ের ডিআরআই ৭ কেজি কোকেন ড্রাগ উদ্ধার করেছে। চারজনকে গ্রেফতারও করেছে ডিআরআই। মুম্বইতে চারটি আলাদা আলাদা মামলায় রাজস্ব গোয়েন্দা বিভাগ-ডিআরআই-এর দল ৭ কেজি কোকেন ড্রাগ উদ্ধার করেছে এবং ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে। যে মাদক দ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে তার আনুমানিক মূল্য ৭০ কোটি টাকা।

ডিআরআইয়ের এক আধিকারিক বুধবার সাংবাদিকদের জানান, মাদক সংক্রান্ত চারটি পৃথক মামলায় এক মহিলাসহ চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃত চারজনের মধ্যে দুজন ভারতীয় নাগরিক এবং দুজন বিদেশী নাগরিক। দুই ধৃত তাদের ট্রলি ব্যাগে লুকিয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ে আসছিল। অন্য দুই ধৃত মাদকের ক্যাপসুল গিলে ফেলায় তাদের জেজে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ডিআরআই-য়ের দল ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

তেল আভিভ পৌঁছে নেতানিয়াহুর সঙ্গে সাক্ষাৎ বাইডেনের, গাজার হাসপাতালের বিস্ফোরণে স্তব্ধ মোদী

তেল আভিভ, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): যুদ্ধবিধ্বস্ত ইজরায়েলে পৌঁছে সে দেশের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। নেতানিয়াহুর সঙ্গে সাক্ষাতের আগে গাজার যে হাসপাতালে বিস্ফোরণ হয়েছে, তা খতিয়ে দেখেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। বলেন, গাজার হাসপাতালের বিস্ফোরণের তথ্য দেখে ধারণা, তা অন্য দিক থেকে হয়েছে। অর্থাৎ গাজার হাসপাতালে ইজরায়েলের বোমারু বিমান বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে বলে যে দাবি করা হচ্ছিল, তা কার্যত নস্যাৎ করে দেন বাইডেন। গাজার হাসপাতালের বিস্ফোরণ দেখে স্পষ্ট, তা ইজরায়েল করেনি বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন জো বাইডেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, হামাস ইজরায়েলে হামলা চালিয়ে ১৩০০ জনকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। নিহতদের মধ্যে ৩১ জন আমেরিকান। ইজরায়েলে হামলা চালিয়ে হত্যালীলার পাশাপাশি বহু মানুষকে অপহরণ করেছে হামাস। শিশুরাও রয়েছে হামাসের অপহৃতদের তালিকায়। যে নৃশংসতা হামাস দেখিয়েছে, তা আইসিসের সমতুল্য বলেও মন্তব্য করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। মার্কিন প্রেসিডেন্টের আগমন উপলক্ষ্যে কড়া নিরাপত্তার মোড়কে ঘিরে ফেলা হয় ইজরায়েলকে। বিশেষ করে তেল আভিভ। বাইডেনের সফরের আগে তেল আভিভে যাতে কোনও অঘটন না ঘটে, তার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা নিয়েছে ইজরায়েল সামরিক বাহিনী। বেন গুরিয়ন বিমানবন্দরে বাইডেনকে স্বাগত জানাতে পৌঁছে গিয়েছিলেন ইজরায়েল প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এবং প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হরজগ।

এদিকে, গাজার আল আহলি হাসপাতালে বিস্ফোরণে প্রাণহানির ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার সামাজিক মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, গাজার আল আহলি হাসপাতালে মর্মান্তিক প্রাণহানির ঘটনায় গভীরভাবে মর্মাহত... চলমান সংঘাতে বেসামরিক হতাহতের ঘটনা একটি গুরুতর এবং অব্যাহত উদ্বেগের বিষয়।

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের জন্য সুখবর; 4 শতাংশ হারে বাড়ল মহার্ঘভাতা, কার্যকর ১ জুলাই থেকেই

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : দেশ জুড়ে নবরাত্রি সমারোহের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য সুখবর দিল নরেন্দ্র মোদী সরকার। বুধবার আরও ৪ শতাংশ হারে ডিএ বৃদ্ধির ঘোষণা করল কেন্দ্র। অক্টোবরে ঘোষণা হলেও নতুন হারে ডিএ কার্যকর হবে জুলাই মাস থেকেই। এর আগে ২৪ মার্চের ঘোষণায় ১ জানুয়ারি থেকে মিলেছিল বর্ধিত ডিএ। তাতে ডিএ বেড়ে হয়েছিল ৪২ শতাংশ। এখন তা চার শতাংশ বেড়ে হল ৪৬ শতাংশ।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর ঘোষণা করেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য মহার্ঘ ভাতা এবং পেনশনভোগীদের জন্য মহার্ঘ ভাতা ৪ শতাংশ বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছেন। ডিএ বৃদ্ধি ১ জুলাই থেকে কার্যকর হবে। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনভোগীরা নতুন ডিএ বৃদ্ধির ফলে বকেয়ার অংশও আগামী মাসের বেতনের সঙ্গে পেয়ে যাবেন বলে জানা গিয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর এদিন আরও ঘোষণা করেছেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ২০২৪-২৫ সালের জন্য রবি শস্যের জন্য ন্যূনতম সমর্থন মূল্য (এমএসপি) বৃদ্ধির অনুমোদন দিয়েছে।

‘ভারতীয় সংস্কৃতি মঞ্চ’-র পুজো কি আদতেই বিজেপি-র পুজো

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর, (হি.স.) : ইজেডসিসি চত্বরে গত তিন বছরের মতো এবারও হচ্ছে বিজেপির উদ্যোগে দুর্গাপুজো। তবে সরাসরি বিজেপির বদলে এবার উদ্যোক্তা বিজেপির কর্মী, সমর্থকদের সংগঠন 'ভারতীয় সংস্কৃতি মঞ্চ'।

এ বিষয়ে দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন,”দলের পুজো নয়। তবে দলের কয়েক জন কার্যকর্তার উদ্যোগেই হচ্ছে। এর বেশি কিছু নয়।” সল্টলেকে বিজেপির উদ্যোগে এই পুজোর উদ্বোধনও করেছেন সুকান্তবাবু। উল্লেখ্য, পার্টির উদ্যোগে দুর্গাপুজো করা নিয়ে দলের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, সেই বিতর্ক এড়াতেই কি সরাসরি বিজেপির সাংস্কৃতিক সেলের ব্যানারে এবার পুজো করছে না রাজ্য নেতারা? সরাসরি জবাব না দিয়ে প্রশ্নের এড়িয়ে গিয়েছেন দলের নেতারা।

মিজোরাম নির্বাচন ২০২৩ : ১২ জনের প্রথম প্রার্থী তালিকা প্রকাশ বিজেপির

আইজল, ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : ৪০ সদস্যের মিজোরাম বিধানসভা নির্বাচনে ১২ জনের প্রথম প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। আজ বুধবার নয়াদিল্লির সদর দফতর থেকে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অরুণ সিং স্বাক্ষরিত প্রথম তালিকায় অতি সম্প্রতি ক্ষমতাসীন মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট (এমএনএফ) থেকে বিজেপিতে যোগদানকারী দুই বিধায়ক (একজন বিধানসভার অধ্যক্ষ) রয়েছেন।

মিজোরাম প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ভ্যানলালহমুয়াকা হিন্দুস্থান সমাচার-এর হাতে এই তালিকা তুলে দিয়ে বলেছেন, তাঁর দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠনের প্রত্যাশা করে না। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি স্পষ্ট করেছেন, বিজেপি কোনও প্রাক-নির্বাচনী জোটে যায়নি। নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর জোটের বিষয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

প্রকাশিত প্রথম তালিকা অনুযায়ী ১ নম্বর হাচেক (তফশিলি জনজাতি সংরক্ষিত-এসটি) আসনে মালসাওমতলুয়াঙ্গা, ২ নম্বর ডাম্পা (এসটি) আসনে ভ্যানলালহমুয়াকা, ৩ নম্বর মামিত (এসটি) আসনে লালরিনলিয়ানা সাইলো, ৬ নম্বর সেরলুই (এসটি) আসনে রবিনসন মালসাওমতলুয়াঙ্গা মার, ২৩ নম্বর চাম্পাই উত্তর (এসটি) আসনে পিএস জাতলুয়াঙ্গা, ২৮ নম্বর হ্রাংতুরজো (এসটি) আসনে লালমালসাওমা, ৩২ নম্বর লুংলেই পশ্চিম (এসটি) আসনে আর লালবিয়াক্তলুয়াঙ্গি, ৩৪ নম্বর থরাং (এসটি) আসনে শান্তি বিকাশ চাকমা, ৩৫ নম্বর পশ্চিম তুইপুই (এসটি) আসনে টি লালেংথাঙ্গা, ৩৬ নম্বর তুইচাওং (এসটি) আসনে দুর‍্যধন চাকমা, ৩৯ নম্বর সাইহা (এসটি) আসনে ড. কে বেইচুয়া এবং ৪০ নম্বর পলক (এসটি) আসনে কে হরমো।

চতুর্থীতেও জমিয়ে কেনাকাটা, ভিড়ে থিক থিক করছে নিউ মার্কেট থেকে হাতিবাগান

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : ধর্মতলা হোক অথবা হাতিবাগান, কিংবা নিউ মার্কেট। পুজোর কেনাকাটার চেনা ছবি দেখা গেল কলকাতার প্রায় সমস্ত মার্কেটে। ষষ্ঠী শুরু হওয়ার আগে হাতে বাকি আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা। হাতে সময় খুবই কম। মাঝে ছুটিও নেই। তাই কাজের দিনেই পুজোর কেনাকাটার ভিড় জমল নিউ মার্কেটে। ভিড়ে থিক থিক অবস্থা ধর্মতলা চত্বরেও।

নিউ মার্কেটের চার দিকে এখন শুধুই ভিড় আর ভিড়। পুজোর আগে নিউ মার্কেট, ধর্মতলা, হাতিবাগান-সর্বত্রই চোখে পড়ল এমন দৃশ্য। শেষ মুহূর্তের কেনাকাটার জন্য সকলে হাজির মহানগরীর মার্কেটগুলিতে। কোথাও কোথাও পরিস্থিতি এমন যে, পা ফেলার জায়গা নেই। হাঁটতে গেলেই ধাক্কা খেতে হচ্ছে। পুজোয় বাড়িও সবাই সাজিয়ে তোলেন আলোকমালায়, তাই একইরকম ভিড় দেখা গেল চাঁদনি চক মার্কেটেও।

সৌম্য বিশ্বনাথন খুনের মামলায় ৪ অভিযুক্তই দোষীসাব্যস্ত, সাংবাদিকের বাবা বললেন ন্যায়বিচার হয়েছে

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : দেখতে দেখতে অনেক বছর হয়ে গেল, অবশেষে ন্যায়বিচার পেলেন দিল্লির সাংবাদিক সৌম্য বিশ্বনাথন। ২০০৮ দিল্লির বসন্তকুঞ্জ এলাকায় গুলি করে খুন করা হয় মহিলা সাংবাদিক সৌম্য বিশ্বনাথনকে। বুধবার সেই মামলায় চার অভিযুক্তকে দোষীসাব্যস্ত করেছে দিল্লির সাকেত আদালত। রায় ঘোষণার আগে বুধবার অভিযুক্ত অজয় শেঠি এবং অন্য চারজনকে দিল্লির সাকেত আদালতে আনা হয়। পঞ্চম অভিযুক্তকে এই মামলার অন্যান্য অপরাধে দোষীসাব্যস্ত করা হয়েছে। পাঁচ অভিযুক্তকে এমসিওসিএ আইনেও দোষীসাব্যস্ত করা হয়েছে। রায় ঘোষণার পর সাংবাদিক সৌম্যর বাবা বলেছেন, 'ন্যায়বিচার হয়েছে।' সাংবাদিকের মা বলেছেন, 'আমরা আমাদের মেয়েকে হারিয়েছি কিন্তু এই (রায়) অন্যদের জন্যও প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করবে।' তিনি যোগ করেছেন, 'আজীবন কারাদণ্ড চাই।' দিল্লির বিশেষ পুলিশ কমিশনার এইচজিএস ধালিওয়াল বলেছেন, 'দীর্ঘ ১৫ বছর পর ন্যায়বিচার পাওয়ায় আমরা খুশি এবং সন্তুষ্ট। দিল্লি পুলিশের জন্য এটি একটি বড় মামলা ছিল। মামলাটিতে অনেক চ্যালেঞ্জ ছিল।'

বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের আদলে এক উৎসব উদযাপন

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : হাতিবাগানের কুণ্ডুবাড়ির বয়স ১৬০ বছর। গত ১৫ বছর ধরে এই বাড়ির দুই বংশধর এখানে শুরু করেছেন দুর্গা আরাধনা। এই দুর্গার বিশেষত্ব মা এখানে ব্যাঘ্রবাহিনী। অর্থাৎ দুর্গা সিংহ নয়, বাঘের পিঠে চড়ে আসেন। আর এর মধ্যে প্রকৃতি ও মানব সভ্যতার মেলবন্ধনই দেখাতে চান উদ্যোক্তারা।

কিন্তু সিংহের বদলে মা কেন এখানে ব্যাঘ্রবাহিনী? আসলে বাঘ এখানে শক্তির প্রতীক। যা সামগ্রিক ভাবে বাস্তুতন্ত্রকেই প্রকাশ করছে। আসলে এই বাড়ির পুজো জুড়েই যেন অভিনবত্ব। বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেল কুণ্ডুবাড়ির দুই প্রতিনিধি জয়দীপ ও সুচন্দ্রার সঙ্গে কথা বলার সময়।

তাঁরা জানাচ্ছেন, ”আমাদের দুর্গা প্রকৃতি ও মানুষের উৎসবের গ্রন্থি। আমাদের ঈশ্বর বাঘ ও প্রকৃতি তাই আমাদের পুজোয় মহিষাসুরমর্দিনী ব্যাঘ্রবাহিনী। রং হয়েছে খড়িমাটির সঙ্গে জৈব রঙের গুঁড়ো মিশিয়ে। সাজ হচ্ছে শুধুমাত্র বাংলার প্রায় ভুলে যাওয়া শোলার ডাঁটি দিয়ে যা সম্পূর্ণভাবে বায়ো ডিগ্রেডেবল। সেই সঙ্গে তাঁরা বলছেন, ”সাজের উপকরণ বন্যপ্রাণীরা। থাকছে বাঘ, হাতি, সাপ, পাখি, মাছ ও আরও অনেকে। পূজিত হবে তারাও মা দুর্গারানির সঙ্গে। আমাদের পুজো বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের আদলে এক উৎসব উদযাপন।”

সন্তানের মৃত্যুতে ক্ষোভ, শুঁড়ে তুলে দুই গ্রামবাসীকে আছড়ে মারল মা হাতি

ঝাড়গ্রাম, ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : সুবর্ণরেখা নদী পার হওয়ার সময় বালিখাদানের গর্তে পড়ে জলে ডুবে মৃত্যু হল এক হস্তিশাবকের। পরবর্তীতে শাবকহারা মা হাতির আক্রমণে মৃত্যু হল দু”জন গ্রামবাসীরও।

বুধবার সকালে ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম থানার অন্তর্গত দেউলবাড় এলাকায় রামেশ্বর মন্দির সংলগ্ন এলাকার ঘটনা। স্থানীয় ও বন বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার ভোররাতে দুই শাবক-সহ ১৪ টি হাতির একটি দল খড়গপুর বন বিভাগের অন্তর্গত সাঁকরাইল রেঞ্জের রোহিনীর দিক থেকে সুবর্ণরেখা নদী পেরিয়ে নয়াগ্রাম এলাকার চাঁদাবিলা রেঞ্জে প্রবেশ করছিল। সেই সময় একটি ছোট্ট হস্তিশাবক বালিখাদানের গর্তে পড়ে যায়। প্রচুর জল থাকায় জলে ডুবে মারা যায় শাবকটি। দীর্ঘ চেষ্টার পর মা হাতি শাবককে উদ্ধার করে ডাঙায় নিয়ে আসে। কোনওক্রমে তাকে রামেশ্বর মন্দির সংলগ্ন এলাকায় নিয়ে যায় মা হাতিটি ।

অন্যান্য হাতিগুলি সেখান থেকে এগিয়ে গিয়ে তপোবনের জঙ্গলে প্রবেশ করে। কিন্তু মা হাতি কোনওভাবেই তার সন্তানকে ছেড়ে যেতে চায়নি। সন্তান হারানোর দুঃখে পাগলের মতো গর্জন করে বিক্ষিপ্তভাবে ছোটাছুটি করতে থাকে সে।

এই অবস্থায় হাতিমৃত্যুর খবর চাউর হতেই বহু মানুষ তা দেখার জন্য জমায়েত করে রামেশ্বর মন্দির সংলগ্ন এলাকায়। সেই সময় হঠাৎ করে মা হাতি গ্রামবাসীদের তাড়া করে। ঘটনায় দু”জন গ্রামবাসীকে ধরে ফেলে এবং শুঁড়ে তুলে আছাড় মারে। ঘটনাস্থলেই দুই গ্রামবাসীর মৃত্যু হয়। বন বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, দেউলবাড় গ্রামের আনন্দ জানা (৬৩) এবং বিরিবেড়িয়া গ্রামের শশধর মাহাতো (৬০) নামের দুই বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে।

প্রয়াত হলেন বিশিষ্ট কার্টুনিস্ট অমল চক্রবর্তী

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : কার্টুন-দুনিয়ায় এক গভীর শূন্যতা তৈরি করে বুধবার সকালে চলে গেলেন অমল চক্রবর্তী। প্রায় ৭০ বছর ধরে তাঁর আঁকা কার্টুন দেখেছে বাংলার পাঠকেরা। খবরের কাগজের প্রথম পাতায় কার্টুন আঁকার যে রেওয়াজ, সেটা এই বাংলায় এসেছিল তাঁর হাত ধরেই।

গত সেপ্টেম্বর মাসেই ৯০ বছর পূর্ণ করেছেন অমল চক্রবর্তী। শরীর ভাল ছিল না বেশ কিছুদিন ধরেই। সম্প্রতি তিনি ভর্তি হন আর জি কর হাসপাতালে। বুধবার সকালে সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তবে তাঁর কাজের যে ব্যাপ্তি ছিল, তাতে বাংলার পাঠক কুল তাঁকে মনে রাখবে দীর্ঘদিন। তাঁর হাত ধরেই সেই পকেট কার্টুন বিদায় নিল বলে মনে করছেন কার্টুনিস্ট উদয় দেব।

কুন্তলকে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের নির্যাতনের অভিযোগ শোনার নির্দেশ হাইকোর্টের

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা নির্যাতন করছেন বলে অভিযোগ করেছিলেন নিয়োগ মামলায় গ্রেফতার হওয়া কুন্তল ঘোষ। কলকাতা হাই কোর্ট নির্দেশ দিল, তাঁর সেই অভিযোগ খতিয়ে দেখতে হবে।

এই ব্যাপারে সিঙ্গল বেঞ্চকেই দায়িত্ব দিয়েছে হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। যে সিঙ্গল বেঞ্চ এর আগে বলেছিল, এ বিষয়ে তদন্ত চালানোর প্রয়োজন নেই। কুন্তলের অভিযোগ সংক্রান্ত একটি মামলা এর আগে উঠেছিল বিচারপতি অমৃতা সিংহের একক বেঞ্চে। নিম্ন আদালতের একটি নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে কেন্দ্রীয় সংস্থা ইডি-সিবিআই হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল। নিম্ন আদালত বলেছিল, কুন্তলের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করতে। কিন্তু কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার পাল্টা আর্জি শুনে বিচারপতি সিংহ বলেন, তদন্তের আপাতত প্রয়োজন নেই। নিম্ন আদালতের ওই নির্দেশকে নিস্ক্রিয় করেন তিনি।

বিচারপতি সিংহের সেই নির্দেশ চ্যালেঞ্জ এর পরে হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে যান কুন্তল। বুধবার সেই মমলারই শুনানি ছিল বিচারপতি সৌমেন সেন এবং বিচারপতি উদয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চে। দুই বিচারপতির বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে নির্যাতনের যে অভিযোগ করেছেন কুন্তল তা, শুনতে হবে একক বেঞ্চকে।

টেনিস কিংবদন্তি মার্টিনা নাভ্রাতিলোভার জন্মদিন

চেকোস্লোভাকিয়া, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা। এই টেনিস কিংবদন্তি ১৮ অক্টোবর ১৯৫৬ চেকস্লোভাকিয়ার প্রাগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অবসরপ্রাপ্ত এই চেক-আমেরিকান টেনিস খেলোয়াড় একসময় আন্তর্জাতিক টেনিস অঙ্গনে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ও সেরা প্রমিলা খেলোয়াড়ের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। কিছুদিন আগে তিনি স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিলেন। পরে তিনি চিকিৎসার মাধ্যমে আরোগ্য লাভ করেন।

১৮বার গ্র্যান্ড স্ল্যাম এককে বিজয়ী নাভ্রাতিলোভা ৩১ বার মহিলাদের দ্বৈতে শিরোপা জয় করে সর্বকালের সেরা রেকর্ড গড়েন। এছাড়াও ১০বার প্রধান প্রধান প্রতিযোগিতার মিশ্র দ্বৈতে বিজয়ী হয়েছেন। উইম্বলডনের এককের ফাইনালে ১২বার অংশগ্রহণ করে রেকর্ডসংখ্যক ৯বার বিজয়ী হন। তিনি এবং বিলি জিন কিং - প্রত্যেকেই ২০বার উইম্বলডন জয় করেন। মার্গারেট কোর্ট এবং ডরিস হার্টের সাথে তিনিও গ্র্যান্ড স্ল্যামের বক্সড সেট নামে পরিচিত গ্র্যান্ড স্ল্যামের একক, দ্বৈত এবং মিশ্র দ্বৈত জয় করেন।

ছাড়া এককে সর্বাধিক ১৬৭বার এবং দ্বৈতে ১৭৭বার জয় করে রেকর্ড সৃষ্টি করেন।সেইসঙ্গে সর্বাধিক ৭৪টি খেলায় ধারাবাহিকভাবে বিজয়ী হয়েছেন তিনি।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কিডনির সমস্যা ধরা পড়লে বাড়তি সতর্কতা নেওয়া জরুরি

জল কম খাওয়া, সঠিক সময়ে খাবার না খাওয়া, বাইরের খাবার বেশি পরিমাণে খাওয়া এমন কিছু কারণে কিডনি সংক্রান্ত নানা সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে। কিডনিতে সংক্রমণ, পাথর জমে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, কিডনির সমস্যায় ভুগছেন অনেকেই। যে কোনও বয়সে ধরা পড়তে পারে এই রোগ। কিডনির সমস্যা ধরা পড়লে বাড়তি সতর্কতা নেওয়া জরুরি।

বিশেষ করে খাওয়াদাওয়ায়। কিডনির রোগের ক্ষেত্রে কী খাচ্ছেন এবং কখন খাচ্ছেন, সেটা গুরুত্বপূর্ণ। বাঙালির উদ্যাপন মানেই ভূরিভোজ। তবে কিডনির সমস্যা থাকলে কয়েকটি খাবার এড়িয়ে চলা জরুরি। পুজোর মরসুমে সুস্থ থাকতে কোন খাবারগুলি খাবেন না?

প্রক্রিয়াজাত মাংস- পুজোর বাজার করে খিদে পেয়ে গিয়েছে বলেই চিকেন ইন্টারনেট কিংবা বার্গারে কামড় বসাবেন না। এই ধরনের খাবারে যে মাংস ব্যবহার করা হয়, তা প্রক্রিয়াজাত। প্রক্রিয়াজাত খাবার কিডনির জন্য একেবারেই ভাল নয়। কিডনির সমস্যা থেকে থাকলে এই ধরনের খাবার ভুল করেও মুখে তুলবেন না।

আচার- পরোটার সঙ্গে কিংবা শেষ পাতে একটু আচার হলে মন্দ হয় না। তবে কিডনির সমস্যা থাকলে আচার না খাওয়াই ভাল। সোডিয়াম কিডনির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক। কিন্তু আচারে নুন থাকে। ফলে আচার খেতে ভাল লাগলেও অন্য সমস্যা হতে পারে। তাই কিডনি রোগীদের আচার খাওয়া থেকে দূরে থাকাই ভাল।

কলা- ফল হিসাবে কলার জনপ্রিয়তা কম নয়। কিন্তু কিডনিতে কোনও সমস্যা থাকলে কলা খাওয়া বন্ধ করা জরুরি। কলায় পটাশিয়াম আছে। পটাশিয়াম কিডনির সমস্যা আরও বাড়িয়ে তোলে। বরং আনারস খাওয়া যেতে পারে। আনারসে ফাইবার, ভিটামিন সি রয়েছে ভরপুর পরিমাণে। যা কিডনির রোগের ঝুঁকি কমায়।

আলু- কলার মতো আলুতে রয়েছে উচ্চ মাত্রার পটাশিয়াম। কিডনিতে কোনও সমস্যা থাকলে আলু ছাড়া খাবার খাওয়া অভ্যাস করুন। তবে আলু ছাড়া সব রান্নাই কেমন যেন অসম্পূর্ণ। সে ক্ষেত্রে আলু যদি খেতেই হয়, তা হলে আলু আগের দিন রাতে কেটে জলে ভিজিয়ে রেখে দিন। পরের দিন রান্নার আগে ভাল করে ধুয়ে নিন।

এক তেলেই লম্বা হবে চুল

কাঁধ ছাপিয়ে চুল আরও খানিক নীচের দিকে নামুক, এমন স্বপ্ন অনেকেরই থাকে। কিন্তু কম সময়ে রোগা হওয়ার মতো লম্বা চুলের স্বপ্ন অনেকেরই অধরা থেকে যায়। চুল লম্বা করার বাসনায় দীর্ঘ দিন চুলও ছাঁটেন না অনেকেই। এ ছাড়াও টেলিভিশনে দেখানো বিভিন্ন চুল লম্বা করার বিভিন্ন প্রসাধনীর বিজ্ঞাপন দেখেও কেউ কেউ ব্যবহার করেন।

দাম দিয়ে নামী সংস্থার প্রসাধনী কিনে চুলে ব্যবহার করেও বিশেষ কোনও সুফল পাওয়া যায় না। ঘরোটা টোটকাও ব্যবহার করেন অনেকে। ঘরোয়া টোটকায় অন্য আরও সমস্যার সমাধান হলেও, চুল সহজে বাড়ে না। চুল লম্বা করতে অনেকেই নানা তেলও ব্যবহার করেন। এত কিছু একসঙ্গে ব্যবহার করলে উল্টে চুলের ক্ষতিই হয়। তার চেয়ে লম্বা চুল পেতে ভরসা রাখতে পারেন বিশেষ একটি তেলে। সেই তেল বাজারচলতি নয়, বাড়িতেই বানিয়ে দিতে পারেন। কী ভাবে বানাবেন এই তেল?

উপকরণ:- ৪ কাপ নারকেল তেল, ৩ কাপ কারিপাতা, আধ কাপ শুকনো আমলকি, ১ কাপ শুকিয়ে রাখা জবাফুলের পাপড়ি, আধ কাপ শুকনো মেথি।

প্রণালী:- প্রথমে ফ্রাইং প্যানে নারকেল তেল গরম করে নিন। তার পর তাতে কারিপাতা দিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকুন। কারিপাতা রং একটু লালচে হয়ে এলে কড়াইয়ে আমলকি, মেথি এবং জবাফুলের পাঁপড়ি দিয়ে নাড়তে থাকুন। সব উপকরণগুলি তেলের সঙ্গে মিশে গেলে একটি পরিষ্কার পাত্রে নামিয়ে ১২-১৪ ঘণ্টা রেখে দিন। তার পরে চুলে মেখে ভাল করে মাসাজ করে নিন। কয়েক ঘণ্টা রেখে শ্যাম্পু করে নিন। সপ্তাহে ২ দিন এই তেল ব্যবহার করতেই পারেন। চুল লম্বা করার এর চেয়ে ভাল উপায় আর নেই।

সামুদ্রিক মাছে মিলেছে ছোঁয়াচে ক্যানসারের খোঁজ

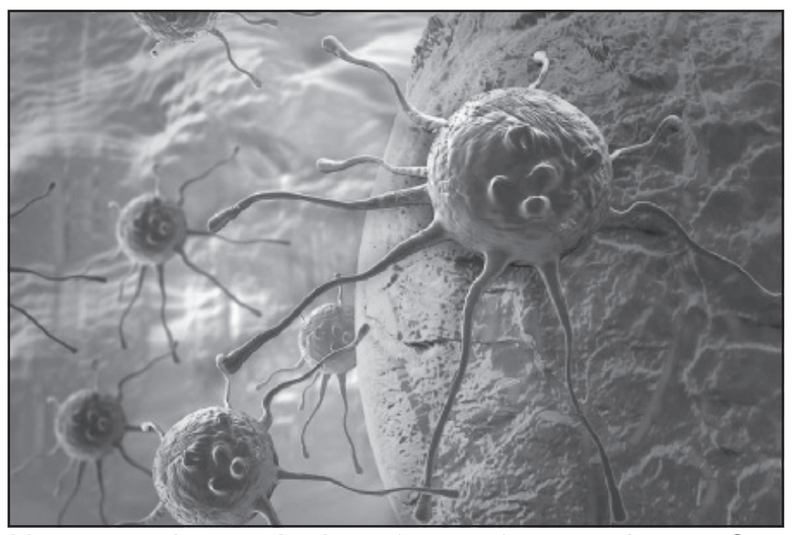

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে শেলফিশের মধ্যে কয়েক শতাব্দী ধরে ক্যানসার ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা রয়েছে। সম্প্রতি এই গবেষণাকে কাজে লাগিয়ে ক্যানসার চিকিতায় নতুন দিক খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

পিয়ার- রিভিউ জার্নাল নেচারে সম্প্রতি প্রকাশিত একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, কী ভাবে এই শতাব্দীপ্রাচীন ক্যানসারের কোষগুলি নীরবে শামুকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। লন্ডনের ওয়েলকাম স্যাঞ্জার ইনস্টিটিউট এবং স্পেনের ইউনিভার্সিটি দে সান্তিয়াগো দে কম্পোসটেলার গবেষকরা ডিএনএ সিকোয়েন্সিং ব্যবহার করে এই গবেষণাটি পরিচালনা করেছেন। বিজ্ঞানীদের ধারণা, শেলফিশের মধ্যে যে ছোঁয়াচে ক্যানসারের হদিস মিলেছিল, সেই ক্যানসারই শামুকদের মধ্যেও দেখা গিয়েছে। শামুকের শরীরে সংক্রামক ক্যানসার বাইভালভ ট্রান্সমিসিবল নিউওপ্লাসিয়া (বিটিএন) নামে পরিচিত। ক্যানসারের কোষগুলি সামুদ্রিক জলের মাধ্যমে একটি শামুক থেকে অন্য শামুকের শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। একটি ক্যানসার কোষ থেকে একাধিক প্রতিলিপি তৈরি হয়, ফলে সারা শরীরে ক্যানসার ছড়িয়ে পরে।

এই ধরনের ক্যানসার কোষের হদিস মিলেছে তাসমানিয়ান ডেভিলস প্রজাতির প্রাণী (একে অপরকে কামড়ানোর সময় এই ক্যানসার ছড়িয়ে পড়ে), কুকুর (সঙ্গমের সময় এই ক্যানসার ছড়িয়ে পড়ে), মানুষের (খুব অল্প সংখ্যক অন্তঃসত্ত্বার শরীর থেকে তাঁদের শিশুদের শরীরে এই ক্যানসার ছড়িয়ে পড়ে) শরীরে। স্পেন, পর্তুগাল, যুক্তরাজ্য, আয়ারল্যান্ড এবং মরক্কো-সহ ১১টি দেশের প্রায় ৩৬টি স্থান থেকে প্রায় ৭০০০ টি শামুক সংগ্রহ করে এই গবেষণাটি করে বৈজ্ঞানিক দল দু'টি ভিন্ন ধরনের বিটিএন খুঁজে পেতে সক্ষম হয়েছে। বিজ্ঞানীদের অনুমান, এ রকম ছোঁয়াচে ক্যানসারের আরও অনেক ধরন রয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলেন, "বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণযোগ্য ক্যানসার সম্পর্কে একটি বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে টিউমারগুলির বিকাশ এবং রোগীর আয়ুবৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে চিকিতকেদের সুবিধাই হবে।" বিজ্ঞানীদের দাবি, তাঁদের এই গবেষণা মানুষের ক্যানসার চিকিতার ক্ষেত্রে নতুন পথ দেখাবে।

লবঙ্গ চায়ে কী কী সুফল পাবেন

সর্দি, খুসখুসে কাশি হলে মুখে লবঙ্গ রাখলে খানিকটা স্বস্তি পাওয়া যায়। লবঙ্গের ঝাঁঝে ঠান্ডা লাগার অস্বস্তি থেকে দূরে থাকা সম্ভব। লবঙ্গ ঠান্ডা লাগার সমস্যায় কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। লবঙ্গের গুণেই অনেক সময় সর্দি-কাশি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। তবে লবঙ্গের কার্যকারিতা কিন্তু এখানেই শেষ নয়।

পুষ্টিবিদেরা জানাচ্ছেন, খাবার খাওয়ার পর লবঙ্গ চা খেয়ে দেখতে পারেন। লবঙ্গ যে শরীরের জন্য কতটা উপকারী এই অভ্যাসে তা বোঝা যাবে। খাবার খাওয়ার লবঙ্গ চা খেলে কী কী সুফল পাবেন?

হজমের গোলমাল কমে- গ্যাস-অম্বলের সমস্যায় ভোগেন অনেকেই। সকালে উঠে খালি পেটে তাই গ্যাসের ওষুধ খান। তবে লবঙ্গ চা খাওয়া শুরু করলে আর গ্যাসের ওষুধ খাওয়ার দরকার হবে না। লবঙ্গ এক ধরনের এনজাইমের নিঃসরণ ঘটায়, যা হজমশক্তি উন্নত করে। শুধু ঠান্ডা লাগলে নয়, হজমের গোলমাল কমাতেও লবঙ্গের উপর চোখ বন্ধ করে ভরসা রাখা যায়।

প্রদাহজনিত সমস্যা দূর করে

লবঙ্গে রয়েছে অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান, যা প্রদাহজনিত সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে। পেটের গোলমাল ঠেকাতে লবঙ্গ সত্যিই খুব উপকারী। অনেক সময় প্রয়োজনের তুলনায় বেশি খেয়ে নেওয়ার কারণে অস্বস্তি হয়। লবঙ্গ সেই অস্বস্তির জন্ম হতেই দেয় না।

দাঁতের যত্নে

দাঁত ক্ষয়ের ঝুঁকি কমায় লবঙ্গ চা। দাঁতে ব্যথা, পোকা ধরার সমস্যা থাকলে খাবার খাওয়ার পর ভাল করে মুখ ধুয়ে লবঙ্গ দিয়ে চা বানিয়ে খেতে পারেন। লবঙ্গ দাঁতের গোড়া শক্তিশালী করে। দাঁতের ব্যথা-যন্ত্রণা কমাতেও এর জুড়ি মেলা ভার।

শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে

ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য লবঙ্গ উপকারী। গবেষণা জানাচ্ছে, লবঙ্গ চিবিয়ে খেলে শর্করার পরিমাণ অনেকটাই কমে। রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে লবঙ্গের মতো কার্যকরী উপকরণ কমই আছে। কী ভাবে বানাবেন এই লবঙ্গ চা?

এক কাপ গরম জলে ৪-৫ টি লবঙ্গ দিয়ে কিছু ক্ষণ ঢেকে রেখে দিন। একটু ঠান্ডা হলে খেয়ে নিন। সপ্তাহে ৩ দিন খেলেই মিলবে উপকার।

চিংড়ি মাছের ফুলুরি

পুজো মানেই ঘরে অতিথিদের আসা-যাওয়া লেগেই থাকবে। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে সন্ধ্যার আড্ডায় চায়ের সঙ্গে "টা" ভাল না হলে কিন্তু আড্ডাটা ঠিক জমে না। পুজোর সময় রেস্তরাঁর খাবারের উপর ভরসা না করে বাড়িতেই বানিয়ে ফেলতে পারেন মুখরোচক স্ন্যাকস। চটজলদি বানানো যায় এমন রেসিপির খোঁজ করছেন? বানিয়ে ফেলতে পারেন, চিংড়ি মাছের ফুলুরি।

উপকরণ:

চাপড়া চিংড়ি মাছ: ৫০০ গ্রাম
আদা বাটা: ২ চামচ
রসুন বাটা: ২ চামচ
কাঁচা লঙ্কা বাটা: ২ চামচ
ময়দা: ১ কাপ
কর্ন ফ্লাওয়ার: আধ কাপ
গোলমরিচ গুঁড়ো: ২ চা চামচ
ডিম: ১টা
নুন: স্বাদ মতো
বেসন: ২০০ গ্রাম
তেল: ভাজার জন্য

প্রণালী:

চিংড়ি মাছের খোসা ছাড়িয়ে মিক্সিতে এক বার ঘুরিয়ে নিন। খেয়াল করবেন খুব যেন মিহি করে বাটা যেন না হয়। এ বার একটি পাত্রে চিংড়ির মিশ্রণের সঙ্গে আদা বাটা, রসুন বাটা, লঙ্কা বাটা, ময়দা, কর্ন ফ্লাওয়ার, গোলমরিচ গুঁড়ো, ডিম একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। প্রয়োজন মতো নুন দিন। মিনিট ১৫ ম্যারিনেট করে রাখুন। এ বার একটি পাত্রে বেসন, চালের গুঁড়ো, নুন, দিয়ে ঘন মিশ্রণ বানিয়ে নিন। কড়াইতে তেল দিয়ে বেসনের মিশ্রণে চিংড়ির পুর ডুবিয়ে সোনালি-বাদামি করে ভেজে তুলুন। গরম গরম পরিবেশন করুন মুচমুচে চিংড়ির ফুলুরি।

ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিয়মিত শরীরচর্চা জরুরি

ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিয়মিত শরীরচর্চা করেন। খাবারও বুঝেই খান। তেল-মশলা বাদ, নুন-চিনি কম দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু পুজোর আসতে চললেও চেহারায় যে আমূল পরিবর্তন আশা করেছিলেন, তেমন কিছুই হয়নি। পুষ্টিবিদেরা বলছেন, বাড়তি মেদ ঝরাতে যত কসরত করুন না কেন, এমন কিছু বিষয় অভ্যাস করে ফেলেছেন যে, তা ছিপছিপে হয়ে ওঠার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

১) মধ্যরাতে খাওয়া

রাত জেগে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডাই হোক বা সিনেমা দেখা রাত জাগলে খিদে পাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু রাতে খিদে পেলে চকোলেট, আইসক্রিম ছাড়াও বাইরে থেকে খাবার কিনে খাওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়। আর এই অভ্যাসেই বাড়তে থাকে মেদ।

২) বৈদ্যুতিন যন্ত্র নিয়ে শোয়া

মুঠোফোন, ট্যাবলেট, ল্যাপটপ নিত্যসঙ্গী। সারা দিন কাজের পর রাতে শুতে যাওয়ার সময়ে একটু সিনেমা দেখতে গেলেও সেই ফোনের উপর ভরসা করতে হয়। এই ধরনের যন্ত্র থেকে নির্গত ব্লু লাইট, ঘুমে বিঘ্ন ঘটায়। হরমোনের হেরফেরে মেদ ঝরানো কঠিন হয়ে পড়ে।

৩) নির্দিষ্ট সময়ে না ঘুমোনো

খাবার খাওয়ার মতো ঘুমেরও নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। সেই নিয়ম মেনে চলতে না পারলে হরমোনের হেরফের ঘটতেই পারে। বিপাকহারে পরিবর্তন হলে ছিপছিপে হওয়ার স্বপ্ন অধরাই থেকে যাবে। ৪) কার্বোহাইড্রেট যুক্ত খাবার খাওয়া কার্বোহাইড্রেট রয়েছে এমন খাবার রাতে বেশি খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। যা ওজন ঝরানোর পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

৫) মানসিক চাপ

বাড়তে থাকা মানসিক চাপ এবং উদ্বেগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারলে স্ট্রেস হরমোন ক্ষরণের পরিমাণ বেড়ে যেতে থাকে। যার প্রভাবে সারা ক্ষণ খাওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়। ফলস্বরূপ দেহের ওজন বেড়ে যাবে।

বয়স বাড়লে হাড়ের ক্ষয় হয়

বয়স বাড়লে হাড়ের ক্ষয় হয়। বয়সের চাকা যত গড়াতে থাকে, নানা শারীরিক সমস্যা শরীরে জাঁকিয়ে বসতে শুরু করে। হাঁটুতে ব্যথা, কোমরে ব্যথা, হাঁটতে-চলতে সমস্যা হওয়া তার মধ্যে অন্যতম। বাড়ির বয়স্কদের খেয়াল করলে দেখা যাবে, তাঁদের উঠতে-বসতে সমস্যা হয়। হাঁটাচলা করতে পারে না। কয়েক পা এগোতেই পায়ে যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায়।

অস্থিসংক্রান্ত এই ধরনের সমস্যা থেকে দূরে থাকতে অনেকেই নানা সাপ্লিমেন্ট খান। তবে কৃত্রিম উপায়ে হাড়ের জোর বৃদ্ধি করার উপায়টি খুব একটা স্বাস্থ্যকর নয়। তার চেয়ে হাড় মজবুত এবং শক্তিশালী করতে বরং ভরসা রাখতে পারেন কয়েকটি পানীয়ে।

দুধ

ভরপুর ক্যালশিয়াম সমৃদ্ধ দুধ হাড়ের যত্ন নেয়। হাড় ভাল রাখতে দুধ খেতে পারেন নিয়ম করে। বাচ্চাদের তো বটেই, বয়স বাড়লেও দুধ খাওয়া জরুরি। দুধ হাড় শক্তিশালী করে। অস্থিসংক্রান্ত সমস্যার ঝুঁকি কমায়। দুধের গুণে ভাল থাক পেশি এবং হাড়।

টম্যাটোর রস

হাড়ের দেখাশোনায় টম্যাটো সত্যিই উপকারী। টম্যাটোতে থাকা অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট হাড় ক্ষয়ের ঝুঁকি কমায়। হাড় সংক্রান্ত বহু সমস্যার সমাধান করতে সিদ্ধহস্ত টম্যাটো। এই সব্জিতে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন এবং মিনারেলস। তবে টম্যাটোর রস বেশি খেলে আবার মুশকিলে পড়তে পারেন। কারণ মাত্রাতিরিক্ত টম্যাটোর রস খেলে টিস্যু ক্ষয়ে যেতে পারে।

স্মুদি

ইয়োগার্ট এবং বেরি দিয়ে তৈরি করে নিতে পারেন স্মুদি। ইয়োগার্ট এবং স্মুদি দু'টোতেই অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট রয়েছে ভরপুর পরিমাণে। হাড় শক্তিশালী করতে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টের গুরুত্ব অপরিসীম। ইয়োগার্ট এবং বেরি মিশিয়ে তৈরি হবে সুস্বাদু স্মুদি।

কমলালেবুর রস

কমলালেবুতে রয়েছে ভরপুর পরিমাণে ভিটামিন সি। এ ছাড়াও কমলালেবুতে ভিটামিন ডি, মিনারেলসও আছে ঠাসা। প্রতিটি উপাদান হাড়ের যত্ন নেয়। অস্থিসংক্রান্ত সমস্যার ঝুঁকি কমায়। হাড় ভাল রাখতে কমলালেবুর জুড়ি মেলা ভার।

ওট স্মুদি

ওজন কমাতে ওটের জুড়ি মেলা ভার। তবে ওট কিন্তু হাড়ের দেখাশোনাতেও সমান কার্যকরী। ওট আর বাদাম দিয়ে বানাতে পারেন স্মুদি। হাঁটুতে ব্যথা, পায়ের ব্যথা, গাঁটে গাঁটে যন্ত্রণার সমস্যায় যাঁরা ভুগছেন, ওট আর বাদাম দিয়ে তৈরি স্মুদি শরীরের যত্ন নেবে।

স্ট্রোকের কারণে মৃত্যুহার বাড়ছে

ভারতে ২০১৯ সালে ১৩ লক্ষেরও বেশি নতুন রোগী স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছেন। এই সংখ্যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। ল্যানসেট পত্রিকায় প্রকাশিত সমীক্ষা অনুযায়ী, ২০১৯ সালে ভারতে ১ কোটিরও বেশি মানুষ স্ট্রোকের কারণে নানা রকম শারিরীক সমস্যায় ভুগছিলেন। ভারতের ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর), শ্রীলঙ্কা এবং সিঙ্গাপুরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গবেষকরা এই সমীক্ষাটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। স্ট্রোককে ব্রেন অ্যাটাকও বলা হয়। এক রকম স্ট্রোক হলে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়, একে বলে ইস্কেমিক স্ট্রোক। আবার অনেক ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের একটি রক্তনালি ফেটে গিয়ে রক্তক্ষরণ শুরু হয়, একে বলা হয় হেমোরেজিক স্ট্রোক। উভয় পরিস্থিতিতেই মস্তিষ্কের অংশগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অনেক ক্ষেত্রেই রোগীর প্রাণমাশের আশঙ্কা থাকে।

এই সমীক্ষায় বলা হয়েছে, যে সব দেশে অধিকাংশ বাসিন্দাদের আয় কম সেই সব দেশগুলিতেই বেশি লোকে স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ২০২০ সালে বিশ্বে প্রায় ৬৬ লক্ষ মানুষ স্ট্রোকের কারণে মৃত্যু হয়েছিল। তবে গবেষকদের দাবি ২০৫০ সালে এই সংখ্যা ৯৭ লক্ষ ছাড়াবে। সমীক্ষায় আরও দেখা গিয়েছে যে বিশ্বে জুড়ে স্ট্রোক মৃত্যুর কারণ হিসাবে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। সমীক্ষায় আরও বলা হয়েছে যে তরুণ ও মাঝবয়সিদের মধ্যে স্ট্রোকের ঝুঁকি দিনদিন বাড়ছে। ৫৫ বছরের কম বয়সিদের মধ্যে স্ট্রোকের ঝুঁকি বেশি।

পাঁচ মশলা: প্রাকৃতিক হলেও মুখে মাখলে বিপদ বাড়বে

ত্বকের যত্নে রাসায়নিক দেওয়া প্রসাধনী নয়, হেঁশেলের নানা রকম মশলার উপরেই ভরসা করেন। ত্বকচর্চায় মশলার ব্যবহার নতুন নয়। প্রাচীন কাল থেকেই এই সব উপাদান রূপচর্চার কাজে ব্যবহার করার চল। তবে প্রাকৃতিক উপাদান ভেবে মুখে মেখে নিলেই যে সকলের খুব কাজে লাগবে, এমনটা ভেবে নেওয়া ঠিক নয়। অনেকেরই এই সব মশলা মেখে মুখে র্যাশ বেরোয়, জ্বালা করে, প্রদাহ হতে পারে।

তাই ব্যবহার করার আগে জেনে রাখা ভাল, মুখে কোন কোন মশলা মাখা যায় না।

১) দারচিনি- দারচিনি রান্নায় ব্যবহার করলে স্বাদ বাড়ে। এই মশলার গন্ধ উদ্বেগ, মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। কিন্তু মুখে মাখলে ত্বকে অস্বস্তি বাড়তেই পারে। মুখ জ্বালা করা, লাল হয়ে যাওয়ার মতো সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

২) প্যাপরিকা- মহাদেশীয় খাবারে দেওয়া বিভিন্ন ধরনের মশলার মধ্যে প্যাপরিকা খুবই জনপ্রিয়। মুখে লঙ্কা বা ক্যাপসিকাম মাখলে যে ধরনের অসুবিধা হতে পারে, প্যাপরিকা মাখলেও কিন্তু তা হবে।

৩) সর্ষে গুঁড়ো- সর্ষের ঝাঁজ, স্বাদ, গন্ধে মাছের যে কোনও পদই সুস্বাদু হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু ত্বকের কোনও উপকারে লাগে না এই মশলা। উল্টে স্পর্শকাতর ত্বকের সমস্যা আরও বাড়িয়ে দিতে পারে।

৪) লবঙ্গ- ব্রণের উপদ্রব থেকে মুক্তি পেতে অনেকেই মুখে লবঙ্গের তেল ব্যবহার করেন। চন্দনের পাটায় লবঙ্গ পিষে ব্রণের উপর মাখার চলও বহু দিনের। তবে সকলের জন্য এই নিদান কার্যকরী না-ও হতে পারে। উল্টে ব্রণ বেড়ে গিয়ে আরও মারাত্মক আকার নিতে পারে।

৫) গোলমরিচ- গোলমরিচের গুঁড়ো এক্সফোলিয়েটর হিসাবে কাজ করতে পারে এই ভেবে যদি ব্যবহার করতে যান, ত্বকের প্রদাহ কিন্তু কেউ রুখতে পারবে না। সঙ্গে মুখে, সারা গা লাল হয়ে জ্বালাও করতে পারে।

রায়পুর জমিদারবাড়ির হারিয়ে যাওয়া পুজো এখন বারোয়ারি পুজোর রূপ নিয়েছে

বীরভূম, ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : শান্তিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা ছিল বোলপুরের রায়পুর জমিদারবাড়ির। ১৮৫৫ থেকে ১৮৬৩ পর্যন্ত নিয়মিত ওই বাড়িতে যাতায়াত ছিল দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের। সিংহবাড়ির সদস্যেরা দেবেন্দ্রনাথকে 'গুরুদেব' বলেই মান্যতা দিতেন। তাঁর হাত ধরেই কলকাতার বাইরে ব্রাহ্ম উপাসনার পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল এই বাড়ি। সেখানে চারতলায় দেবেন্দ্রনাথের জন্য একটি ঘরও আলাদা করে সংরক্ষিত ছিল। যখনই রায়পুরে আসতেন সেই ঘরেই থাকতেন দেবেন্দ্রনাথ। দুর্গাপুজো হত ওই বাড়িতে। জমিদারি বিলুপ্তর সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত দুর্গাপুজোর বনেদিয়ানা। হারিয়ে যাওয়া সেই পুজো এখন বারোয়ারি পুজোর রূপ নিয়েছে। পুজোর স্মৃতি টিকিয়ে রাখতে রাজবাড়ির বাসন্তী মন্দিরে উদ্যোগ নিয়েছেন বংশধরেরা ও গ্রামবাসীরা। রীতি মেনে আজও বাসন্তী মন্দিরে দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হয়।

অজয় নদের তীরে আদমপুরই ছিল রায়পুর গড়ে ওঠার পূর্বে ওই এলাকার বাসিন্দাদের বসবাসকারী গ্রাম। অজয়ের বন্যার ফলে আদমপুর ছেড়ে সকলে আরও উত্তরদিকে উঠে আসতে লাগলেন এবং নতুন বসতি স্থাপন করলেন। রায়চৌধুরীরা তৎকালে জমিদার ছিল বলেই নতুন গ্রামটির নাম হয় রায়পুর। আর লালচাঁদের বংশে বিশ্বম্ভর সিংহ বর্ধমানের রাজার থেকে রায় খেতাব পাওয়ায়, আদমপুর পরবর্তীকালে রায়পুর নামে পরিচিতি পায়।

জানা যায়, রায়পুর জমিদারবাড়ি ও দুর্গাপুজোর বয়স প্রায় ২৫০ বছর। নথি ঘাঁটলে দেখা যাবে, প্রথম ১৫০ বছর এই বাড়ি বাসযোগ্য ছিল। বর্গী আক্রমণের সমসাময়িক কালে মেদিনীপুর থেকে তিন ছেলে, নিজের পরিবার এবং ১ হাজার তাঁতিকে নিয়ে ভাগ্য অন্বেষণে বোলপুরে বসতি গড়েন জমিদার লালচাঁদ সিংহ।

তার ঠিক ৪০ বছর পর, ১৭৮০ সালে লালচাঁদের ছেলে শ্যামকিশোর সিংহ জমিদারবাড়ি তৈরিতে হাত দেন। যে জমির উপর বাড়ি তৈরি হয়, পাঁচটি পুকুর সহ আশপাশে প্রায় ৬০ থেকে ৭০ বিঘা জমি নিয়ে। সেই সময় বোলপুরে এটাই একমাত্র চারতলা বাড়ি।

আক্রমণ থেকে বাঁচতে বাড়ির ভিতরে বানানো হয়েছিল সুড়ঙ্গপথও। আলাদা করে অন্দরমহলও বানানো হয়। কিন্তু বর্তমানে সে সবের লেশমাত্র নেই। ঘরটি এখন প্রায় ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে। দেবেন্দ্রনাথ-সহ বহু জ্ঞানীগুণী মানুষের আনাগোনা যেমন ছিল এই বাড়িতেই। বাংলার প্রথম অ্যাডভোকেট জেনারেল এবং তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্য লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের জন্মও এই বাড়িতেই, ১৮৬৩ সালে। যাঁর নামে কলকাতায় লর্ড এসপি সিনহা রোডের নামকরণ ও রয়েছে।

পরিবারের সদস্য বাদল সিংহ জানান,"নেই মহারাজারা, নেই জমিদারি প্রথা। তবে পড়ে রয়েছে রাজবাড়ির এই স্মৃতিটুকু। ইতিহাসকে ধরে রাখতেই গ্রামবাসীদের সঙ্গেই দুর্গাপুজোয় অংশগ্রহণ করে সিংহ পরিবার। এখনও পুরনো রেওয়াজ মেনেই হয় যাত্রাপালা।"

বাদল সিংহ জানান,"আদি দোলা এবং পুজোয় ব্যবহৃত কিছু জিনিস এখনও রয়েছে। ইতিহাসের বহু স্মৃতি নিয়ে এখনও জেগে রয়েছে রায়পুরের জমিদার বাড়ির দুর্গাপুজো।" স্মৃতিকে ধরেই গ্রামবাসীদের উদ্যোগেই রীতি মেনে আজও হয়ে আসছে দুগাপুজো। জমিদারি না থাকলেও অটুট দুর্গাপুজোয় জমিদারির রীতি-রেওয়াজ। জমিদার বাড়ির পুজো আজ সর্বজনীন।

দিল্লির বাওয়ানার একটি কারখানায় বিধ্বংসী আগুন

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : দিল্লির বাওয়ানার একটি প্লাস্টিক তৈরির কারখানায় বুধবার ভয়াবহ আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডে এখনও পর্যন্ত কোনও মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি। বুধবার সকালে আগুন লাগার খবর পেয়ে স্থানীয় পুলিশ ও দমকলের ২৬টি গাড়ি ঘটনাস্থলে এসে আগুন নেভায়। বর্তমানে চলছে কুলিংয়ের কাজ।

দমকল বিভাগের ডিরেক্টর অতুল গর্গ জানান, বুধবার সকাল ১০.৩৬ নাগাদ দিল্লির বাওয়ানার একটি কারখানায় আগুন লেগেছে বলে খবর পাওয়া যায়। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে একে একে ২৬টি দমকলের গাড়ি পাঠানো হয়। কারখানায় প্লাস্টিকের কণিকা তৈরি করা হয় বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে। বর্তমানে পুলিশ আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখছে।

প্রধানমন্ত্রী বৃহস্পতিবার মহারাষ্ট্রে ৫১১টি গ্রামীণ দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্রের উদ্বোধন করবেন

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার মহারাষ্ট্রে ৫১১টি গ্রামীণ দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্রের উদ্বোধন করবেন।

১৯ অক্টোবর ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী মহারাষ্ট্রে ৫১১টি গ্রামীণ দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র চালু করবেন। এই কেন্দ্রগুলি মহারাষ্ট্রের ৩৪টি গ্রামীণ জেলায় তৈরি করা হচ্ছে। গ্রামীণ দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র গ্রামের যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ দিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করবে। প্রতিটি কেন্দ্র কমপক্ষে দুটি বৃত্তিমূলক কোর্সে প্রায় ১০০ জন যুবককে প্রশিক্ষণ দেবে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিলের অধীনে যেসব সংস্থা রয়েছে তারাই এই প্রশিক্ষণটি প্রদান করবে। এই কেন্দ্রগুলি তৈরির ফলে যুবকরা আরও দক্ষ হয়ে উঠবে। তারফলে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।

উত্তরপ্রদেশের বারাবাঙ্কিতে কাঁচা দেওয়াল ভেঙে মৃত দুই শিশু

বারাবাঙ্কি, ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : উত্তরপ্রদেশের বারাবাঙ্কিতে বৃষ্টিতে কাঁচা দেওয়াল ভেঙে মৃত্যু হয়েছে দুই শিশুর। সাব-ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অনুরাগ সিং জানিয়েছেন, রামনগরের ভিচালখা গ্রামের বাসিন্দা রামকিশোর গৌতমের বাড়িতে পাঁচ ফুট কাঁচা দেওয়াল তোলা হয়েছিল। বুধবার সকালে তার দুই শিশু রাধা (০৪) ও আমান (০৬) এই দেওয়ালের কাছে খেলছিল। হঠাৎই বৃষ্টিতে কাঁচা দেওয়ালটি ভেঙে পড়ে। দেওয়ালের ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে গুরুতর আহত হয় আমান ও রাধা। পরিবারের সদস্যরা দ্রুত শিশুদের নিয়ে রামনগর কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে গেলে চিকিৎসক আমানকে মৃত ঘোষণা করেন। রাধার শারীরিক অবস্থা দেখে তাঁকে লখনউতে রেফার করা হয়। লখনউতে যাওয়ার পথে রাধারও মৃত্যু হয়।

আবু ধাবিতে তৈরি হচ্ছে হিন্দু মন্দির

আবু ধাবি, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): সংযুক্ত আরব আমিরশাহির আবু ধাবিতে নির্মিত হচ্ছে একটি হিন্দু মন্দির, বুধবার নির্মীয়মান সেই মন্দির পরিদর্শন করলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। তিনি সেখানে ইট বসিয়ে সেবাও করেছেন।

হিন্দু মন্দির পরিদর্শনের পর উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি বলেছেন, সংযুক্ত আরব আমিরাশাহিতে নির্মিত মন্দিরটি সত্যিই অবিশ্বাস্য, আমাদের জন্য ভীষণ গর্বের মুহূর্ত। এটা ঈশ্বরের আশীর্বাদ যে আমরা এখানে পৌঁছেছি... আমি প্রধানমন্ত্রী মোদীকেও ধন্যবাদ জানাতে চাই, তাঁর অনুপ্রেরণার কারণেও এই মন্দিরটি তৈরি হচ্ছে।'

পলাতক মাদক পাচারকারী ললিত পাতিলকে চেন্নাইয়ের হোটেল থেকে গ্রেফতার মুম্বই পুলিশের

মুম্বই, ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : পলাতক মাদক পাচারকারীকে বুধবার চেন্নাইয়ের একটি হোটেল থেকে গ্রেফতার করল মুম্বই পুলিশ। পুনের সাসুন হাসপাতাল থেকে পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে মাদক পাচারকারী ললিত পাতিল পালিয়ে গিয়েছিল। বুধবার মুম্বই পুলিশের একটি দল চেন্নাইয়ের একটি হোটেল থেকে তাকে গ্রেফতার করে। বর্তমানে ললিতকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, ২০২০ সালের অক্টোবরে পিম্পরি-চিঞ্চওয়াড পুলিশ কোটি টাকার একটি মেফেড্রোন তৈরি এবং চোরাচালানের র‍্যাকেট ফাঁস করে ২২ জনকে গ্রেফতার করেছিল। ললিত পাতিল ওই ২২ জনের মধ্যে একজন ছিল। গ্রেফতারের পর থেকে সে ইয়েরওয়াড়া কেন্দ্রীয় জেলে বন্দী ছিল। তবে হার্নিয়া চিকিৎসার জন্য জুন মাসে পুনের সাসুন হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হয়েছিল। ২রা অক্টোবর ললিত সাসুন হাসপাতাল থেকে পালিয়ে যায়। পালানোর পর থেকে পুনে ও মুম্বই পুলিশ মাদক চোরাচালানকারী ললিত পাতিলকে হন্যে হয়ে খুঁজছিল। বুধবার চেন্নাইয়ের একটি হোটেল থেকে তাকে গ্রেফতার করে মুম্বই পুলিশ।

লাগু রয়েছে নির্বাচনী আচরণবিধি, ছত্তিশগড়ের বালোদাবাজারে গাড়ি থেকে উদ্ধার বিপুল নগদ টাকা

বালোদাবাজার, ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : ছত্তিশগড় রাজ্যের বালোদাবাজার জেলায় গাড়ি থেকে উদ্ধার হল ২ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা। পুলিশের ফ্লাইং স্কোয়াডের একটি দল বুধবার ভোরে বিভিন্ন গাড়িতে তল্লাশি চালাচ্ছিল। সে সময়ে জেলা সদরের সাক্রি বাইপাসের কাছে একটি গাড়ি থেকে ২ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা উদ্ধার হয়। গাড়ির নম্বর- জিজে ৩৬ এএফ ৫৭৭৭। গাড়ির মালিক দুর্গেশ জৈন ও তার সঙ্গী আর এক ব্যক্তি ওই গাড়িতে করে যাচ্ছিল। দুর্গেশ জৈন ধর্মপুরা রায়পুরের বাসিন্দা।

দুর্গেস জৈনকে টাকার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তার উত্তরে অসঙ্গতি ধরা পড়ে। ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। টাকাগুলি সিল করে জেলা কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনের আচরণবিধি কার্যকর হওয়ার পরে, নগদ মাত্র ৫০ হাজার টাকা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সুশীল টন্ডন ও হেড কনস্টেবল মন্নুলাল ধ্রুবের নেতৃত্বে একটি দল বুধবার এই তল্লাশি অভিযান চালিয়েছিল।

কালীঘাটের কাকু'কে দেখতে আচমকা হাসপাতালে ইডির কর্তারা

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : পুলিশ অথবা জেল হেফাজতে গেলে ক্ষমতাবান প্রায় সবারই অসুস্থতা শুরু হয়। চেষ্টা করেন হাসপাতালে ভর্তি হতে। যেমনটা হয়েছিল নিয়োগ মামলায় অভিযুক্ত 'কালীঘাটের কাকু'র। অগস্ট মাসে অস্ত্রোপচারের পর থেকে তিনি হাসপাতালেই।

সত্যিই এতদিন তাঁর হাসপাতালে থাকা প্রয়োজন কি না, তা খতিয়ে দেখতে বুধবার আচমকা হাসপাতালে হাজির হলেন ইডির কর্তারা। বোঝার চেষ্টা করলেন, হৃদ্‌রোগের চিকিৎসায় এত দিন ধরে তিনি হাসপাতালে কেন? এখনও কিসের অসুখ তাঁর?

সুজয়কৃষ্ণকে গত ৩০ মে গ্রেফতার করেছিল ইডি। তার পর ইডি হেফাজত শেষে তাঁকে জেলে পাঠানো হয়। কিন্তু সুজয় জেলে যাওয়ার পর থেকে তাঁকে আর এক দিনও জেরা করতে পারেননি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দারা।

প্রথম যে দিন তদন্তের প্রয়োজনে সুজয়কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে এসেছিলেন তাঁরা, সে দিনই মৃত্যু হয় তাঁর স্ত্রীর। ফলে জেরা করা যায়নি। তার পর দীর্ঘ প্যারোল এবং প্যারোলের মেয়াদ শেষ হতে না হতেই সুজয়কৃষ্ণর অসুস্থতা সব মিলিয়ে তাঁর নাগাল না পাওয়ায় কিছুটা প্রভাব তদন্তেও পড়ছে বলে ইডি সূত্র খবর।

এর মধ্যে ইডির উপরও নিয়োগ মামলার তদন্ত দ্রুত শেষ করার চাপ আসছে।

তদন্তের দীর্ঘসূত্রিতার জন্য কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতিদের ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হচ্ছে ইডিকে। সম্প্রতিই লিপ অ্যান্ড বাউন্ডস সংক্রান্ত মামলাতেও বিচারপতি নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন ইডিকে। আর এই মামলারই অন্যতম সূত্র সুজয়। কারণ তিনি ওই সংস্থার প্রাক্তন কর্মী। এই পরিস্থিতিই মঙ্গলবার দুর্গাপুজোর তৃতীয়ার দিন এসএসকেএমে চমক পরিদর্শনে হাজির হন ইডির কর্তারা।

মাদারিহাটে হাতির হানায় মৃত বৃদ্ধ

মাদারিহাট, ১৮ অক্টোবর (হি. স.) : আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাটে তির হানায় মৃত্যু হল বৃদ্ধর। বুধবার ভোর ৫টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতের নাম শ্যামদাস শর্মা (৬৬)। মাদারিহাটের মেঘনাদ সাহা নগরের বাসিন্দা তিনি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মাদারিহাট গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের অস্থায়ী কর্মী শ্যামবাবু। প্রতিদিনের মতো এদিন ভোর ৫টা নাগাদ পঞ্চায়েত অফিসের বৈদ্যুতিক আলো নেভানোর জন্য সবেমাত্র বাড়ি থেকে বেরিয়ে মাদারিহাট-টোটোপাড়া রাজ্য সড়কে উঠেছিলেন তিনি। সেইসময় একটি দাঁতাল সড়ক পেরয়ে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে যাচ্ছিল। শ্যামবাবুকে দেখেই দাঁতালটি তেড়ে যায়। তাঁকে শুঁড়ে তুলে আছড়ে ফেলে। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়েছে শ্যামবাবুর। প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার কাঞ্ছা রাই নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছিল হাতির হানায়।

নদিয়ায় ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু যুবকের, গুরুতর আহত পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী

নদিয়া, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): নদিয়ার করিমপুরে ডাম্পারের ধাক্কায় মোটরবাইক থেকে ছিটকে পড়ে গিয়ে প্রাণ হারালেন এক যুবক। এই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও একজন, তিনি স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী। বুধবার সকালে কাজে বেরিয়েছিলেন তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী আজিজুল শেখ। সঙ্গে ছিলেন তাঁর এক সঙ্গী রাশিদুল শেখ। উল্টো দিক থেকে দ্রুত গতিতে ছুটে আসা একটি ডাম্পার সরাসরি ধাক্কা দেয় তাঁর বাইকে। সংঘর্ষে গুরুতর জখম হন দু"জনই। তড়িঘড়ি তাঁদের উদ্ধার করে নদিয়ার করিমপুরের নতিডাঙা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নিয়ে গেলে বাইকের চালক রাশিদুল শেখকে (২০) মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন সদ্য নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী আজিজুল শেখ।

পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার সকাল ৯টা নাগাদ নতিডাঙা-করিমপুর রাজ্য সড়কে একটি ডাম্পারের সঙ্গে বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ওই বাইকের পিছনের আসনে বসে ছিলেন পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী। বাইক চালাচ্ছিলেন তাঁর এক সঙ্গী। দুর্ঘটনায় রক্তাক্ত অবস্থায় দু'জন রাস্তায় পড়েছিলেন। স্থানীয়েরা তাঁদের উদ্ধার করে নতিডাঙা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক বাইকের চালককে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ এই দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বানারহাটের নাথুয়া এলাকায় ভয়াবহ আগুন, ভস্মীভূত ওষুধের দোকান

জলপাইগুড়ি, ১৮ অক্টোবর (হি. স.) : জলপাইগুড়ির বানারহাট ব্লকের নাথুয়া এলাকায় ভয়াবহ আগুনে পুড়ে ছাই ওষুধের দোকান। মঙ্গলবার গভীর রাতের এই ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর নেই। প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, বুধবার গভীর রাতে নাথুয়া বাজারে অবস্থিত একটি ওষুধের দোকানে আগুন দেখতে পেয়ে স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দমকলে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছায় দোকানের মালিক বীরেন সোমও। স্থানীয় লোকজন নিজেরাই আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা শুরু করেন। কিন্তু আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় ওষুধের দোকানটি সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আগুনে আশেপাশের অনেক দোকানের আংশিক ক্ষতি হয়েছে।

ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন জানান, সঠিক সময়ে দমকল ব্রিগেডের ইঞ্জিন এলে হয়তো ক্ষয়ক্ষতি কম হতো। একইসঙ্গে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে বলে দমকলকর্মীদের প্রাথমিক অনুমান। তবে এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর নেই।

প্রয়াত প্রবীন আলোকচিত্রী সুধীর উপাধ্যায়, শোকবার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : প্রয়াত হলেন কলকাতার বরিষ্ঠতম চিত্রসাংবাদিক সুধীর উপাধ্যায়। অধিকাংশের কাছে পরিচিত ছিলেন পন্ডিতজী হিসাবে। মঙ্গলবার তিনি চলে গেলেন।

তাঁর প্রয়াণে একটা ইতিহাসের অবসান হলো। কারণ প্রায় পাঁচ বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতা করেছেন দাপটের সঙ্গে। বয়স হয়েছিল ৮২। পশ্চিমবঙ্গের সাংবাদিকতায় ছোট বড়ো অন্তত চারটি প্রজন্মের বন্ধু হয়েছিলেন, যিনি কখনও 'সন্মার্গ' পত্রিকা ছেড়ে কোথাও যাননি, যাঁকে কোনওদিন কাজের জায়গায় উত্তেজিত হতে দেখা যায়নি, যিনি কোনওদিন কারও সঙ্গে ঝগড়া করেননি, যিনি সর্বদা মানবিকতার প্রতীক হয়ে অন্যের পাশে থেকেছেন, যিনি নেতা মন্ত্রী প্রশাসনিক কর্তা - সবার কাছে ছিলেন শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের সাংবাদিকতায় যিনি নিজেই ছিলেন যুগপরম্পরার এক ভাস্বর প্রতীক। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানিয়েছেন কলকাতা প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে স্নেহাশিস সুর ও কিংশুক প্রামাণিক। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর শোকবার্তায় লিখেছেন, "পশ্চিমবঙ্গের প্রবীণতম চিত্রসাংবাদিক "সন্মার্গ" পত্রিকার সুধীর কুমার উপাধ্যায় আর নেই জেনে আমি আন্তরিক দুঃখিত। প্রবীণ সংবাদকর্মী ও আলোকচিত্রী সুধীরদা আমাদের সমস্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতেন। তাঁর প্রয়াণ এক গভীর শূন্যতার সৃষ্টি করল। আমি তাঁর পরিবার ও অনুরাগীদের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।"

যুব সমাজকে মাদক থেকে দূরে রাখতে হলে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি খুবই জরুরি : ভগবন্ত মান

অমৃতসর, ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : যুব সমাজকে মাদক থেকে দূরে রাখতে হলে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি খুবই জরুরি, বললেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। বুধবার পঞ্জাবের অমৃতসরে "মাদকমুক্ত রাজ্য" নামক একটি অনুষ্ঠানের ভাষণে একথা বলেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি আরও জানান, 'যদি আমাদের যুবকদের মাদক থেকে দূরে করতে হয়, তাহলে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এটিকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি।'

"মাদকের বিরুদ্ধে শপথ" অনুষ্ঠানে অংশ নিতে বুধবার অমৃতসরের স্বর্ণ মন্দির পরিদর্শন করেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। এই অনুষ্ঠানে পঞ্জাবের বহু স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেছিল। তাদের মধ্যে একজন বলেন, আমাদের দেশকে মাদকমুক্ত করার জন্য আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান এবং অমৃতসরের পুলিশ কমিশনার নৌনিহাল সিং এই মহৎ প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছেন। তারা ছাত্রদের খেলাধুলার দিকে এবং আমাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার জন্য উৎসাহিত করেছে। "দ্য হোপ ইনিশিয়েটিভ"-এর অধীনে এদিন এই অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়েছিল।

কুয়াশায় কমল দৃশ্যমানতা, মুম্বই শহরতলিতে বিলম্বিত লোকাল ট্রেন পরিষেবা

মুম্বই, ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : ঘন কুয়াশায় আচমকাই কমে গেল দৃশ্যমানতা, কুয়াশার প্রভাবে বুধবার ভোর থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত মুম্বইয়ের শহরতলিতে বিঘ্নিত হয়েছে লোকাল ট্রেন পরিষেবা। প্রায় ১৫ মিনিট দেরিতে চলে সমস্ত লোকাল ট্রেন।

রেল সূত্রের খবর, বুধবার সকাল ৬.৩০ মিনিট থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত ভাশিন্দ এবং টিটওয়ালা (মুম্বই সংলগ্ন থানে জেলায়) এবং কারজাত (রায়গড় জেলায়) এবং বদলাপুর (থানে) এর মধ্যে সকাল ৫.৩০ থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ার খবর পাওয়া যায়। মধ্য রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক জানিয়েছেন, শহরতলির ট্রেনগুলি প্রায় ১৫ মিনিট দেরিতে চলাচল করে।

সাত দিনে বড়তলা হত্যার কিনারা

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : মঙ্গলবার রাতে কলকাতা পুলিশ গ্রেফতার করেছে সৌমিক ভট্টাচার্য নামে এক ব্যক্তিকে। তার বয়স ৪২। কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, উত্তরবঙ্গের লাভার একটি হোম স্টে-তে গা-ঢাকা দিয়েছিল সে। সেখান থেকেই গ্রেফতার করা হয় তাকে।

সৌমিকের বাড়ি হাওড়ার দাসনগরে। গত বুধবার বড়তলার এক মহিলাকে কুপিয়ে খুন করে তাঁর নাবালক পুত্রকে ছুরির আঘাতে গুরুতর জখম করে পালিয়ে যায় সে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই মহিলার। গুরুতর জখম অবস্থায় মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করানো হয় তাঁর পুত্রকে। এর পর থেকেই তার খোঁজ শুরু করে কলকাতা পুলিশ।

পুলিশের দাবি, ধরা না পড়লে আরও খুন করার পরিকল্পনা ছিল বড়তলা হত্যার 'খুনি'র। পুলিশকে দেওয়া স্বীকারোক্তিতেই ওই ব্যক্তি জানিয়েছে, খুন সে করেছে ঠিকই। তবে এর পরও আরও তিনজনকে খুন করার পরিকল্পনা ছিল তাঁর। পুলিশ ধরে ফেলায় সেই ছক ভেস্তে গেল।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে বড়তলার মৃতা মহিলা মীনাক্ষি ভট্টাচার্য ছিলেন সৌমিকের প্রাক্তন প্রেমিকা। গত দু'বছর ধরে দু'জনের মধ্যে যোগাযোগ ছিল না। পুলিশকে দেওয়া স্বীকারোক্তিতে সৌমিক জানিয়েছে, ধরা না পড়লে যে তিন জনকে খুন করার পরিকল্পনা ছিল তাঁর, তার মধ্যে একজন তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী। পুলিশ সূত্রে খবর, কয়েক বছর আগেই শিলিগুড়িতে এক মহিলাকে বিয়ে করেছিল সৌমিক। কিন্তু দু'বছর পরে সেই সম্পর্ক ভেঙে যায়। ওই মহিলা আবার বিয়ে করেন। তাঁর একটি সন্তানও আছে। পুলিশকে সৌমিক জানিয়েছে, প্রাক্তন স্ত্রীকে সপরিবারে হত্যা করার প্রস্তুতি নিয়েই বেরিয়েছিল সে। কিন্তু সেই পরিকল্পনা সফল হল না তার।

পুজোয় সম্প্রীতি বজায়ে অভিষেকের আর্জিকে তোপ দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর, (হি.স.) : পুজোয় সম্প্রীতি বজায় রাখতে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাক এবং বিশ্বভারতী পরিস্থিতি নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিলেন বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ।

অভিষেকের আর্জি প্রসঙ্গে দিলীপবাবু বুধবার সাংবাদিকদের বলেন, "যার বংশ শুদ্ধু সবাই চিরদিন মিথ্যা বলে এলো, উস্কালো, ভোটের জন্য কূর্মি আদিবাসী রাজবংশী দের ভয় দেখিয়ে এল, তাদের মুখে এ কি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে!"

বিশ্বভারতীতে ফের ডামাডোল প্রসঙ্গে দিলীপবাবু বলেন, "এটা ওখানকার প্রশাসনিক ব্যাপার। তবে অনৈতিক কিছু হলে তদন্ত হাওয়া উচিৎ। বহুদিন ধরে ওখানে উত্তেজনা ও অব্যবস্থা চলছে। বারবার উপাচার্য্যকে উত্তেজিত করার চেষ্টা হয়েছে।

অমিত শাহকে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কটাক্ষ, পাল্টা তোপ দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর, (হি.স.): "ওরা পুজোর কিছুই জানেনা", অমিত শাহকে লক্ষ্য করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কটাক্ষের জবাব দিলেন সাংসদ তথা বিজেপি-র প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

বুধবার দিলীপবাবু সাংবাদিকদের বলেন, "যিনি ব্রাহ্মণের মেয়ে হয়েও চণ্ডীপাঠ ঠিক করে জানেন না, যিনি পিতৃপক্ষে পুজো উদ্বোধন করেন, তাঁর থেকে লোকে শিখবে পুজো নিয়ে? উনি কিছুই জানেন না। ভরপেট খেয়ে ইফতার পার্টিতে গিয়ে ঢেঁকুর তোলেন। গায়ের জোরে টাকা দিয়ে পুজো কেনেন। তার মুখ থেকে লোকে ধর্মের কথা শুনবে না।"দিলীপবাবু বলেন, "জীবনে কোনদিন উনি ধর্মীয় কাজ করেননি। সমস্ত অধার্মিক দুরাচারী, ভ্রষ্টাচারি লোক নিয়ে থেকেছেন। প্রতিদিন কোনো না কোনও সাংসদ বিধায়কের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসে। যারা নৈতিকতা জানেনা, যার মন্ত্রীরা লাইন দিয়ে জেলে যায়, এই সব লোকের সঙ্গে উনি থাকেন কেন? ছোটলোক বলা হয়েছে, বিপ দিয়ে ঢাকতে হবে। তাঁর কাছে ধর্মের কথা শুনব এতো দুর্দশা আমাদের হয়নি।"বিজেপি কাউন্সিলরের (সজল ঘোষ)পুজোর উদ্বোধন করেন অমিত শাহ। সেকারণেই কি এতো কটাক্ষ? এই প্রশ্নের উত্তরে দিলীপবাবু বলেন, "ওই পুজো আজ নয়, প্রদীপ ঘোষের সময় থেকেই জনপ্রিয়। মানুষ এমনিতেই ওখানে যায়। নেতারাও আসেন। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেছিলেন একবার। এটা সর্বজনীন পুজো। বিজেপি শক্তিশালী হয়েছে। আমাদের লোকেরাও পুজোয় ঢুকেছে। আমরাও চাই, আরও নেতা পুজোয় ঢুকুন। তাতে কারুর পেট ব্যাথা হচ্ছে কেনো? উনি কি সব কিছু টাকা দিয়ে গায়ের জোরে কিনে নিতে চাইছেন?"

রাষ্ট্রপতির ৩-দিনের বিহার সফরের সূচনা, পাটনায় গার্ড অফ অনারে অভ্যর্থনা দ্রৌপদী মুর্মুকে

পাটনা, ১৮ অক্টোবর (হি.স.) : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বুধবার থেকে ৩-দিনের সফরে বিহারে পৌঁছেছেন। বুধবার সকালে পাটনায় পৌঁছনোর পর রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে অভিবাদন জানানো হয়। রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানান বিহারের রাজ্যপাল রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরলেকর, মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব। রাষ্ট্রপতিকে এদিন গার্ড অফ অনারে অভিবাদনও জানানো হয়। সফরের শুরুতেই পাটনায় বিহারের চতুর্থ কৃষি রোডম্যাপ-এর সূচনা করেছেন রাষ্ট্রপতি । এর পরে তিনি গুরু গোবিন্দ সিংজি মহারাজের জন্মস্থান পাটনা শহরের তখত শ্রী হরিমন্দির সাহেবে প্রার্থনা করবেন। রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর এটিই দ্রৌপদী মুর্মুর প্রথম বিহার সফর।

নির্ধারিত সফরে রাষ্ট্রপতি দু""টি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং পাটনার এইমস-এর তিনটি সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। ১৯ অক্টোবর, রাষ্ট্রপতি তাঁর সফরের দ্বিতীয় দিনে, পূর্ব চম্পারণ জেলার মোতিহারির মহাত্মা গান্ধী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। তিনি এইমস পাটনার মেধাবী শিক্ষার্থীদের ডিগ্রি এবং পদক প্রদান করবেন। সফরের শেষ পর্যায়ে রাষ্ট্রপতি ২০ অক্টোবর গয়ার দক্ষিণ বিহার কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। রাষ্ট্রপতির সফরকে কেন্দ্র করে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

আদানির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ রাহুলের, কংগ্রেস নেতা এবার "চুরির" অভিযোগও আনলেন

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর (হি.স.): আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ফের আক্রমণ শানালেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। এবার তিনি "চুরির" অভিযোগও আনলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি রাহুল গান্ধী প্রশ্ন করেছেন, আদানি গ্রুপের বিরুদ্ধে সরকার কেন তদন্ত করছে না? বুধবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন রাহুল গান্ধী। রাহুল এদিন একটি মিডিয়া রিপোর্ট তুলে ধরেন, কয়লা আমদানিতে আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ওভার-ইনভয়েসিং এবং জনগণের কাছ থেকে ১২ হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ করেছেন রাহুল।

তিনি বলেছেন, 'আদানি কর্তৃক কয়লা আমদানির মুদ্রাস্ফীতির কারণে সাধারণ মানুষের জন্য বিদ্যুতের দাম বাড়ছে।' রাহুল জোর দিয়ে বলেছেন, 'আদানি ইন্দোনেশিয়া থেকে কয়লা কেনে এবং ভারতে কয়লা আসার সঙ্গে সঙ্গে এর দাম দ্বিগুণ হয়ে যায়, আমাদের বিদ্যুতের দাম বেড়ে যাচ্ছে, সে (আদানি) সবচেয়ে দরিদ্র মানুষের কাছ থেকে টাকা নেয়, এই গল্প যে কোনও সরকারের পতন করে দেবে . এটা সরাসরি চুরি। তিনি (আদানি) ভারতের সবচেয়ে দরিদ্র মানুষের পকেট থেকেও প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা নিয়েছেন।' রাহুল গান্ধী আরও বলেছেন, 'এবার চুরি হচ্ছে জনসাধারণের পকেট থেকে, সুইচের বোতাম টিপলে আদানি পকেটে টাকা পায়... বিভিন্ন দেশে তদন্ত হচ্ছে এবং মানুষ প্রশ্ন করছে কিন্তু ভারতে কিছুই হচ্ছে না।'

মেরা মাটি মেরা দেশ কর্মসূচিতে বিভিন্ন জেলা থেকে সংগৃহীত মাটি এবার যাবে দিল্লিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। বুধবার মেরা মাটি মেরা দেশ কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে রাজ্যভিত্তিক এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে বুধবার। এদিন সার্কিট হাউজ থেকে এক মিছিল শুরু হয়ে মহাকরণের সামনে এসে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন জেলা থেকে আসে অমৃত কলস। আগরতলা থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে কলসগুলি পাঠানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা, মন্ত্রী টিংকু রায়, মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, প্রদেশ বিজেপির সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা।

মুখ্যমন্ত্রী অনুষ্ঠানে উপস্থিত মন্ত্রী বিধায়কদের এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা এবং এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত গড়ার জন্য মঞ্চে দাঁড়িয়ে শপথ বাক্য পাঠ করান।স্কেপ গার্ডেনে এইদিন জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও ফলক উন্মোচন করেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। পরে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিরা সেখানে বৃক্ষ রোপণ করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা বলেন দেশবাসীর কাছে মাতৃভূমি বলা হয়। ভারতবর্ষের গর্ভে সকলের বসবাস। কিন্তু কেউ একবারও চিন্তা করেন না যে মাটির উপর দিয়ে সকলে চলাচল করে সেই মাটির মহত্ব কি। সেই বিষয়টি নিয়ে কেউ ভাবে না, সেই বিষয়টিকে দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী সকলকে মনে করিয়ে দেন।আমার মাটি আমার দেশ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত, ভিলেজ কাউন্সিল থেকে মাটি সংগ্রহ করে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হয়েছে অমৃত বাটিকা তৈরির জন্য। দেসাত্মবোধক চিন্তা ধারা থেকে এইটা করা হয়েছে। বিদেশি শত্রু দেশকে আক্রমণ করলে তখন সকলের মধ্যে দেসাত্মবোধক চিন্তা ধারা জাগ্রত হয়। দেশের জন্য সকলকে কাজ করতে হবে। তার জন্য সর্বদা সকলকে এক হয়ে থাকতে হবে। দেসাত্মবোধক চিন্তা ধারা নিয়ে চলতে হবে। প্রথমে দেশ তারপর অন্যকিছু, এই চিন্তা ভাবনা নিয়ে চলতে হবে। দেশের জন্য যারা আত্মবলিদান দিয়েছেন, তাদেরকে সর্বদা স্মরণ করতে হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্য সচিব জে.কে সিনহা, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। কচিকাঁচা শিল্পীরা এইদিনের অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানে এইদিন সাধারন মানুষের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যনিয়।

যাত্রা শুরু

● প্রথম পাতার পর

সাহার পাশাপাশি অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যথাক্রমে গুয়াহাটি ও আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে উপস্থিত থাকবেন। রেলওয়ে, যোগাযোগ এবং ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব অনলাইনের মাধ্যমে যাত্রার সূচনার এই অনুষ্ঠানে যোগদান করবেন। এছাড়াও শিলচর ও দুল্লভছড়ায় স্থানীয় সাংসদ/বিধায়ক ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকবেন।

১২৫১৩/১২৫১৪নং. (সেকেন্দ্রাবাদ-শিলচর-সেকেন্দ্রাবাদ) এক্সপ্রেস ট্রেনটির সম্প্রসারিত পরিষেবার নিয়মিত যাত্রা ২১ অক্টোবর শনিবার সেকেন্দ্রাবাদ থেকে ১৬.৩৫ ঘন্টায় শুরু হবে এবং সোমবার ২৩.২০ ঘন্টায় শিলচর পৌঁছবে।

১২৫১৯/১২৫২০নং. (লোকমান্য তিলক টার্মিনাস-আগরতলা-লোকমান্য তিলক টার্মিনাস) এক্সপ্রেস ট্রেনটির সম্প্রসারিত পরিষেবার নিয়মিত যাত্রা ২২ অক্টোবর রবিবার লোকমান্য তিলক (টি) থেকে ০৭.৫০ ঘন্টায় শুরু হবে এবং মঙ্গলবার ১৭.৫০ ঘন্টায় আগরতলা পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেনটি আগরতলা থেকে বৃহস্পতিবার ০৭.২০ ঘন্টায় রওনা দিবে এবং শনিবার ১৬.১৫ ঘন্টায় লোকমান্য তিলক (টি) পৌঁছবে।

২১-২৪ অক্টোবর আগরতলা শহরে যানবাহন চলাচলের নির্দেশিকা

আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। আগামী ২১ অক্টোবর থেকে ২৪ অক্টোবর দুর্গাপূজার ৪ দিন আগরতলা শহরে পথচারী এবং যানবাহন চলাচলের সুবিধার্থে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এবারও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এই বি'প্তিতে বলা হয়েছে আগরতলা শহরের বিভিন্ন জায়গায় নো এন্ট্রি জোন, বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের জন্য টার্মিনাল পয়েন্ট, পার্কিং এলাকা ও রোগী, বিমান যাত্রী ও রেল যাত্রীদের জন্য বিকল্প রাস্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার এক বি'প্তিতে জানিয়েছেন উল্লেখিত ৪ দিন সন্ধ্যা ৫টা থেকে রাত ১২টা (মধ্যরাত) পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় নো এন্ট্রি/ ড্রপ গেইট বসানো হবে। বড় পূজা মণ্ডপগুলিতে দর্শনার্থীদের সংখ্যা বিবেচনা করে যানবাহনের জন্য নো এন্ট্রির সময়সীমা বাড়ানো হতে পারে।জেলাশাসক বি'প্তিতে জানিয়েছেন ২১ অক্টোবর থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত সন্ধ্যা ৫টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত উত্তর গেইট থেকে রাধানগর- সার্কিট হাউস (শান্তিকামী - পোলস্টার ক্লাব - কু'বন সেবকসংঘ) পর্যন্ত এলাকায় কোনপ্রকার যানবাহন চলাচল করতে পারবেনা। যেসব যানবাহনের পাস রয়েছে সেগুলো উত্তর গেইট থেকে সার্কিট হাউসের দিকে যেতে পারবে। জরুরী কাজে নিযুক্ত যানবাহনগুলি দুদিক থেকেই যাতায়াত করতে পারবে। বি'প্তিতে জানানো হয়েছে বোধজং চৌমুহনী থেকে উত্তর গেইট, ভলকান ক্লাব থেকে ভগবানঠাকুর চৌমুহনী, ভগবানঠাকুর চৌমুহনী - লালবাহাদুব চৌমুহনী - গণরাজচৌমুহনী পেট্রোল পাম্প (দুদিক থেকেই), পুরনো সেন্ট্রাল জেলের পশ্চিম কোন (বাপিরাজ ফার্নিচার) থেকে লালবাহাদুর (দুদিক থেকেই), প্রান্তিক ক্লাব থেকে পুরনো সেন্ট্রাল জেলের মোড়, পোস্টঅফিস চৌমুহনী-গান্ধীঘাট-গ্র্যাণ্ডিউজ চৌমুহনী-গোলবাজার-লালমাটিয়া (ছাত্রবন্ধ-গ্র্যাণ্ডিউজ-নেতাজী প্লে সেন্টার দুদিক থেকেই), কামান চৌমুহনী-শিববাড়ি -সেন্ট্রাল বোড - গোলবাজাব, মোটবস্ট্যাণ্ড - চিত্তব'ন রোড-রামঠাকুরসংঘ (দুদিক থেকেই), রামঠাকুরসংঘ-সুধীর দারগা বাড়ি রাস্তার মোড়, চিত্তর'ন রোড-চিত্তর'ন ক্লাব (দুদিক থেকেই), সংহতি ক্লাব (রামনগর ৪নং রাস্তা থেকে ৬নং রাস্তা দুদিক থেকেই, জরুরী কাজে নিযুক্ত যানবাহন ছাড়া), বটতলা-দশমীঘাট (দুদিক থেকেই), জয়নগর বাস স্ট্যাণ্ড থেকে যুবসমাজ (দুদিক থেকে, দ্বিতীয় মোড়) প্যারাডাইস চৌমুহনী-মেলারমাঠ-বটতলা (দুদিক থেকেই) এবং ভারতরত্ন, ঊষাবাজার। বি'প্তিতে জানানো হয়েছে আগামী ২১ অক্টোবর থেকে ২৪ অক্টোবর সন্ধ্যা ৫টা থেকে পরদিন সকাল ৫টা পর্যন্ত বাস এবং যাত্রীবাহী গাড়িগুলি পণ্ডিত নেহেরু অফিস কমপ্লে' (গোর্খাবস্তি), দুর্গাচৌমুহনী বিজের উত্তরাংশ (রামনগর টিওপি'র কাছে), আখাউড়া রোড ত্রিনয়নী ক্লাব সংলগ ক্রসিং, নাগেরজলা বাস টার্মিনাল, এডিনগর ড্রপগেইট, প্রতাপগড় বেইলী বিজ, চন্দ্রমোহন সেতুর দক্ষিণাংশ (পুরনো যুলন্ত সেতু), রামঠাকুর বয়েজ স্কুল বিজ, গান্ধীস্কুল/এমবিবি কলেজ এলাকা, চন্দ্রপুর মসজিদের কাছে, জিবি ক্যান্সার হাসপাতালের কাছে পার্ক করতে পারবে। যাত্রীদের সুবিধার্থে টার্মিনাল পয়েন্টে কিছু রি'া/অটোরি'া থাকবে। জরুরী কাজে ব্যবহৃত যানবাহন চলাচল করতে দেওয়া হবে।ট্রাক/পণ্যবাহী যানবাহন এই ৪দিন সন্ধ্যা ৫টা থেকে পরদিন সকাল ৬টা পর্যন্ত আমতলী থানার অন্তর্গত আমতলী বাইপাস, বোধজংনগর থানার অন্তর্গত খয়েরপুর বাইপাস, রাণীরবাজার থানার অন্তর্গত মাধববাড়ি, এনসিসি থানার অন্তর্গত লিচুবাগান, পশ্চিম আগরতলা থানার অন্তর্গত বর্ডার গোলচক্করে দাঁড়াতে পারবে। অত্যবশ্যকীয় পণ্যবাহী গাড়িগুলি বিকাল ৩টা মধ্যে পণ্য নামিয়ে গ্যারেজে নিয়ে যেতে হবে। অথবা বিকাল ৪টার মধ্যে অবশ্যই আগরতলা পুরনিগম এলাকা ছাড়তে হবে। বিকাল ৪টা ১৫ থেকে অবৈধ পার্কিং এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হবে। রাত ১২টা থেকে পরদিন সকাল ৬টা পর্যন্ত উত্তর জোনের পার্কিং এর স্থানগুলি হল লেইক চৌমুহনী বাজারে কাটাখালের পাশে, রাধানগর বাস স্ট্যাণ্ড, উত্তর গেইটের ভিতরে (গ্যাস ও ফ্লেইম অফিসের কাছে) কেন্টনমেন্ট রোড (আসাম রাইফেলস এর শিব বাড়ি এলাকা), নেহেরু পার্ক, কর্ণেল চৌমুহনী থেকে বিদুরকর্তা চৌমুহনী রাস্তার পূর্ব দিক, বোধজং চৌমুহনী থেকে ভগবানঠাকুর চৌমুহনী। মধ্য জোনের পার্কিং এর জায়গা হল কামান চৌমুহনী থেকে পোস্ট অফিস চৌমুহনীর রাস্তার উত্তরাংশ, পোস্ট অফিস চৌমুহনী থেকে পুরনো আরএমএস চৌমুহনীর পশ্চিম দিক, শকুন্তলা রোডের পশ্চিম দিক, গোলবাজার থেকে এমবিবি ক্লাব ক্রসিং, নেতাজী সুভাস রোডের উত্তর দিক, দুর্গাবাড়ি পার্কিং এর স্থানের দক্ষিণ দিক, ওরিয়েন্ট চৌমুহনী থেকে রবীন্দ্রভবনের মোড়, ওরিয়েন্ট চৌমুহনী থেকে জ্যাকসন গেইট, গান্ধীঘাট রোড, গান্ধীঘাট থেকে প্যারাডাইস চৌমুহনী হয়ে মেলারমাঠ রাস্তা, অফিস লেন এর উত্তর দিক এবং আইজিএম চৌমুহনী থেকে ওরিয়েন্ট চৌমুহনী পর্যন্ত কভার্ড ড্রেনের উপরে। পূর্ব জোনের জন্য পার্কি এর স্থান হল পুরনো মোটর স্ট্যাণ্ডে পার্কিং এর জায়গা, পুরনো কেন্দ্রীয় কারাগারের রাস্তার উত্তর অংশ, পূর্বাশা থেকে ওইমেন্স কলেজ (লক্ষীনারায়ণ বাড়ি রাস্তার উত্তর দিক), ওইমেন্স কলেজ থেকে পাওয়ার হাউসের মোড় (পূর্ব দিক), গান্ধীস্কুল রোডের ওয়াটার সাপ্লাই ট্যাংক এবং ফিসারী অফিসের কাছে এমবিবি কলেজ রোড। দক্ষিণ এবং পশ্চিম জোনে রাত ১২টা থেকে পরদিন সকাল ৬টা পর্যন্ত পার্কিং এর জন্য স্থানগুলি হল নাগেরজলা মোটর স্ট্যাণ্ডের ভিতরে, বটতলা থেকে মেলারমাঠ রাস্তার উত্তর দিক, বটতলা থেকে পুরনো এএমসি অফিস রাস্তার পূর্ব দিক, রামনগরের ভেতরের রাস্তা, শঙ্কর চৌমুহনী থেকে কর্ণেল চৌমুহনীর কভার ড্রেইনের উপর, রামনগর ৬নং থেকে দুর্গা চৌমুহনী রাস্তার পশ্চিম দিক এবং রামনগর টিওপি'র কাছে। রোগী, বিমান যাত্রী ও রেল যাত্রীদের জন্য জরুরী রাস্তাগুলি হল (হাঁপানিয়া টিএমসি হাসপাতাল থেকে আইজিএম/জিবি হাসপাতাল/ আইএলএস হাসপাতাল) হাঁপানীয়া- এডিনগর- ফ্লাইওভার- আইজিএম- টিআরটিসি- বিদুরকর্তা চৌমুহনী- কর্ণেল চৌমুহনী- হারাধন সংঘ- উত্তর গেইট- রাধানগর- মূর্তি প্রাঙ্গণ- জিবিপি হাসপাতাল- আইএলএস, জিবিপি হাসপাতাল/আইএলএস হাসপাতাল থেকে আইজিএম/টিএমসি হাসপাতালে যাওয়ার জন্য জরুরী রাস্তা হল আইএলএস- জিবিপি হাসপাতাল- মূর্তি প্রাঙ্গণ- রাধানগর- উত্তর গেইট- হারাধন সংঘ- কর্ণেল চৌমুহনী- বিদুরকর্তা চৌমুহনী- আরএমএস চৌমুহনী- আইজিএম- ফ্লাইওভার- এডিনগর। আরেকটি রাস্তা হল আইএলএস/জিবিপি হাসপাতাল-অভয়নগর-ভগবান ঠাকুর চৌমুহনী- বোধজং চৌমুহনী- ওইমেন্স কলেজ- গণরাজ/লায়ন্স গেইট-অরিয়েন্ট চৌমুহনী - আবএমএস চৌমুহনী - আইজিএম চৌমুহনী-ফ্লাইওভার-এডিনগর। বিমান যাত্রী ও রেল যাত্রীদের প্রতি অনুরোধ করা হয়েছে তারা যেন বিমানের টিকিট বা বোর্ডিং পাস সঙ্গে রাখেন এবং যানবাহনে 'এয়ারপোর্ট ও রেলওয়ে পেসে'ার' স্টিকার ব্যবহার করেন। যাত্রীরা আসা যাওয়ার জন্য যেকোন রাস্তা ব্যবহার করতে পারবেন। জরুরী প্রয়োজনে উপযুক্ত কর্ত'পক্ষ/ ট্রাফিক সেক্টার অফিসারের স্পট পাস নিয়ে হাল্কা যানবাহন চলাচলের জন্য ৩টি বিকল্প রাস্তা চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলি হল হাঁপানিয়া- সিদ্ধিআশ্রম- এডিনগর- ফ্লাইওভার- ফায়ার সার্ভিস চৌমুহনী- আইজিএম চৌমুহনী- আরএমএস চৌমুহনী- রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন- লায়ন্স গেইট- ওইমেন্স কলেজ- বোধজং চৌমুহনী- ভুতুরিয়া- শচীন সেতু- অভয়নগর- জিবি হাসপাতাল। দ্বিতীয় রাস্তাটি হল জিবি বাজার- ইন্দ্রনগর রাস্তা- প্রান্তিক ক্লাব- জয়গুরু- মর্ডাণ ক্লাব- গান্ধীস্কুল- যোগেন্দ্রনগর/আড়ালিয়া। ত'তীয় রাস্তাটি হল এয়ারপোর্ট রোড- প'বটি কালিবাড়ি- বড়জলা- দুর্গা চৌমুহনী- রামনগরের ভেতরের রাস্তা- আখাউড়া রোড- ফায়ারসার্ভিস চৌমুহনী- অবলা চৌমুহনী- বটতলা- নাগেরজলা- এডিনগর- সিদ্ধিআশ্রম- হাঁপানিয়া।

ট্রাফিক কন্ট্রোল রুমের সংগে যোগাযোগ করার জন্য জেলাশাসকের বি'প্তিতে ফোন নম্বরও দেওয়া হয়েছে। ফোন নম্বরগুলি হল- ৯৪০২৩০৩১০০/ ৭০০৫২৪৪৪৭১, হোয়াটস অ্যাপ নম্বর হল ৯৪০২৩০৩১০০।

পূজা মন্ডপ

● প্রথম পাতার পর

খবর পাওয়ার দেড় মিনিটের মধ্যে ঘটনাস্থলে ছুটি গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণ আনেন তাঁরা।এদিন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা সামাজিক মাধ্যমে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, ব্লাডসান ক্লাবে পুজোর প্যান্ডেলে কাজ চলাকালীন আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রতিমার কাঠামো সহ পূজো প্যান্ডেল সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হওয়ায় তিনি ভীষণভাবে দুঃখ পেয়েছেন। এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় ভীষণভাবে মর্মাহত তিনি।পাশাপাশি তিনি রাজ্যের সার্বজনীন পুজো উদ্যোক্তাদের প্রতি পুজো প্যান্ডেল নির্মাণ চলাকালীন আনুষঙ্গিক সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য আবেদন করেছেন। তাছাড়া আগরতলার উজান অভয়নগর স্থিত ব্লাডসান ক্লাবে পুজোর প্যান্ডেলে কাজ চলাকালীন আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডের দুঃখ প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক ও আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। এদিন সামাজিক মাধ্যমে বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন ,আজ উজান অভয়নগরে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে পূজা মণ্ডপ সহ দেবী মায়ের প্রতিমা এবং ব্লাড সান ক্লাব যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এতে ভীষণভাবে মর্মাহত তিনি। পূজার ঠিক প্রাক্কালে এমন ঘটনা সত্যিকার অর্থেই বেদনাদায়ক।এদিকে উজান অভয়নগরে ব্লাড সান ক্লাবে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে ক্লাব কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। অভিযোগ নিয়ম মেনে প্যান্ডেল তৈরি করেনি ক্লাব কর্তৃপক্ষ। বিদ্যুতের হাই পাওয়ার পরিবাহী তারের খুব সন্নিকটেই এই প্যান্ডেল তৈরি করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। যার ফলে আগুন লাগার মত ঘটনা ঘটেছে। মুখ্যমন্ত্রী ও এ বিষয়ে সকলকে সতর্কবার্তা দিয়েছেন। আরো বড় ধরনের দুর্ঘটনার ঘটার সম্ভাবনা ছিল বলেও জনগণের অভিমত। তাদের অভিমত নিয়ম মেনে প্যান্ডেল হলে হয়তো এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতো না।

শুভেচ্ছা

● প্রথম পাতার পর

শুভেচ্ছাবার্তায় রাজ্যপাল রাজ্যের মানুষের জীবনে এই উৎসব আনন্দ, ভালবাসা, শান্তি, সমৃদ্ধি ও সৌভ্রাত'ত্বের বাতাবরণ নিয়ে আসবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সদর ও মোহনপুর মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে জনসাধারণের চলাচলের উপর বিধিনিষেধ

আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। জনজীবনে শান্তি ও সুস্থিতি বজায় রাখার লক্ষ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধি ১৯৭৩'র ১৪৪ ধারা অনুযায়ী জেলার সদর ও মোহনপুর মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে জনসাধারণের চলাচলের উপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। এই দুই মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ৫০০ মিটার এলাকায় এই বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। এই আদেশ আগামী ২০ অক্টোবর, ২০২৩ থেকে কার্যকর হবে এবং তা ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এই সময়ে প্রতিদিন রাত ৮টা থেকে পরদিন সকাল ৫টা পর্যন্ত এই আদেশ কার্যকর হবে। তবে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিযুক্ত সামরিক, আধাসামরিক, রাজ্য পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ, পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার এবং সদর ও মোহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসকদের জারি করা বৈধ অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি, জরুরী সরকারি কাজে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারি ও অবিলম্বে চিকিৎসা প্রয়োজন এমন ব্যক্তি এই বিধিনিষেধের আওতার বাইরে থাকবেন। এই আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইপিসি'র ১৮৮ ধারা অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রমমন্ত্রী

মুখ্যমন্ত্রী চা শ্রমিক প্রকল্পে রাজ্যের ২ হাজার চা শ্রমিক পরিবারকে জমি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পে শ্রম দপ্তর এখন পর্যন্ত রাজ্যের ১০ হাজার ৯৫ জন নির্মাণ শ্রমিককে বিভিন্ন সহায়তা দিয়েছে। নির্মাণ শ্রমিকদের বিভিন্ন ক্ষেত্রের আর্থিক সহায়তার পরিমাণও বিগতদিনের তুলনায় বাড়ানো হয়েছে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রমমন্ত্রী টিংকু রায় একথা জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি শ্রম, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরেরও সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরেন। সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রম দপ্তরের সাফল্য তুলে ধরে তিনি জানান, 'মুখ্যমন্ত্রী চা শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পে' এখন পর্যন্ত ২ হাজার চা শ্রমিক পরিবারের মধ্যে জমি বন্টন করা হয়েছে। বিভিন্ন চা বাগানে কর্মরত চা শ্রমিকদের দুর্গাপূজার বোনাস প্রদানের জন্য চা বাগানের মালিকদের সঙ্গে শ্রম দপ্তরের আধিকারিকদের সভাও করা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন কোম্পানীতে আউট সোর্সিং হিসেবে কর্মরত শ্রমিকদের দুর্গাপূজার বোনাস প্রদানের বিষয়ে দপ্তর সংশ্লিষ্ট কর্ত'পক্ষের সঙ্গেও আলাপ আলোচনা করেছে।তিনি জানান, নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পে ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ১৩৫ জন মহিলা নির্মাণ শ্রমিককে বিবাহের জন্য ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ৬,৯৬০ জন নির্মাণ শ্রমিককে শিক্ষাক্ষেত্রে সহায়তা, ৫ জন গর্ভবর্তী নির্মাণ শ্রমিককে আর্থিক সহায়তা, ৬০ জন নির্মাণ শ্রমিককে চিকিৎসার সহায়তা, ২,৮৬৫ জনকে পেনশনের সুবিধা প্রদান করেছে দপ্তর। শ্রমমন্ত্রী জানান, রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের শ্রমিকদের নানা সুবিধা প্রদানে শ্রম দপ্তর আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছে। আগামীদিনে শ্রমিকদের কল্যাণে শ্রম দপ্তর ভ্রাম্যমান স্বাস্থ্য পরিষেবা ও জিবি হাসপাতালে লেবার শেড তৈরী করার পরিকল্পনাও নিয়েছে। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরে সমাজকল্যাণমন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, রাজ্যে নতুন ২৩৪টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র তৈরী করা হয়েছে। এরমধ্যে ৪৪টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র ব পুনর্বাসন এলাকায় তৈরী করা হয়েছে। এছাড়াও ধলাই জেলার ২০০টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রকে সক্ষম অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলোতে মার্ট ক্লাসের নানা সুবিধা প্রদান করা হবে। তিনি জানান, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর রাজ্যের সমস্ত অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলোকে গ্রেডিং করেছে। যেসমস্ত অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলোতে ৮০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী উপস্থিত থাকে সেগুলোকে 'এ' গ্রেডিং, ৫০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী উপস্থিতি থাকে সেগুলোকে 'বি' গ্রেডিং, ৪০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী উপস্থিতি থাকে যে অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলোতে সেগুলোকে 'সি' গ্রেডিং দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলোকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য একটি করে কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটিতে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, অভিভাবক সহ স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রাখা হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে সমাজকল্যাণমন্ত্রী জানান, ২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও হেল্পারদের শাড়ি ও পাছড়া কেনার জন্য দপ্তর অর্থ ম'রীও দিয়েছে। বর্তমান সরকারের সময়কালে এখন পর্যন্ত ৩৩৪ জন অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী এবং ১৭৬ জন হেল্পার নিয়োগ করেছে দপ্তর। এছাড়াও ১০০ জন অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী যাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে তাদের প্রমোশন দিয়ে অঙ্গনওয়াড়ী সুপার ভাইজার করা হয়েছে। সমাজকল্যাণমন্ত্রী শ্রীরায় জানান, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের জভেনাইল জাস্টিস ফাণ্ড থেকে এখন পর্যন্ত ২৩ জন শিশুকে চিকিৎসার সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ১৪ হাজার ৭২৬ জন দিব্যাঙ্গজনকে ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে, ২০৩৬ জন এইচআইভি রোগীকে মাসিক ২ হাজার টাকা করে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে, ২৮৬৫ জন ক্যান্সার রোগীকে মাসিক ২ হাজার টাকা করে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে এবং সিঙ্গেল পেরেন্টস রয়েছে এমন শিশুদেরও দপ্তরের মাধ্যমে মাসিক ৪ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। সাংবাদিক সম্মেলনে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সাফল্যের তথ্য তুলে ধরে ক্রীড়ামন্ত্রী জানান, ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে ধলাই জেলার আমবাসাতে একটি নতুন যুব আবাস তৈরী করা হয়েছে, যার শীঘ্রই উদ্বোধন করা হবে। নেতাজী সুভাষ রিজিওন্যাল কোচিং সেন্টারের (এনএসআরসিসি) ইণ্ডোর হলকে অত্যাধুনিকভাবে গড়ে তোলার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। উদয়পুর এবং কৈলাসহরে ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে দু'টি যুব আবাসন তৈরী করা হবে এবং শান্তিরবাজারে একটি ফুটবল স্টেডিয়াম গড়ে তোলা হবে।

ছাত্র বন্ধু ক্লাবের এবারের আকর্ষন রূপার প্রতিমা, উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। ছাত্র বন্ধু ক্লাবের এবারের আকর্ষন রূপার প্রতিমা। আজ সন্ধ্যায় ক্লাবের পূজো প্যান্ডেলের উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডা: মানিক সাহা। এই পূজো মন্ডপ দর্শনের জন্য রাজ্যের উৎসাহী নাগরিক ইতিমধ্যেই পূজো মন্ডপমুখী হতে শুরু করেছে। এবারে ছাত্র বন্ধু ক্লাবে মায়ের রূপ থাকছে অস্ত্রহীন। মায়ের মাতৃ রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এইবারের প্রতিমাতে। হাবড়ার বাণীপুরে শিল্পী ইন্দ্রজিৎ পোদ্দার প্রায় চারমাস ধরে প্রতিমা তৈরি করেছেন। প্রতিমা প্রস্তুতির সময় নিরাপত্তার জর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল। নিরাপত্তার জন্য রাখা হয়েছিল ৪ জন গানম্যানকে। ১২টি সিসি ক্যামেরায় সর্বক্ষণ পাহারা দেওয়া হত রুপোর দুর্গাকে। এমনটাই জানা গেছে। উল্লেখ্য গত জুন মাস থেকে শুরু করেছিলেন রুপোর ঠাকুর তৈরি করার কাজ। রবিবার অবশেষে বিমানে আগরতলার নিয়ে আসা হয় এই মূর্তি।

ধর্মনগরে পূজার প্রস্তুতি তুঙ্গে, চলছে শেষ তুলির টান

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৮ অক্টোবর।। আর মাত্র হাতে গোনা দুদিন বাকি বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গা পূজার। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতে ব্যস্ত সবাই। সকলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উত্তর জেলাও পিছিয়ে নেই। উত্তর জেলাবাসীও আনন্দে মাতোয়ারা। উত্তর জেলার ধর্মনগরের ছোট- বড় বাজেটের পুজো প্যান্ডেলগুলিও তাদের শেষ রূপ সম্ভারে সজ্জিত হয়ে উঠছে। ধর্মনগরের এমনই এক বড় বাজেটের পূজা হল চন্দ্রপুর আপনজন ক্লাব। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও তারা শারদীয়া মায়ের আরাধনায় ব্রতি হয়েছে। প্রায় একমাস আগে থেকেই তারা তাদের প্যান্ডেল নির্মাণের কাজ শুরু করে দিয়েছে। এক সাক্ষাৎকারে পূজা কমিটির সভাপতি নবেন্দু দত্ত (টিটু) জানিয়েছেন তাদের পূজা ৫৭ বৎসরে পা দিয়েছে। এটি একটি ঐতিহ্যবাহী পূজা। তাঁতের কুটিরে মায়ের আগমনী থিম নিয়ে তাদের এবারের এই পূজা প্যান্ডেল। প্যান্ডেল নির্মাণে রয়েছেন নবদ্বীপের কলাকৌশলী। প্রতিমা তৈরি করেছেন স্থানীয় শিল্পী। আলোকসজ্জায় রয়েছেন ধর্মনগরের সুনামধন্য স্থানীয় শিল্পী।এ বছরের তাদের বাজেট প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা। এ বছরের পূজায় তাদের আকর্ষণ হল মহিলাদের দ্বারা যাবতীয় কার্যক্রম সংগঠিত করা। মহালয়া থেকে সর্বক্ষেত্রেই মহিলারা স্ব উদ্যোগে সমস্ত কার্য সম্পাদন করে যাচ্ছেন।এবারে তাদের পূজা প্যান্ডেলের সর্বত্রই বড় বড় ব্যানারে পরিবেশিত হবে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, রক্তদান মহৎ দান ,বনসৃজন ও সবুজায়ন ,স্বচ্ছ ভারত নির্মাণের অঙ্গীকারের মত সচেতনতামূলক বার্তা। সভাপতি আরো জানান ষষ্ঠীতে দরিদ্র শিশুদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হবে। এছাড়াও মহাঅষ্টমীতে থাকবে মহাপ্রসাদ বিতরণ। পূজা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক হলেন রাহুল পাল এবং দ্বীপ শর্মা, কোষাধ্যক্ষ হিসেবে রয়েছেন সৌমিত্র বিশ্বাস।

সারা দেশের সাথে 'স্বচ্ছতাই সেবা অভিযান' স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালন করেছে নীতি আয়োগ

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর: ২রা অক্টোবর ২০২৩ জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে, আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রক এবং জল শক্তি মন্ত্রকের পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান বিভাগ অন্যান্য মন্ত্রকের সহযোগিতায় স্বচ্ছ ভারত মিশনের ৯ বছর উদযাপনকে কেন্দ্র করে সারা দেশকে নির্মল ও আবর্জনা মুক্ত করার জন্যে ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে দুই অক্টোবর পর্যন্ত 'স্বচ্ছতাই সেবা অভিযান' অনুষ্ঠিত করেছে।

এই অভিযানে নীতি আয়োগও অংশগ্রহণ করেছে এবং দপ্তরের তরফে গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে। এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে এই পদক্ষেপগুলোর মধ্যে অনেক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নেওয়া হয়েছিল। ২০ সেপ্টেম্বর ঊর্ধতন আধিকারিকরা নীতি আয়োগের রেকর্ড রুমের পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে বিশেষ নথিপত্রের পর্যালোচনা করেন, অপ্রয়োজনীয় সামগ্রী দূর করার ব্যবস্থা করেন তেমনি পুরনো রেকর্ড গুলোর আধুনিকীকরণ এর উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।পাশাপশি, নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান ২রা অক্টোবর স্বচ্ছ ভারত দিবসকে সম্মান জানিয়ে নীতি আয়োগ এর কর্মীরা সবাই মিলে স্বচ্ছতার শপথ গ্রহণ করেন।

ক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

মায়েদের। যে চাল শূকর অথবা গাভীকে পর্যন্ত খাওয়ানো হয় না সেই ধরনের চাল শিশু এবং গর্ভবতী মায়েদের জন্য সরবরাহ করা হলো সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের তরফে। মঙ্গলবার এই ধরনের ঘটনা সামনে আসতেই নড়েচড়ে বসে দপ্তরের আধিকারিকরা। স্থানীয় অভিভাবক শিপুল দেবরায় অভিযোগ করেন যে, চালে পোকা ধরেছে, যে চাল দীর্ঘদিনের পুরানো এবং চালে ছোট ছোট ঝটলা বাঁধতে শুরু করেছে সেই চাল উনার সন্তানের জন্য দেওয়া হয়েছে শংকর দাসপাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে। স্বাভাবিক ভাবেই এই চাল খাওয়ার পর উনার সন্তানের দৈহিক অবস্থার অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে দাবি করলেন তিনি। এই অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রের অন্তর্গত মোট ১২ জন শিশুকে বাড়িতে এই নিম্নমানের খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে। পাশাপাশি একজন গর্ভবতী মাকেও এই নিম্নমানের খাবার সরবরাহ করা হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে এই ধরনের নিম্নমানের খাবার খেয়ে যদি শিশু এবং গর্ভবতী মহিলা অসুস্থ হয়ে পরে তার দায়ভারকে নেবে। অভিভাবকদের আরও অভিযোগ গত মাসে ৮ টি ডিম বরাদ্দ থাকলেও দেওয়া হয়েছে ৭ টি ডিম। এই সমস্ত অনিয়মের বিষয়ে অঙ্গনারী কেন্দ্রের শিক্ষিকা খেলা রাণী দেব বলেন চাল ভিজে যাওয়ার কারণে এমন হয়েছে। এমনকি এই নিম্নমানের চাল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে সরবরাহ করা হলেও তা শিশু এবং গর্ভবতী মায়েদের মধ্যে বিতরণ করার আগে তিনি দপ্তরকে অবগত করেননি বলে জানান। পাশাপাশি গত মাসে একটি করে ডিম কম দেওয়ার কারণ হিসেবে ডিমের মূল্য বৃদ্ধিকে দায়ী করলেন তিনি। নিয়ম অনুযায়ী অঙ্গনারী শিক্ষিকারা এই ডিম কিনে সরবরাহ করবে। পরবর্তীতে দপ্তর থেকে ৬ টাকা ৫০ পয়সা হিসেবে উনাদের দেওয়া হবে। কিন্তু সরকারে বরাদ্দের সাথে বাজারে ডিমের দর মিল না থাকায় এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে বলে জানান তিনি। গোটা বিষয়ে মোহনপুরের সিডিপিও দীপক চন্দ্র সরকার বলেন তিনি এই নিম্নমানের চাল সরবরাহ করার বিষয়টি সম্পর্কে অবগত নন। তবে এই ঘটনা জানার পর তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যাতে এই চাল সরবরাহ না করা হয়। তবে কি কারণে এই নিম্নমানের চাল সরবরাহ করা হয়েছে এই প্রশ্নে বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়ার কারণকে দায়ী করলেন তিনি।

ক্রীড়াঙ্গন

ভিনু মানকড়ে দ্বীপজয়ের ব্যর্থ লড়াই বিদর্ভের কাছেও হারলো টিম ত্রিপুরা

বিদর্ভ-২৬৫/৫(৫০) ত্রিপুরা-১৬২/৯(৫০)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। পরাজয়ের ট্র্যাডিশন অব্যাহত। পাশাপাশি অব্যাহত ব্যাটিং ব্যর্থতার নিদর্শন। যেভাবে প্রথম সারির ব্যাটসম্যান-রা ব্যর্থ হচ্ছেন তাতে চিন্তায় ফেলে দিয়েছেন নির্বাচকদের। পরের আসরের আগে অবশ্যই এনিয়ে ভাবা উচিৎ নির্বাচকদের। বুধবার নিজেদের চতুর্থ ম্যাচেও ২২ গজে লুটিয়ে পড়লেন ত্রিপুরার ব্যাটসম্যান-রা। দিল্লির জামিয়া মালিয়া ইসলামিয়া মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরা পরাজিত হয় ১০৪ রানের বড় ব্যবধানে। অনূর্ধ-১৯ ভিনু মানকড় ট্রফি ক্রিকেটে। বিদর্ভের গড়া ২৬৫ রানের জবাবে ত্রিপুরা মাত্র ১৬২ রান করতে সক্ষম হয়। ত্রিপুরার দ্বীপজয় দেব ৪৯ রান করেন। আসরে ৪ ম্যাচ খেলে ত্রিপুরা কষ্টার্জিত জয় পেয়েছে মাত্র ১ টি ম্যাচে। দুর্বল মিজোরামের বিরুদ্ধে জয় পেতে ঘাম ঝড়াতে হয়েছিলো। বাকি ৩ ম্যাচে কার্যত বিপক্ষের কাছে আত্মসমর্পন করলেন ত্রিপুরার ক্রিকেটাররা। বুধবার সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে বড় স্কোর গড়ে বিদর্ভ। ত্রিপুরার নির্বিশ বোলিংয়ের সামনে নির্ধারিত ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ২৬৫ রান করে বিদর্ভ। ওপেনিং জুটিতে অনিকেত আস্কর এবং প্রবাল চৌখান্ডে ১০২ রান যোগ করে দলকে বড় স্কোর গড়ার ইঙ্গিত দেন। অনিকেত ১০৫ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৭৯ এবং প্রবাল ৮৩ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৫ রান করেন। ওই দুজন আউট হওয়ার পর দলকে টেনে নিয়ে যান আদিত্য আহুজা। তাঁকে সঙ্গ দেন যুবেরুদ্দিন। আদিত্য ৫১ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫১ এবং যুবেরুদ্দিন ৩০ বল খেলে ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৭ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৫ রান। ত্রিপুরার পক্ষে দীপায়ন দাস ৩৪ রান দিয়ে ৩ টি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে শুরুতেই ধাক্কা খায় ত্রিপুরা। ত্রিপুরা নির্ধারিত ওভারে মাত্র ১৬২ রান করতে সক্ষম হয় ৯ উইকেট হারিয়ে। ত্রিপুরার হয়ে বুকচিতিয়ে একমাত্র লড়াই করেন ওপেনার দ্বীপজয় দেব। এছাড়া মিডল অর্ডারে রোহন বিশ্বাস কিছুটা লড়াই করেন। দ্বীপজয় ৮৩ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৯, রোহন ৩৯ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৭, প্রীতম দাস ১০৫ বল খেলে ১৬, দীপায়ন দাস ৩৪ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ এবং দেবাংশু দত্ত ১৪ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করেন।

বিদর্ভের পক্ষে আরিয়া দুর্গকার ৩১ রান দিয়ে ৩ টি, প্রথম মহেশ্বরী ২৩ রান দিয়ে ২ টি এবং দাবাল্স ঠাক্কর ২৮ রান দিয়ে ২ টি উইকেট পেয়েছেন। ২০ অক্টোবর আসরে ত্রিপুরার শেষ প্রতিপক্ষ পুদুচেরী।

মুস্তাক আলী : টানা জয়ের লক্ষ্যে ত্রিপুরা আজ তামিলনাড়ুর মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। প্রথম ম্যাচে জয়ের আনন্দটাই আলাদা। ভুল ত্রুটি ছিল। যে কারণে শেষ ওভারে একেবারে এক বল বাকি থাকতে কষ্টার্জিত জয় এসেছে। তবে সেই ভুলত্রুটি গুলো শুধরে নেওয়ার প্রয়াস থাকবে পরবর্তী ম্যাচগুলোতে। আজ, বুধবার বিরতির দিনে সেগুলো নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ হয়েছে। আগামীকাল ত্রিপুরা দলের দ্বিতীয় খেলা তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে। সাতদলীয় এই গ্রুপে তামিলনাড়ু রয়েছে দ্বিতীয় শীর্ষে দুই ম্যাচ খেলে ৬ পয়েন্ট নিয়ে। ত্রিপুরার অবস্থান ঠিক তামিলনাড়ুর নিচে অর্থাৎ তৃতীয় শীর্ষে। এক ম্যাচে ৪ পয়েন্ট পেয়ে। শীর্ষস্থানে দিল্লি, ছয় পয়েন্ট পেয়েই, তবে রান রেটের নিরিখে। প্রথম দিনের গ্রুপ লীগের তিনটি ম্যাচ-ই পরিত্যক্ত ঘোষিত হয়েছিল। সৈয়দ মুস্তাক আলী ক্রিকেট টুর্নামেন্ট সোমবার থেকে দেশজুড়ে একাধিক ভেন্যুতে শুরু হয়েছে। তবে ত্রিপুরা সহ আরো ছয়টি রাজ্য দল মূলতঃ যে ভেন্যুতে খেলছে অর্থাৎ উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে, সোমবারে প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য তিনটি ম্যাচের একটিও অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। মোহালি ভেন্যুতেও একাধিক ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছে। গ্রুপ লীগের খেলা সোমবার থেকে শুরু হলেও ত্রিপুরা দলের প্রথম ম্যাচ মঙ্গলবারে হয়েছে নাগাল্যান্ডের বিরুদ্ধে। তাতে ত্রিপুরা তিন উইকেটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছে। একই দিনে সকালের খেলায় একই মাঠে দিল্লি ৭ উইকেটের ব্যবধানে মধ্যপ্রদেশকে পরাজিত করেছে এবং একই সময়ে মহরানা প্রতাপ কলেজ গ্রাউন্ডে অপর ম্যাচে তামিলনাড়ু ৮ রানে উত্তর প্রদেশকে পরাজিত করেছিল। আগামীকাল বেলা ১১ টায় অভিমন্যু ক্রিকেট একাডেমিতে ত্রিপুরা খেলবে তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে। একই সময়ে মহারানা প্রতাপ কলেজ গ্রাউন্ডে দিল্লী খেলবে নাগাল্যান্ডের বিরুদ্ধে। অভিমন্যু ক্রিকেট একাডেমিতে কর্ণাটক ও মধ্যপ্রদেশের ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে বিকেল সাড়ে চারটায়।

মহিলাদের অনূর্ধ ১৯ জাতীয় ক্রিকেটে আগামীকাল থেকে প্রি-কোয়াটার ফাইনাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। গ্রুপ লীগে ত্রিপুরার মেয়েদের এবারের মতো পঞ্চম স্থানেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। ইন্দোর থেকে ত্রিপুরার মেয়েরা মহিলাদের অনূর্ধ ১৯ জাতীয় ক্রিকেটে খেলে ঘরে ফিরে এসেছে। গ্রুপ লীগে পাঁচ ম্যাচের মধ্যে একটিতে জয় পেয়েছিল। সেটি নাগাল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৬০ রানের ব্যবধানে। বাকি চারটিতে ত্রিপুরা দলকে হারতে হয়েছে। আগামী কুড়ি অক্টোবর থেকে শুরু হবে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল খেলা। প্রথম প্রি-কোয়াটার ফাইনালে হরিয়ানা খেলবে উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে। একই দিনে আরও তিনটি ম্যাচে মুম্বাই বনাম কর্ণাটক, বরোদা বনাম পাঞ্জাব এবং ঝাড়খণ্ড বনাম তামিলনাড়ুর ম্যাচ। চারটি প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে বিজয়ী ৪ দল শেষ আটে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে। ইতোমধ্যে কোয়ার্টার ফাইনালে উন্নীত চারটি দল হলো মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং অন্ধ্রপ্রদেশ

মহিলা সিনিয়র টি-২০ ক্রিকেট ১ম দিনে আজ ত্রিপুরা - রেলওয়েজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। প্রস্তুতি চূড়ান্ত। অংশগ্রহণকারী আটটি দলের খেলোয়াড়রা আজ টুর্নামেন্টের আগের শেষ দিন হিসেবে প্রয়োজনীয় প্র্যাক্টিস সেরে নিয়েছেন। সিনিয়র মহিলাদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ত্রিবান্দ্রমে। গ্রুপ লীগের খেলা শুরু আগামীকাল থেকে। প্রথম রাউন্ডে অংশগ্রহণকারী আটটি দলের চারটি ম্যাচ দুটি ভেন্যুতে সকাল বিকাল মিলিয়ে দু-বেলায় খেলা হবে। সকাল ৯ টায় সেন্ট জেভিয়ার্স কেসিএ ক্রিকেট গ্রাউন্ডে ঝাড়খন্ড খেলবে সিকিমের বিরুদ্ধে। বেলা দেড়টায় একই মাঠে দিনের তৃতীয় ম্যাচে আসাম খেলবে হরিয়ানার বিরুদ্ধে। বেলা ১১ টায় স্পোর্টস হাব ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বিহার খেলবে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে। একই মাঠে বিকেল সাড়ে চারটায় দিনের চতুর্থ ম্যাচে রেলওয়েজ খেলবে ত্রিপুরার বিরুদ্ধে।

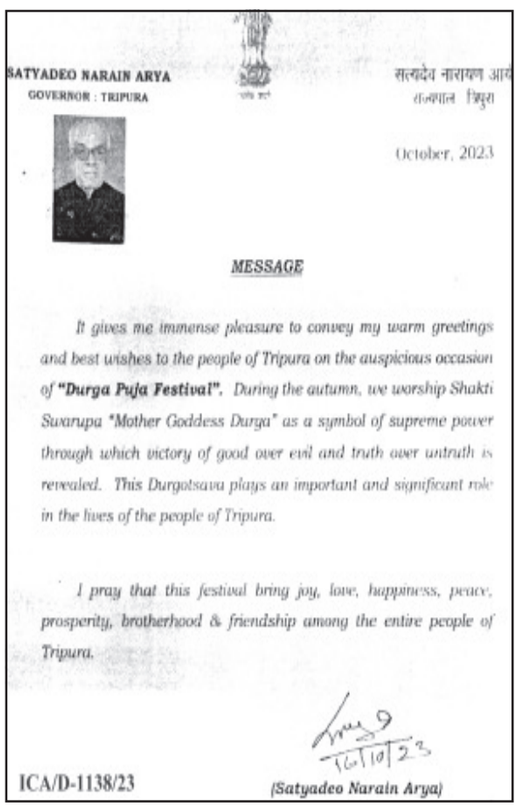

ICA/D-1138/23

Request for Proposal (RFP) for Project Management Consultancy (PMC) Services

Member Secretary of Manu FDA (ELEMENT Project), LTV, Dhalai, Tripura has vide | F.No.2-1/Dew/EP/e-Tender/Manu FDA/2023-24/6972-84 dated 11/10/2023 invited online technical and financial proposals from eligible Agencies for providing Project Management Consultancy (PMC) Services to ELEMENT Project Tripura under State Forest Development Agency (SFDA), Forest Department, 'Tripura. Interested Agencies may download the complete REP document from the website hup. 4 www wipuratenders.gov iu. The eligible bidders may submit their bids online at e-tendering portal i.e. hty Contact details: Shri Suman Das, TFS. O/o, the SDFO Manu, LTV, Dhalai. E-mail: scfomanwd snjoilcom Phone: 7085442063.

ICA/C-2781/23

Member Secretary
Forest Development Agency, Manu

E-Tender Notice

NIA No.F. 3-16/DEV/EP/MSEDA/ABS-20222/12587 dated 11.10.2023 invites bid from the licensed bidders / Firms / Agaencies through e-Tender Sustem Government of Tripura at https://tripuratenders.gov.in.nicgep.app for Construction of Beat Officer cum Quarter at Kulai under Ambassa Range under Ambassa FDA during 2023-24. The e-Tender will be open for the eligible Bidders / Firms / Agencies from 12/10/2023 at 10.05 AM to 06/11/2023 at 03.00 PM.

ICA/C-2785/23

(P. Debbarma TFS)
Member Secretary
(SDFO, Ambassa)
Ambassa FDA, Dhalai

আগরতলা পুর নিগম

আগরতলা

পুর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আগরতলা পুর নিগম এলাকার সকল মৎস্য পরিবহনকারী (মাঝারী এবং ভারী) যান চালকদের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে,

অদ্য ১৪/১০/২০২৩ইং হইতে ১৫/১০/২০২৩ ইং পর্যন্ত পুর নিগম এলাকায় উক্ত যানবাহন (মাঝারি এবং ভারী) সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ। বিকল্প হিসেবে নাগিছড়া মাছ পরিবহন ইয়ার্ড ব্যবহারযোগ্য। পাশাপাশি সকল মৎস্য ব্যবসায়ী, পাইকারি এবং খুচরো ব্যবসায়ীদেরকে এই সুযোগ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে
মিউনিসিপাল কমিশনার
আগরতলা পুর নিগম

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

শতরূপা-মৌসুমীদের চিকিৎসায় সহায়তা করতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচির ২১তম পর্বে আজ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের প্রত্যাশী মানুষ মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার সাথে সাক্ষাৎ করেন। মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে অন্যান্য দিনের মতো আজও দীর্ঘক্ষণ মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা জনগণের অভাব, অভিযোগ ও নানাবিধ সমস্যার কথা শুনেন। এদের মধ্যে অধিকাংশই চিকিৎসায় সহায়তার আর্জি নিয়ে এসেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রত্যেকের সমস্যার কথা শুনে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সচিব ও আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে নির্দেশ দেন। কমলপুর মানিকভাণ্ডারের বাসিন্দা দিনমজর রানু ধর আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে ক্যান্সার আক্রান্ত তার কন্যা শতরূপা ধরের চিকিৎসা করাতে সমস্যার সম্মখীন হচ্ছেন। শতরূপা বর্তমানে আগরতলার ক্যান্সার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শিবনগরের বাসিন্দা উত্তম সাহা ক্যান্সার আক্রান্ত তার ী মৌসুমী সাহার চিকিৎসায় সহায়তার আর্জি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। মুখ্যমন্ত্রী শতরূপা ধর ও মৌসুমী সাহার প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে আগরতলার ক্যান্সার হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারকে নির্দেশ দেন। কমলপুরের অনিমা চক্রবর্তীর স্বামী বাড়ির উঠোনে পড়ে পায়ে গুরুতর আঘাত পেয়েছিলেন। তিনি এসেছিলেন স্বামীর চিকিৎসায় সাহায্যের জন্য। ঊনকোটি জেলার ফুলবাড়ির বাসিন্দা সোফিয়া বেগম এসেছিলেন তার ছেলে রাহুল আহমেদের চোখের চিকিৎসায় সহায়তার জন্য। তেমনি আগরতলার গাঙ্গাইল রোডের বাসিন্দা রামপদ সূত্রধর কিডনিজনিত সমস্যায় আক্রান্ত তার ছেলের চিকিৎসার সাহায্যের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করেন। মুখ্যমন্ত্রী তাদের সবার চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখে জিবি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. শঙ্কর চক্রবর্তীকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। সাবমের পার্থজিৎ চক্রবর্তী ক্যান্সার আক্রান্ত তার বাবার চিকিৎসায় সহায়তার আবেদন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এক্ষেত্রেও মুখ্যমন্ত্রী চিকিৎসায় সহায়তার জন্য সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর থেকে আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে আজ জগন্নাথবাড়ি এলাকার বাসিন্দা বিদিশা দাস মজমদার তার স্বামীর চিকিৎসায় সহায়তার আবেদন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। স্বামী সুদীপ মজমদার লিভার সিরোসিস ও অন্যান্য সমস্যায় ভুগছেন। স্বামীর শারীরিক অবস্থা অবনতি হওয়ায় কলকাতার আমরি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকরা তার বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় হিসাবে লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টের পরামর্শ দেন। যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। বিদিশা দাস মজমদারের সমস্যার কথা শুনে মুখ্যমন্ত্রী তৎক্ষনাৎ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি সহায়তার আশ্বাস দেন। মজলিশপুরের জয়নগর পঞ্চায়েত এলাকার ক'ষিজীবী সায়ন রুদ্রপাল কিডনিজনিত রোগে আক্রান্ত ছেলে বিশ্বজিৎ রুদ্রপালের চিকিৎসা, সিপাহীজলা জেলার পশ্চিম ভবানীপুরের বাসিন্দা সুবল চক্রবর্তী তার কিডনিজনিত রোগের চিকিৎসা এবং বণিক্য চৌমুহনী এলাকার চিরণ্তি দেবনাথ তার ছোট ভাইয়ের চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাদের প্রত্যেকেই পেয়েছেন চিকিৎসা পরিষেবায় সাহায্যের আশ্বাস। মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে আজ মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায়, জিবি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডাঃ শঙ্কর চক্রবর্তী, আগরতলা অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডাঃ শিরুমণি দেববর্মা, চিকিৎসক ডা. সুজিত কুমার রায় উপস্থিত ছিলেন।

এগ্রি অ্যাসিস্টেন্ট পদে ৪০১ জনকে অফার দিল কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলি হলো রাজ্যের অর্থনীতির মূল ভিত্তি। ক'ষকরা হচ্ছেন অন্নদাতা। রাজ্যের মোট জিডিপির ৪৩ শতাংশ আসে কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলি থেকে। তাই রাজ্য সরকার ক'ষির বিকাশ ও ক'ষকের কল্যাণে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১ নং প্রেক্ষাগৃহে ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ দপ্তরে বেকার যুবক ও যুবতীদের মধ্যে অফার বন্টন অনুষ্ঠানে ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণমন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মোট ৪০১ জনকে অফার দেওয়া হয়। জেআরবিটি পরীক্ষার মাধ্যমে এই যুবক ও যুবতীদের ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ দপ্তরে নিয়োগ করা হয়েছে। এই ৪০১ জন এগ্রি অ্যাসিস্টেন্ট (ত্রিপুরা এগ্রিকালচার ফিল্ড সার্ভিস গ্রেড-৩) পদে নিয়োগ পেয়েছেন। এগ্রি অ্যাসিস্টেন্ট পদে অফার বিতরণ অনুষ্ঠানে ক'ষিমন্ত্রী বলেন, ক'ষির বিকাশ ও ক'ষকের কল্যাণে চিরাচরিত প্রথায় চাষাবাদের পরিবর্তে আধুনিক ও বৈ'ানিক প্রথায় চাষাবাদের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ক'ষকদের আধুনিক ও বৈ'ানিক প্রথায় চাষাবাদে অভ্যস্ত করে তুলতে ক'ষি কর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে ৪৬০ জন এগ্রি অ্যাসিস্টেন্ট রয়েছেন। আজ ৪০১ জনকে অফার দেওয়া হলো। অনুষ্ঠানে আজ যারা এগ্রি অ্যাসিস্টেন্ট পদে অফার পেয়েছেন তারা আগামীদিনে রাজ্যের ক'ষির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবেন বলে ক'ষিমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বর্তমান যুগ প্রযুক্তির যুগ। সভ্যতা এখন যন্ত্র নির্ভর। জমি থেকে জলসেচ, বীজ রোপণ থেকে ফসল উৎপাদন সবকিছুই যন্ত্র নির্ভর। তাই ক'ষি দপ্তর ক'ষকদের আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের জন্য উন্নত ক'ষি যন্ত্রপাতি দিয়েও সহায়তা করছে। তাছাড়াও ক'ষকদের উন্নত প্রথায় চাষাবাদে প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে। অনুষ্ঠানে ক'ষিমন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা ক'ষি ও ক'ষকের আর্থসামাজিক মানউন্নয়নে বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। ক'ষকরা আত্মনির্ভর হলে দেশ ও রাজ্যের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। তিনি বলেন, রাজ্যের ৭০ শতাংশ মানুষ ক'ষির উপর নির্ভরশীল। রাজ্যে খাদ্যশস্যের চাহিদা রয়েছে মোট ৯ লক্ষ ৪৫ হাজার মেট্রিকটন। চাহিদার নিরিখে খাদ্যশস্যের উৎপাদনে কিছুটা ঘাটতি রয়েছে। তাই রাজ্যে ক'ষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ দপ্তর কাজ করছে। অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা শরদিন্দ দাস। অনুষ্ঠানে ক'ষিমন্ত্রী সহ অতিথিগণ অফার প্রাপকদের হাতে অফারগুলি তুলে দেন। ধন্যবাদ 'াপন করেন উদ্যানপালন ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের অধিকর্তা ড. ফণীভূষণ জমাতিয়া।

পূজা নিয়ে বিশালগড়ে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৮ অক্টোবর।। বুধবার বিকাল ৪ টায় বিশালগড় মহকুমা শাসক অফিস কনফারেন্স হলে বিশালগড় মহকুমায় অবস্থিত সমস্ত পুজো কমিটির পদাধিকার প্রতিটি সরকারি দপ্তরের আধিকারিক দের নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।বিশালগড়ে এই প্রথম অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে শারদীয়া দুর্গা পুজোর কার্নিভাল। শান্তিপূর্ণভাবে শারদ উৎসবের দিনগুলি সুন্দর ও সাবলীল ভাবে অতিবাহিত করার লক্ষ্যে এবং বিশালগড় এর প্রথম অনুষ্ঠিত কার্নিভালকে ঐতিহাসিক রূপ দিতে এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ।বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড়ের বিধায়ক সুশান্ত দেব, বিশালগড়ের সন্তান তথা রাজ্য টিআইডিসির চেয়ারম্যান নবাদল বনিক, বিশালগড় মহকুমা শাসক রাকেশ চক্রবর্তী, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক তথা পান্নালাল সেন, পৌর পিতা অঞ্জন পুরকায়স্থ, ডিসিএম প্রসেনজিৎ দাস সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা। বিদ্যুৎ দপ্তর, ডি ডব্লিউ এস, ফায়ার সার্ভিস সহ প্রতিটা দপ্তরের আধিকারিক দের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকারও বার্তা দেওয়া হয়। এছাড়া বিশালগড় বাইপাস রোডে পুজোর দিনগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে আলোর ব্যবস্থা করার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিশালগড় ব্রিজ চৌমুনিতে কার্নিভাল এর মূল অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ২৬ তারিখ হবে এই অনুষ্ঠানটি। যারা যারা কার্নিভালে অংশগ্রহণ করবেন না সেই সমস্ত পুজো প্যান্ডেলে প্রতিমা নিরঞ্জন ২৫ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

রেশন ও খাবারের দোকানে খাদ্য দপ্তরের অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। অসাধু ব্যবসায়ীদের কারণে অনিয়মে ছেয়ে গেছে রাজ্যের বাজার। বুধবার সকালে খাদ্য দপ্তরের একটি প্রতিনিধি দল প্রতাপগড় এলাকায় অভিযান চালায়। সেখানে একটি রেশন দোকানের মধ্যে সমস্ত ব্যবস্থাপনা সঠিক রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখেন প্রশাসনিক প্রতিনিধি দল। পাশাপাশি গ্রাহকদের সঠিকভাবে রেশন সামগ্রী মিলছে কিনা সে বিষয়টাও যাচাই করেন প্রতিনিধি দল। পরবর্তী সময় আইজিএম চৌমুহনী এলাকায় বেশ কয়েকটি রেস্টুরেন্ট এবং হোটেলে অভিযান চালিয়ে ডোমেস্টিক সিলিন্ডার আটক করে প্রতিনিধি দলটি। পরবর্তী সময়ে এ বিষয়ে এক আধিকারিক জানান, দুর্গাপূজাকে সামনে রেখে অভিযান অব্যাহত রেখেছে প্রশাসন। বেশ কয়েকটি ডোমেস্টিক সিলিন্ডার আটক করা হয়েছে হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট থেকে। যারা বেআইনিভাবে সিলেন্ডারগুলি ব্যবহার করছিল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান আধিকারিক। প্রতিনিধি দলের আধিকারিকরা আরো জানিয়েছেন, মঙ্গলবার বিটার বন এলাকায় গিয়ে একটি রেশন শপের মধ্যে চাল এবং আটার ব্যাপক গড়মিল পাওয়া যায়। সাথে সাথে সেই রেশন শপটি বন্ধ করে দেওয়া হয় বলে জানান তিনি। এ ধরনের অভিযান আগামী দিনে অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেওয়া আধিকারিক।

পালিয়ে বেড়াচ্ছে বিশালগড়ের কুখ্যাত নেশা কারবারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৮ অক্টোবর।। বিশালগড়ের কুখ্যাত নেশা কারবারি আইনাল হোসেন গ্রেপ্তারের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। গত শনিবার পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালাতে সক্ষম হয় সে। মহালয়ার সন্ধ্যা রাতে চড়িলাম এলাকায় ৭ হাজার ইয়াবা টেবলেট, ২০ গ্রাম হেরোইন সহ বিশালগড় থানার পুলিশের হাতে ধরা পরে ধ্বজনগরের রফিকুল ইসলাম। পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় আইনাল হোসেন। কে সেই আইনাল হোসেন চলুন জেনে নেই ।আইনাল হোসেন এসএফআই বিশালগড় মহকুমা কমিটির সভাপতি। রাজ্য কমিটির সদস্য ।সিপিএমের বিশালগড় দক্ষিনাঞ্চল কমিটির এলসিএম। বিশালগড় থানার ১০৪ নম্বর এনডিপিএস মামলার আসামি আইনাল গ্রেপ্তার এড়াতে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। এই কুখ্যাত নেশা কারবারিকে এখনো বহিষ্কার করেনি সিপিএম। বিশালগড়ে নেশার সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল সিপিএমের ক্যাডার বাহিনী। তারা আজও সক্রিয়। নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করার পাশাপাশি যুব সমাজকে ধ্বংসের পথে ধাবিত করছে লাল বাড়ির কমরেডরা। এই দলের নেতারা নেশা নিয়ে মাঝেমধ্যে নীতি জ্ঞান আওরায়। সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে। অথচ তাদের দলের নেশা কারবারি ক্যাডারদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। বিশালগড়ের সিপিএমের বিজিত প্রার্থী পার্থ প্রতিম মজুমদার নেশা নিয়ে ফেসবুকে জ্ঞান বিতরণ করে সরকারের ঘাড়ে দোষ চাপানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু আইনাল হোসেনের মতো কুখ্যাত নেশা কারবারিরা দলের গুরুত্বপূর্ণ পদ সামলাচ্ছেন। পার্থ প্রতিম মজুমদার সিপিএমের বিভাগীয় সম্পাদক। পার্থ বাবুকে জয়ী করতে দিনরাত খেটেছে আইনাল হোসেনের মতো সমাজবিরোধীরা। কুখ্যাত নেশা কারবারিদের কাছ থেকে তহবিল আদায় করে নির্বাচনী কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল। সিপিএমের নেতাদের সঙ্গে কুখ্যাত নেশা কারবারি আইনাল হোসেনের ছবি রয়েছে। পুলিশের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে আইনাল। কোথায় আশ্রয় নিয়েছে আইনাল উঠছে প্রশ্ন। সিপিএম নেতাদের আশ্রয়ে নেশার সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল আইনাল হোসেনের মতো কুখ্যাত নেশা কারবারিরা।

নেশার বিরুদ্ধে অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৮ অক্টোবর।। দুর্গাপূজার প্রাক্কালে নেশা বিরোধী অভিযান, বিলোনিয়া শহর থেকে শুরু করে শহরতলী এলাকার বিভিন্ন স্থানে নেশার বিরুদ্ধে , অভিযান চালিয়ে উদ্ধার প্রচুর পরিমাণে অবৈধভাবে মজুত রাখা বিলেতি মদ সহ দেশি চোলাই ,বিলোনিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি সুকান্ত ত্রিপুরার নেতৃত্বে পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী আজ বিকেলে অভিযান চালায় শহর ও শহরতলী এলাকায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিলোনীয়া মহকুমার উত্তর সোনাইছড়ি , উত্তর ভারত চন্দ্র নগর ও মাইছড়া এলাকায় চলে এই অভিযান, এই অভিযানে ১৪১ বোতল বিলেতি মদ, বিয়ার ৪৮ বোতল ও ৫ লিটার দেশি চোলাই বাজেয়াপ্ত করা হয় ,তবে রুপন কুমার ত্রিপুরা, অজিত দাস চৌধুরী, রতন মজুমদার ও হারাধন সেন নামে চার জনের মধ্যে তিন জনকে গ্রেফতার করেছে সক্ষম হলেও হারাধন সেনকে গ্রেপ্তার করতে পারে নি পুলিশ, তবে এই অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান পুলিশ।

অটো চালকের উপর হামলা পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ১৮ অক্টোবর।। অটো চালককে আক্রমণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠে কাঞ্চনপুর মহকুমার সাতমালা এলাকা। ঘটনায় যুক্ত দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে যান চালকরা মহকুমার ব্যস্ততম দশদা-কাঞ্চনপুর সড়ক অবরোধ করে। দীর্ঘ তিন ঘন্টা অবরোধের পর কাঞ্চনপুর থানার অফিসার ইনচার্জ উদয়ন দেববর্মা দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর সড়ক-অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মিশ্র বসতিপূর্ণ কাঞ্চনপুর মহকুমার সাতনালা -দশদা এলাকায় জাতি-উপজাতিদের মধ্যে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। ঘটনার বিবরনে জানা যায় সাতমালা এলাকার বাসিন্দা প্রদীপ রিয়াংয়ের নেতৃত্বে একদল দুষ্কৃতীকারী সাতমালা বাজার সংলগ্ন এলাকায় বিকাশ দাস নামে এক অটো চালককে আচমকা আক্রমণ করে ।প্রায় তিন চারজন মিলে অটো চালকে বেধড়কভাবে মেরে আহত করে ফেলে যায় বলে অভিযোগ। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষুব্ধ যানচালকরা সাতমালা বাজার সংলগ্ন দশদা-কাঞ্চনপুর সড়ক অবরোধ করে রাখে। দীর্ঘক্ষন সড়ক অবরোধ চলতে থাকে। ঘটনার খবর পেয়েই কাঞ্চনপুর থানার পুলিশ অফিসার উদয়ন দেববর্মার নেতৃত্বে একদল পুলিশবাহিনী ঘটনারস্থলে ছুটে আসেন। উদয়ন দেববর্মা এসেই যানচালকদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন।

বিভ্রান্তিমূলক সংবাদে বিশ্বাস না করতে রাজ্যবাসীর প্রতি খাদ্যমন্ত্রীর আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। আসন্ন দুর্গোৎসব উপলক্ষে গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে চিনি, ডাল, ময়দা, সুজি ও আটা ভর্তকি মূল্যে ভোক্তাদের প্রদান করা হচ্ছে। পাশাপাশি শারদীয়া উৎসবের উপহার হিসেবে এই সমস্ত খাদ্য সামগ্রীর সাথে বিনামূল্যে একটি ক্যানভাস ব্যাগও প্রদান করা হচ্ছে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এ সংবাদ জানান। তিনি জানান, আসন্ন দুর্গাপূজা উৎসব

উপলক্ষে এই সমস্ত খাদ্য সামগ্রী ও বিনামূল্যে ক্যানভাস ব্যাগ প্রদান নিয়ে কোনও কোনও মহল থেকে বিভ্রান্তিমূলক সংবাদ পরিবেশন করা হচ্ছে। এই ধরণের সংবাদে বিভ্রান্ত না হতে ও বিশ্বাস না করতে রাজ্যবাসীর প্রতি খাদ্যমন্ত্রীর আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি জানান, আসন্ন উৎসবের দিনগুলিতে রাজ্যের ২,০৫৬টি রেশনশপের মাধ্যমে ভোক্তাদের ১ কেজি চিনি, ১ কেজি ডাল, ২ কেজি ময়দা, ৫০০ গ্রাম সুজি, ৫০০ গ্রাম আটা ভর্তকি মূল্যে প্রদান করা হচ্ছে। সঙ্গে বিনামূল্যে ১টি করে ক্যানভাস ব্যাগও ভোক্তাদের দেওয়া হচ্ছে। গত ১০ অক্টোবর রবীন্দ্র ভবনে এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে এই কর্মসূচির সূচনা হয়। গত ১-৯ অক্টোবরের মধ্যে যারা এই সমস্ত খাদ্য সামগ্রী রেশনশপ থেকে ইতিমধ্যেই নিয়ে গেছেন তারা শুধু বিনামূল্যে ক্যানভাস ব্যাগটি রেশনশপ থেকে পাবেন।খাদ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যে প্রথমবারের মতো গণবন্টন ব্যবস্থায় খাদ্য দপ্তর সরিষার তেল প্রদান করার উদ্যোগ নিয়েছে। এ লক্ষ্যে ইম্নি, ইমামি ও লংতরাই কোম্পানিকে টেণ্ডারের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়েছে। ভর্তকিতে ভোক্তাগণ ১১৩ টাকা মূল্যে এই সরিষার তেল পাবেন। খাদ্যমন্ত্রী জানান, বর্তমান রাজ্য সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর রাজ্যের গণবন্টন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিয়েছে। রাজ্যের প্রক'ত ভোক্তারা যাতে তাদের রেশন সামগ্রী রেশনশপ থেকে সংগ্রহ করতে পারেন তারজন্য গণবন্টন ব্যবস্থাকে ডিজিটাইজেশন করা হয়েছে। এছাড়াও রাজ্যের ৬০০টি রেশনশপকে মডেল রেশনশপ হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে খাদ্য দপ্তরের ৬৩৫ জন শ্রমিককে ২ হাজার টাকা করে পূজা অনুদান দেওয়া হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে খাদ্য দপ্তরের অধিকর্তা নির্মল অধিকারী উপস্থিত ছিলেন।

বিজয়া দশমীর দিন রাজ্যের ২৫টি মৎস্য বিক্রয় কেন্দ্রে ৭ হাজার কেজি মাছ বিক্রয় করা হবে ঃ সুধাংশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। আসন্ন দুর্গোৎসব উপলক্ষে বিজয়া দশমীর দিন মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে সরকারি মূল্যে ৭ হাজার কেজি মাছ বিক্রয় করা হবে। এজন্য রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ২৫টি মৎস্য বিক্রয় কেন্দ্র খোলা হবে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মৎস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাস এই সংবাদ জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে মৎস্যমন্ত্রী জানান, মৎস্য দপ্তরের নিজস্ব ১২টি ফার্ম ও সমবায় সমিতির ৬টি মৎস্য ফার্মের মাধ্যমে এই মাছ বিক্রয় করা হবে। এরমধ্যে মৎস্য দপ্তরের ফার্মের মাধ্যমে মাছ বিক্রি করা হবে ৪ হাজার ৬৫০ কেজি ও সমবায় সমিতির মৎস্য ফার্মের মাধ্যমে মাছ বিক্রি করা হবে ২ হাজার ৩৫০ কেজি। বিজয়া দশমীর দিনে প্রধানত ৪ থেকে ৫ রকমের মাছ বিক্রয় করা হবে। এরমধ্যে রয়েছে রুই, কাতল, কার্প, মৃগেল ও সিলভারকার্প। মাছের বিক্রয়মূল্য সম্পর্কে জানাতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, ১ কেজি ওজনের নিচে রুই মাছ বিক্রি

করা হবে ১৬০ টাকা প্রতি কেজি দরে, ১ থেকে ২ কেজি ওজনের মাছ বিক্রি করা হবে ২৬০ টাকা প্রতি কেজি দরে এবং ২ কেজির উপর ওজনের মাছ বিক্রি করা হবে ৩২০ টাকা প্রতি কেজি দরে। কার্প মাছ ১ কেজি ওজনের নিচে বিক্রি করা হবে ২২০ টাকা প্রতি কেজি দরে, ১ থেকে ২ কেজি ওজনের বিক্রি হবে ২৬০ টাকা দরে এবং ২ কেজির উপর ওজনের মাছ বিক্রি হবে ৩২০ টাকা প্রতি কেজি দরে। মৃগেল মাছ ১ কেজি ওজনের নিচে বিক্রি হবে ১৫০ টাকা প্রতি কেজি দরে, ১ থেকে ২ কেজি ওজনের মাছ বিক্রি হবে ২০০ টাকা প্রতি কেজি দরে এবং ২ কেজি ওজনের উপর মাছ বিক্রি হবে ৩০০ টাকা প্রতি কেজি দরে। সাংবাদিক সম্মেলনে মৎস্যমন্ত্রী জানান, তিনি গত ১১ অক্টোবর নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় মৎস্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রাজ্যের মৎস্যক্ষেত্রের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রস্তাব রেখেছেন। প্রস্তাবগুলোর মধ্যে রয়েছে, উদয়পুর ফিসারি ট্রেনিং সেন্টারটিকে রিজিওন্যাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে রূপান্তরিত করা। এই ট্রেনিং সেন্টারটির পরিকাঠামোর উন্নয়নে ৫০ কোটি ৮ লক্ষ টাকার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পরিত্যক্ত জলাশয়গুলিকে সংস্কার করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৫ কোটি টাকার একটি প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে একটি ইন্টিগ্রেটেড অ্যাকুয়া পার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে ৯২ কোটি টাকার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। ঊনকোটি জেলার সতেরো মিঞার হাওরে এই পার্কটি করা হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে মৎস্য দপ্তরের প্রধান সচিব বি এস মিশ্রা উপস্থিত ছিলেন।

প্লাস্টিক মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে সচেতনতা মূলক প্রচারে মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্লাস্টিক মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে সকলকে এগিয়ে আসার জন্য আবেদন রাখা হয়েছিল। এরই অঙ্গ হিসেবে আজ রামনগর ৫ নং মুক্তি সংঘ ক্লাবের উদ্যোগে সচেতনতামূলক প্রচারের আয়োজন করা হয়েছে। এদিন সচেতনতামূলক প্রচারে অংশগ্রহণ করেছেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার ।এদিন মেয়র বলেন, প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহার কিছুতেই বন্ধ করা যাচ্ছে না। এবছর প্রত্যেকটি পুজোর উদ্যোক্তাদের কাছেই অনুরোধ রাখা হয়েছে প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ বন্ধ করার দাবি সম্মিলিত বিভিন্ন প্রচার করার জন্য। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে রামনগর ৫ নং মুক্তি সংঘ সচেতনতামূলক প্রচারের আয়োজন করেছে। এদিন তিনও আরও বলেন, এবছরের ওই সংঘের পূজা উদ্যোক্তা হচ্ছেন এলাকার মহিলারা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।